THE RAMAYUNU

A POEM.

IN FIVE VOLUMES,

Translated from the original Sangskrit,

BY KIRTEE BASS.

VOL. III.

SERAMPORE,

PRINTED AT THE MISSION PRESS,

1802.

বাল্মীকিকৃত

রামায়ন

মহাকাব্য ।

কীর্ত্তিবাস বাঙ্গালি ভাষায় রচিল ।—

চতুর্থ কাণ্ড ।

শ্রীরামপুরে ছাপা হইল ।—

১৮০৩ ।—

597

রামায়ণ।

শ্রীরামচন্দ্রায় নমঃ।

অথ কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ড মতি লিখ্যতে।

রামং লক্ষ্মণপূর্ব্বজং রঘুবরং সীতাপতিং
সুন্দরং কাকুৎস্থং করুণাময়ং গুণনিধিং
বিপ্রপ্রিয়ং ধার্ম্মিকং। রাজেন্দ্রং সত্যসিন্ধুং
দশরথতনয়ং শ্যামলং শান্তমূর্ত্তিং বন্দে
লোকাভিরামং রঘুকুলতিলকং রাঘবং
রাবণারিং।

অনাথ হৈয়া দুই ভাই বেড়ান দণ্ডকে
সহায় করিতে যান বানরকটকে।

দুই ভাই ওঠেন গিয়া পর্ব্বতশেখরে
সম্ভ্রম পাইল বড় পঞ্চ বানরে।
সুগ্রীব বলে আইসে দুই জন বানকী
এ পর্ব্বত ছাড়িয়া চল আর পর্ব্বতে থাকি।
বুদ্ধির সাগর বালি রাজা নানা বুদ্ধি আছে
আমায় মারিতে বালি দুই বীর পাঁঠে।
সুগ্রীবের বচনে বানর বুক নাই বীরে
লাফেং পড়ে কেহ বড় গাছের ডালে।
কোন গাছ সহিতে নারে বানরের আস্ফাল
ফলে ফুলে ভাঙ্গে কত শালগাছের ডাল।
বনজন্তু যত আছে পর্ব্বতশেখরে
সিংহ মহিষ যত পলায় উচ্চৈঃস্বরে।
হনুমান বলে রাজা না হইও চিন্তিত
বালি রাজায় না দেখিয়া কারে তোমার ভীত।
বানর চঞ্চল জাতি লোক উপহাসে
রাজা চঞ্চল হৈলে অধিক দোষ আইসে।
আমি গিয়া জানিয়া আসি কোথাকার বীর
ভাল মন্দ না জানিয়া হইলা অস্থির।

সুগ্রীব বলে দুই জন বেশে তপস্বী
তপস্বী হৈয়া অস্ত্র ধরে মনে ভয় বাসি।
তপস্বির বেশ হইবে রাজার কুমার
ঝাট চল হনুমান করহ বিচার।
রাজার আজ্ঞায় চলে হনু তপস্বির বেশে
পরম গৌরবে গিয়া দুই ভাই সম্ভাষে।
কীর্ত্তিবাস পণ্ডিতের মধুর পাঁচালি
কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ড রচিলেন প্রথম সিকলি।
রামনাম স্মরনে যমের দায় তরি
অনায়াসে উদ্ধার হৈবে মুখে বল হরি।

তপস্বিবেশে হনুমান দেখে দুই জন
তপস্বির বেশ ধরি করে সম্ভাষন।
হনুমান বলে হেন দেখি রাজার কুমার
হাতে ধনুক বান দেখি তপস্বী আকার।

চন্দ্র সূর্য্য জিনি রূপ বেড়াও ভূমিতলে
তোমা দুই ভাইর রূপে পর্ব্বতখান জ্বলে।
কিকারনে কোথা হৈতে এথায় গমন
বিশেষিয়া কহ মোরে ইহার কারন।
সুগ্রীব নামে বানররাজ সর্ব্ব লোকে জানি
হনুমান নাম মোর তাহার পাত্র গনি।
তোমার সঙ্গে মৈত্রীতে সুগ্রীবের অভিলাষ
তেকারনে আইলাম তোমা দোঁহার পাশ।
রাম বলেন লক্ষ্মন শুন আমার বচন
সুগ্রীবের পাত্রসনে কর সম্ভাষন।
এতেক কহিল যদি কমললোচন
পরিচয় দেন তারে বীর লক্ষ্মন।
লক্ষ্মন বলে দশরথ রাজা সর্ব্ব লোকে জানি
দশরথের পুত্র আমি শ্রীরাম জ্যেষ্ঠ গনি।
বাপের সত্য পালিতে আইলাম তিন জনে
শূন্য ঘরে সীতা পাইয়া নিলেক রাবনে।
সিদ্ধ পুরুষে আমা দোঁহায় কহিল উপদেশ
সুগ্রীব হৈতে তোমা দোঁহার ঘাচিবেক ক্লেশ।

কতবার বুঝ্যা আইসেন রামসম্ভাষনে
বানর সম্ভাষিতে রাম বেড়ান বনেং ।
দুই ভাই বেড়াই মোরা সুগ্রীব উদ্দেশে
আমা দোঁহা লৈয়া যাহ সুগ্রীবের পাশে ।
হনুমান বলে সুগ্রীব ভেটিবে দুই জনে
দুই ভাই তুষ্ট হৈলে সুগ্রীবসম্ভাষনে ।
সুগ্রীবের রাজ্য নাই নাই তার নারী
বালি রাজা রাজ্য নিলেক সুগ্রীব দেশান্তরী ।
তোমা সহায়ে সুগ্রীব পাইবে রাজ্যভার
সুগ্রীব করিবে তোমার সীতার উদ্ধার ।
রাজ্য হারাইয়া সুগ্রীব বেড়ায় বনেং
রাজ্যসুখ পাবে সুগ্রীব তোমাদরশনে ।
রাম বলেন হনুমান করহ গমন
সুগ্রীবের সনে মোর করাহ সম্ভাষন ।
এত শুনি হনুমান গেল আগুয়ান
সকল কথা কহে বীর সুগ্রীবের স্থান ।
ঋষ্যমুখ পর্ব্বতে আছে বানর পঞ্চ জনে
হনুমান বার্ত্তা কহে সুগ্রীব রাজা শুনে ।

বানরমূর্ত্তি জাত রাজা কুৎসিত আকার
মনুষ্যরূপ বীর যেন দেখিতে সুন্দার।
পাদ্য অর্ঘ্য লহ তুমি অতিথিব্যবহার
রামচন্দ্র মিত্র হৈলে দুঃখ নাই আর।
দশরথ রাজা সর্ব্ব লোকেতে প্রশংসে
বাপের সত্য পালিতে আইল বনবাসে।
রামের অনুজ ভাই নাম তার লক্ষ্মন
সীতা নামে রামের স্ত্রী নিলেক রাবন।
স্ত্রীর শোকে রাম তোমার লৈশয়ে শরন
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া কর রামসম্ভাষন।
শুভ দিন হৈল তোমার বিধি অনুকূলে
কোথাকার গুননিধি কোথা হৈতে মিলে।
এত দিনে হৈল তোমার দুঃখ বিমোচন
নারায়ন আইলেন তোমার সম্ভাষন।
তপ্ত কাঞ্চন যেন দক্ষিনাবৃত্তে শিখা
পূর্নব্রহ্ম সনাতন তোমারে করেন দেখা।
এতেক বলিল যদি বীর হনুমান
হাত বাড়াইয়া চাঁদ পায় এমন হৈল জ্ঞান।

এতেক শুনিয়া সুগ্রীব আপনা পাসরে
ফল ফুল লৈয়া গেল শ্রীরামগোচরে।
বড় ভাগ্য সুগ্রীবের বিধাতালিখন
শুভক্ষনে গেল রাজা শ্রীরামদরশন।
পাদ্য অর্ঘ্য দিল সুগ্রীব ফল ফুলের ডালি
রামের পায়ে পড়ে রাজা আওদড় চুলি।
স্ত্রী হারাইয়া গোসাঞি হৈয়াছ বিকল
হনুমান পাত্র মোরে কহিল সকল।
সকল কথা আমারে কহিল হনুমান
রাবন দুঃখ দিলেক জাইলে মোর স্থান।
হনুমান কহিল গোসাঞি করিবেন মিত
হনুমানের বাক্যে মোর না হয় প্রতীত।
হনুমান যাহা বলিল সকল যদি হয়
ডাহিন হাত দেহ মোরে ভবেত বিস্ময়।
তবেসে হইল মোর ভাগ্যের উদয়
আমার সনে মৈত্র করিবেন রাম মহাশয়।
বানর পশু জাতি আমি বেড়াই বনে২
আমার মিত্র হইবেন আপনি নারায়নে।

যদি প্রভু রঘুনাথ মোরে হয় দয়া
ডাহিন হাত দেহ মোরে দিয়া পদছায়া।
দয়াল শ্রীরামচন্দ্র কমললোচন
বানরেরে হাত দেন আপনি নারায়ণ।
কত কোটি তনু সুগ্রীব তপস্যা করিল
তেঁইসে রামের পদ দরশন পাইল।
পরম দয়াল রাম গুনের নাই সন্ধি
যার গুণে বনের বানর হইল বন্ধি।
বানরেরে হাত দিতে না হইল বিমর্ষ
দক্ষিণ হাত বাড়াইয়া দিল পরম হর্ষ।
তপস্বিবেশ ছাড়ি হনুমান হইল বানর
দুইখান কাষ্ঠ আনে বাছিয়া ডাগর।
দুই কাষ্ঠ ঘসিতে তাহে বৈর্ম্ম অগ্নি জ্বলে
অগ্নি সাক্ষী করি দোঁহে মিতাং বলে।
দোঁহে দোঁহার শত্রু মারিয়া উদ্ধার কর নারী
অগ্নি সাক্ষী করিয়া এইখানে সত্য করি।
বিধাতানির্ব্বন্ধ কেবা করিবে খণ্ডন
বানরসনে সত্য করেন রাম নারায়ণ।

সভা হইতে সুগ্রীবের অধিক কপাল
মিতালি করিল রাম পরম দয়াল।
হরসিতে দুই মিতে কথাবার্ত্তা কহে
চক্ষু না নিমিষেন রাম দোঁহার মুখ চাহে।
যে শুনে ভনে রামের মিতমিতালি
সুগ্রীব রাজা হেন তার বাড়ে ঠাকুরালি।
সুগ্রীব বলে হনুমান কহিল আমারে
শূন্য ঘরে সীতা পাইয়া নিল লঙ্কেশ্বরে।
পঞ্চবানর আমরা পর্ব্বতের ওপর বসি
রাবনের রথে দেখিলাম পরম রূপসী।
হাত পা আছাড়ে কন্যা কঙ্কনের ঝনঝনি
গরুড়ের মুখে যেন ছটফটায় সাপিনী।
গলার ওত্তরী ফেলায় গায়ের অভরন
কোথা গেল প্রভু রাম দেবর লক্ষ্মন।
অনুমানে বুঝিলাম গোসাঞি তোমার নারী
যত্ন করি রাখিয়াছি অভরন ওত্তরী।
তোমার আজ্ঞা পাইলে গোসাঁঞি আনিব এখন
কয় নয় চিন মিতা সীতার অভরন।

রাম বলেন শুনহ মিতা আমার সম্বিধান
সীতার অভরন দেখাও বাখ মোর প্রান।
অভরন আনে সুগ্রীব শ্রীরামের বোলে
কান্দিতে লাগিল রাম অভরন করি কোলে।
আচাড় খাইয়া পড়েন রাম যান গড়াগড়ি
সীতা২ করিয়া রাম ঘন ডাক ছাড়ি।
সেই অভরন সীতার সেই ওত্তরী
আমারে সন্দেশ দিয়া গেল সীতা সুন্দরী।
কাহার ধন জন নিলাম কাহার শাসন
কোন দোষে সীতা মোরে হৈল অদর্শন।
কহ২ সুগ্রীব রাজা তুমি আমার মিত্ত
প্রানের সীতা মোর রাবন নিল কোন ভিত।
হেন রূপ যৌবন মজিল কার হাতে
হিয়া ধিরন নাই যায় অধিক মনোব্যথে।
সর্বক্ষন পোড়ে সীতার শোক আগুনি
কোথা গেলে পাইব সীতা চন্দ্রবদনী।
স্বর্গ মর্ত্য পাতালে রাবন যথা বৈসে
রাক্ষস বলিয়া আমি না রাখিব তার বংশে

ত্রিভুবনে জানে মোর ধনুকের চটা
বাণেতে পোড়াব রাক্ষস না থোব একগোটা।
ধূলা ঝাড়িয়া সুগ্রীব রাজা শ্রীরামেরে তোলে
না কান্দ২ করিয়া রামকে করিল কোলে।
অশেষ প্রকারে সুগ্রীব রামকে বুঝান
কীর্ত্তিবাস রচিল গীত অদ্ভুত নির্ম্মাণ।

রামনাম জপ ভাই আর সকল মিথ্যা
সর্ব্ব ধর্ম্ম কর্ম্ম রামের নাম বিনা বৃথা।
মৃত্যুকালে একবার যদি রাম বলিয়া ডাকে
বিমানে চড়িয়া স্বর্গে যায় যম দাঁড়ায়ে দেখে।
এমন রামের নাম কে দিবে তুলনা
যাঁর পায়ে পাষাণ মনুষ্য নৌকা হৈল সোনা।
রাম করিলেন অশ্বমেধ অনেক যতনে
অশ্বমেধের ফল হয় যে রামায়ণ শুনে।

রামনাম লইতে ভাই না করিহ হেলা
ভবসাগরে তরিবে রামনামে বান্ধ ভেলা।
অনাথবন্ধু রঘুনাথ ভুবনমোহন লীলা
বনের বানর বান্ধি জলে ভাসে শিলা।
রামজন্ম হৈতে ছিল ষাটি হাজার বৎসর
অনাগত পুরাণ রচিল মুনিবর।
বাল্মীকি বন্দিয়া কীর্ত্তিবাস বিচক্ষণ
শুভক্ষণে প্রকাশিল বেদ রামায়ণ।
রামনাম স্মরণে যমের দায় তরি
রামচন্দ্র ভজ ভাই মুখে বল হরি।

কুল শীল বিক্রম তার না জান ভালমতে
কোন দেশে বৈসে রাবণ গেল কোন ভিতে।
যথাতথা থাওক তার নাহিক এড়ান
সংসারের বানর লৈয়া বধিব পরাণ।
না কান্দ২ সীতা মনে দেহ ক্ষমা
মানুষ নহ আপনি তুমি দেব চন্দ্রমা।

যথাতথা থাকুক সেই পাপিষ্ঠ রাবন
সবংশে মারিব তার জ্ঞাতি বন্ধু জন।
কান্দিতেং মিতা অধিক বাড়ে শোক
শোকে কাতর হৈলে মিতা মন্দ বলে লোকে।
রাজ্য হারাইলাম আমি হারাইলাম নারী
বনের পশু হৈয়া মিতা এতেক পাসরি।
তুমি মিতা হইয়াছ ত্রিভুবনপুজিত
স্ত্রীলাগিয়া কান্দ মিতা নহেত উচিত।
মিথ্যা না বলিব মিতা অগ্নি করিয়াছি সাক্ষী
আমি উদ্ধারিব তোমার সীতা চন্দ্রমুখী।
অশেষ প্রকারে রাজা দিল পাতিয়ান
সীতা উদ্ধারিব আমি না হইবে আন।
এতেক বলিল যদি সুগ্রীব রাজন
বলিতে লাগিল রাম কমললোচন।
বন্ধু বান্ধব মিতা মরে যত লোক
সভার অধিক ভাই স্ত্রীর বড় শোক।
স্ত্রী লৈয়া সর্ব্ব লোক পালয়ে সংসার
স্ত্রী হৈতে সন্ততি হয় বাড়ে পরিবার।

গয়ায় পিণ্ড দান করি করয়ে উদ্ধার
পুত্র হৈতে উদ্ধার হয় এ তিন সংসার।
অশেষ প্রকারে মিতা বুঝাইলে আমায়
স্ত্রীর শোক মিতা কভু পাসরা না যায়।
স্ত্রীর শোক বড় মিতা বলিলাম তোমার কাছে
সীতা উদ্ধার কর মিতা তবে প্রাণ বাঁচে।
সুগ্রীব রামের তরে করিল পাতিয়ান
কীর্ত্তিবাস রচিল গীত অমৃতসমান।

রাম বলেন প্রীতি পাইলাম তোমার বচনে
হেন শোকের সময় বুদ্ধি দেয় কোন জনে।
আপনি দেখিলে মিতা আমার যত ক্লেশ
অবশ্য করিবে মিতা সীতার উদ্দেশ।
আমা হৈতে তোমার যে হইবে প্রয়োজন
সেই কর্ম্ম মিতা তোমার করিব সাধন।
সুগ্রীব বলেন সুস্থির হও তুমি চিত্তে
আমার যত দুঃখকথা কহিব সাক্ষাতে।

বসিবার আসন সুগ্রীব চায় চারিভিতে
শালগাছ আনে রাজা ফল ফুল পাতে।
দুই মিতা বসিল মধুর সম্ভাষণ
চন্দনের ডাল ভাঙ্গি বসিল লক্ষ্মণ।
সুগ্রীব বলে বালি রাজা বিক্রমে প্রবীন
রাজ্য নিল স্ত্রী নিল করিল অপমান।
এই পর্ব্বতে থাকি গোসাঞি নিদ্রা নাই রাতি
তোমা বিনা রঘুনাথ আমার নাই গতি।
হাসিতে লাগিল রাম ত্রৈলোক্যসুন্দর
বালি রাজা মারিয়া তোমার ঘুচাইব ডর।
আমার স্ত্রী তোমার রাজ্য যেবা জন হরে
আমার কোপে পড়িলে যাবে যমের দ্বারে
ভাই২ তোমরা কেন হইল বিষম্বাদ
কোন কার্য্যে মিতা তোমার পড়িল প্রমাদ।
সুগ্রীব বলে ভাই২ বিরোধ নাই জানি
ভাইভাই বিবাদের শুনহ কাহিনী।

অক্ষয় নামে রাজা ছিল সূর্য্যের প্রতাপ
সেই রাজা ছিল যিতা আমা দোঁহার বাপ।
কত কাল রাজ্য করিয়া পিতা গেল স্বর্গ
ভাইং রাজা করিতে আইল পাত্রবর্গ।
জ্যেষ্ঠ ভাই বালি রাজা বিক্রমে সাগর
ধর্ম্মে কর্ম্মে বালি রাজা পরম তৎপর।
সকল মন্ত্রী মিলিয়া তারে দিল রাজ্যভার
বালি রাজা দিল মোরে সকল অধিকার।
বড় প্রীত দুই জনে শুনহ কাহিনী
দুইভাই বিষম্বাদ কভু নাই জানি
বিধাতানির্ব্বন্ধ কভু না হয় খণ্ডন
বিবাদের কথা শুন কমললোচন।
প্রীত করিয়া দুই ভাই করি রাজ্যখণ্ড
হেনকালে বিধাতা মোরে পাড়িল পাষণ্ড।
মায়াবী দুন্দুভি অসুর দুই সহোদর
মহিষরূপে সংসার জিনে ব্রহ্মার পাইয়া বর
দুন্দুভির জ্যেষ্ঠ ভাই মায়াবী নাম ধরে
দুই ভাই রাত্রে আসি যুঝিতে হাঁকারে।

যুঝিবারে যায় বালি সভার নিষেধে
পাছু ধাইয়া যাই আমি ভাই অনুরোধে ।
প্রাণ লৈয়া পলায় দানব দুই ভাইয়ের গন্ধে
পলাইতে স্থল নাহি বালি রাজার ক্রোধে ।
চন্দ্র আলো করিয়াছে যাই দেখাদেখি
সুলঙ্গে প্রবেশ করে দানব পাতকী ।
বালি বলে সুগ্রীব থাক সুলঙ্গদ্বারে
দানব মারিয়া যাবৎ না আইসি ঘরে ।
আমি কহিলাম পলাইল হৈল নিজদেশ
সংশয়স্থানে ভাই তুমি না কর প্রবেশ ।
পায় পড়ি বলিলাম তবু বোল নাহি ধরে
সুলঙ্গ প্রবেশ করে দানব মারিবারে ।
বারে২ নিষেধিলাম না শুনে ওত্তর
প্রবেশ করিল গিয়া পাতালভিতর ।
দানব চাহিয়া বেড়ায় এক বৎসর
বৎসরেকে দানব মারে বালি বানর ।
ঝলকে২ রক্ত বহে বিমুকি২
বড় পাতর দিয়া আমি দ্বারখান ঢাকি ।

সুলঙ্গদ্বার আঁটি আমি বড়২ পাতরে
বালি মারিয়া দানব পাছে মোরে মারে।
বৎসরেকে না আইল জীবন সংশয়
সভে বলে বালির মরণ হুইল নিশ্চয়।
ভাই২ বলি আমি কাঁন্দিলাম বিস্তর
বালিছেন ভাই মোর মরিল সহোদর।
বালিধর্ম্ম ক্রিয়া করিলাম শাস্ত্রবিধানে
আমারে করিল রাজা সব পাত্রগণে।
তার পর দানব মারিয়া ঘরে আইল বালি
মোরে রাজা দেখি বালি কোপে পাড়ে গালি।
পাত্র মিত্র বন্ধু বান্ধব আনে সভাকারে
সভার আগে গালি দেয় আমাকে তিরস্কারে।
দানব মারিতে আমি পশিলাম পাতালে
সুলঙ্গদ্বারে থুইয়া গেলাম সুগ্রীব চণ্ডালে।
পাতর দিয়া সুগ্রীব সুলঙ্গদ্বার রোধে
রাজমহাদেবী হরে শৃঙ্গারের সাধে।
ছত্র দণ্ড নিলেক মোর নিলে মহাদেবী
হেন পাতকিরে ভার ধরিয়াছে পৃথিবী।

বৎসরেকে দানব মারিয়া নেওচিলাম ঘরে
সুগ্রীব২ ডাক ছাড়ি সুলঙ্গের দ্বারে।
অনেক ডাকিলাম তবু না পাই ওত্তর
লাথির চোটে ঘুচাইলাম সুলঙ্গপাতর।
সহোদর ভাই হইয়া করিল দারুণ
পাতরখান বিস্তার বড় পঞ্চাশ যোজন।
আপন চিনিয়া হও না থাক নিকটে
সকল পরিচ্ছদ ছাড়ি যাহ একজোটে।
পায়ে পড়ি বিস্তর আমি করিলাম করুনে
সেবক হৈয়া থাকি ভাই তোমার চরনে।
আপন ইচ্ছায় রাজা নহি পাত্রে করিল রাজা
রাজ্য নষ্ট না করিলাম পালিনু তোমার পুজা।
অনেক স্তব করিলাম না শুনে বচন
আমার লাগি অনেক বলিল পাত্রগন।
পায়ে পড়িয়া যত বলি বালি নাই শুনে
এথা হৈতে পালা তুই লইয়া পরানে।
বারে২ বলি তবু নাই শুনিস কথা
একটা চাপড়ের চোটে ভাঙ্গিব তোর মাথা।

বালির কোপ দেখি মোর ত্রাস হৈল মনে
পলাইয়া গেলাম আমি পাইয়া অপমানে।
এই অপরাধে রাম আমি অপরাধী
বালির মনে আমা পাইলে সেইক্ষনে বধি।
এতেক বলিল সুগ্রীব বিবাদের কথন
সাবধান হৈয়া শুনেন শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
রাম বলেন বালির ডরে বেড়াও শঙ্কটে
কোন সাহসে থাক তুমি দেশর নিকটে।
রামের নিকট সুগ্রীব নোঙাইল মাথা
ঋষ্যমূখ পর্ব্বতের সুগ্রীব কয় কথা।
মায়াবির কনিষ্ঠ দুন্দুভি মহিষাসুর
সহোদরের বার্ত্তা পাইয়া হইল ব্যাকুল।
আপন বিক্রমে মহিষাসুর কারে নাই গনে
সমুদ্রে হুঁকারে গিয়া যুঝিবার মনে।
সমুদ্র বলে তোমায় আমায় যুদ্ধ নাই আইসে
হিমালয় পর্ব্বতে চল রনের উদ্দেশে।
হিমালয় পর্ব্বত মহাদেবের শ্বশুর
তার ঠাঁই গেলে তোমার দর্প হৈবে চুর।

ধনুকের গুণে যেন ঝাট বান জোটে
চক্ষুর নিমেষে গেল পর্ব্বতের নিকটে।
শুনি ওঝালিয়া পর্ব্বত করে ধ্যান২
চিন্তিত হইল পর্ব্বত মনে অনুমান।
ধ্যান করি পর্ব্বত মুনি চিন্তিল সংসার
কার হাতে মহিষাসুর হইবে সংহার।
পর্ব্বত বলে মহিষাসুর তুমি মহাবলী
কিষ্কিন্ধ্যায় যাহ তুমি যথা বানর বালি।
বল বুদ্ধি চূর্ণ করিবে শুনহ উপদেশ
বালি রাজার মধুবনে করহ প্রবেশ।
রাজার ভোগ্য মধুবন রাজার ভাণ্ডার
মধু ভাঙ্গি মধু খাইয়া করহ সংহার।
বালি রাজা না সহিবে মধুর অপচয়
প্রাণে মারিবে তোরে বালি মহাশয়।
তোমার জ্যেষ্ঠ ভাই মায়াবী মহাবলী
মায়াবীরে মারিল বানররাজ বালি।
সহোদরের বার্ত্তা পাইয়া চলিল সত্বর
হিমালয় ছাড়িয়া গেল বালি রাজার ঘর।

শৃঙ্গে ওক্মালিল বন করে খণ্ডখণ্ড
কহিলন্ত বালি রাজা সংগ্রামে প্রচণ্ড।
বীরবীড়া পরে বালি কাঁকালি বেড়িয়া
দ্বিগুন ইন্দ্রের মালা গলায় দিল তুলিয়া।
স্ত্রীগন বেষ্ঠিত আইল বালি মহাশয়
তারাগন মধ্যে যেন চন্দ্রের ওদয়।
কহিল মহিষাসুর বীর রক্তলোচন
স্ত্রীগনে শুনাইয়া বলে তর্জ্জন গর্জ্জন।
মধুপানে মত্ত তুমি ঘূর্ন্নিতলোচন
মত্ত জন মারিয়া মোর নাই প্রয়োজন।
প্রান দান দিলাম তোরে আজিকার তরে
আজি রাত্রি বঞ্চ গিয়া কৌতুকে শৃঙ্গারে।
সুখে রাত্রি বঞ্চ গিয়া প্রত্যুষ বেহানে
বল বুদ্ধি চূর্ন্ন করিব বধিব পরানে।
স্ত্রীগন বালি রাজা পাঠায় অন্তঃপুরে
বীরদাপ করিয়া বলে শুন মহিষাসুরে।
রনেতে পশিলে বুঝিব রনের পরিক্ষা
বালি রাজার হাতে পড়িলে তোর নাই রক্ষা।

ভয় যদি থাকি মাঝে আছে প্রতিকার
বালি রাজার ঠাঁই কার নাহিক নিস্তার।
স্বর্গ মর্ত্য পাতালে যতেক বীরগন
আমার সংগে যুদ্ধ করিলে অবশ্য মরন।
ছলে প্রান রাখিতে চাহ কালিকার তরে
কালিকার থাকুক কায আজি পাঠাব যমঘরে।
কুবুদ্ধি পাইল তোর আমার সনে রন
তোর দোষ নাই তোর ললাটে লিখন।
পলাইয়া যাহ নহে লইয়া পরান
আজিকার দিবস তোরে দিনু প্রান দান।
কোপে মহিষাসুর বীর কাঁপে থরহর
শুনিয়া বলিছে তারে বালি বানর।
আগে মোরে হান তোর বুঝিব বিক্রম
তোর ঘা সহিয়া তোরে দেখাইব যম।
যত তোর শক্তি থাকে তত শক্তি হান
এক দণ্ডে আমি তোর বধিব পরান।

ক্ষিপ দুন্দুভি মহিষ দুই শৃঙ্গ মারে
ঝালং করিয়া বালির অঙ্গ চিরে।
সর্ব্বাঙ্গ ভিতিল বাপি তবু নাই বাধে
অশোক কিং.শুক যেন ফুটিল বসন্তে।
মহিষের বিক্রম দেখি বালি রাজা হাসে
কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ড গাইল পণ্ডিত কীর্ত্তিবাসে।
শমনদমন রাবণ রাজা রাবণদমন রাম
শমনভবন না হয় গমন যে লয় রামের নাম।
রাম করিলেন অশ্বমেধ অনেক যতনে
অশ্বমেধের ফল হয় যে রামায়ণ শুনে।

বালির সনে যুঝে মহিষ বড় চমৎকার
গাছ পাতরে বালি রাজা করে মহামার।
গাছ পাতর ফেলে বালি মহিষের ওপর
পরাভব নহে মহিষ যুঝেত বিস্তর।
দুই শৃঙ্গ বালি তার ধরিলেক রোষে
শৃঙ্গে ধরি মহিষাসুরে তুলিল আকাশে।

দুই শৃঙ্গ ধরি তারে ঘন দেয় পাক
ঘন পাকে ফিরে যেন কুমারের চাক।
পাতর উপর তারে মারিল আছাড়
মাতার খুলি ভাঙ্গিল তার চূর্ণ হৈল হাড়।
পড়িল মহিষাসুর হৈয়া অচেতন
নাখির চোটে ফেলে তারে এক যোজন।
চতুর্দ্দিগে ছড়াইয়া রক্ত পড়ে স্রোতে
পর্ব্বতে মুনির গাত্র ভিতিল রক্তে।
মুনি বলে কোন বেটা করিল এমন
মুনির গায় রক্ত দেয় পাপিষ্ঠ এমন।
গায়ের রক্ত পাখালিয়া মুনি কৈল আচমন
পবিত্র হইয়া বলে মুনি শাপ বচন।
মহাক্রোধ করি মুনি জল নিল হাতে
বড় ক্রোধ করি মুনি শাপিল তাহাতে।
মুনি বলে হেনকর্ম্ম করিল যেই জন
এই পর্ব্বতে আইলে তার অবশ্য মরণ।
মুনির শাপ কিষ্কিন্ধ্যা শুনিলেন বালি
দূরে হইতে মুনির পায় করিলেন শিয়ালি।

দূরে হইতে মুনির পায় করে পরিহার
শঙ্কটসাগরে গোসাঞি করহ নিস্তার।
মাতঙ্গ বলে আমার শাপ নহেত খণ্ডন
এই পর্ব্বতে কভু তুমি না কর গমন।
মুনির শাপে বালি না আইসে ঋষ্যমুখে
দেশ দেশান্তর হইতে শুনে লোকমুখে।
ঋষ্যমুখে আইলে বালি হারায় পরান
বালিকে মুনির শাপ তেঁই আমার পরিত্রান।
রাম বলেন মিতা তুমি কহিলে সকল
বালি মারি মিতা তোমার ঘুচাইব ডর।
সুগ্রীব বলে বালি রাজা বিক্রমের সাগর
বালির বিক্রমকথা শুন রঘুবর।
প্রভাতকালে সূর্য্য যখন অরুণ ওদয়
চারি সাগরে সন্ধ্যা করে বালি মহাশয়।
আকাশে ওপাড়িয়া ফেলে পর্ব্বতশেখর
দুই হাতে লোফে তাহা বালি বানর।
পর্ব্বত ওপাড়িয়া বালি আকাশ ওপর ফেলে
আপনা পরিক্ষিতে বালি নিত্য লোফে বলে।

সপ্তদ্বীপা পৃথিবী চক্ষের নিমিষে যায়
আজুক অন্যের কায পবন লাগ নাই পায়।
বালি মারিতে না পার যদি একগোটা বানে
তবে বালি রাজা মোরে বধিবে পরানে।
মহাবীর বালি রাজা এতিন ভুবনে
পরাভব হয় সভে বালি রাজার রনে।
সুগ্রীবের কথা শুনি বলেন লক্ষ্মনে
কোন কর্ম্ম করিলে তোমার প্রত্যয় হয় মনে।
দেব দানব গন্ধর্ব্ব কোথায় হেনবীর
রামের এক বানে কার রহিবে শরীর।
হেনরামের তরে তুমি না যাহ প্রতীত
কোন কর্ম্ম করিলে তুমি হও হুরষিত।
সুগ্রীব বলে এই দেখ দুন্দুভির পাঁজর
পায়ে করি ফেলাইল বালি বানর।
চক্ষের লোহে সুগ্রীবের তিতিল বদন
আশ্বাস দিয়া তোলেন তারে শ্রীরাম লক্ষ্মন।

প্রভু তায় যদি নাহি যাও সুগ্রীব বানর
পায়ের ঠেলায় ভাঙ্গিল রাম দুন্দুভির পাঁজর।
বালি রাজা ফেলিয়াছিল এক যোজন
শতেক যোজন ফেলেন কমললোচন।
সুগ্রীব বলে মহিষাসুর ছিল রক্ত চর্ম্মে
এক যোজন বালি তারে ফেলে রণশ্রমে।
শত যোজন ফেলিলে তুমি হইল শুকান
বালি হৈতে বড় তুমি না লয় মোর মন।
শুন প্রভু রঘুনাথ আমার বচন
বালি রাজার বিক্রম শুন করি নিবেদন।
দিগ্বিজয় করিতে যখন গেল দশানন
বালির সঙ্গে যুদ্ধ করিতে আইল রাবন।
সন্ধ্যা করে বালি রাজা সাগরের জলে
হেনকালে রাবন রাজা চৌদিগ নেহালে।
তপ করে বালি রাজা রাবন চিন্তে মনে
পিছের বাটে ধরিতে যায় রাজা দশাননে।
যুদ্ধ নাই করে বালি তপ নাই ছাড়ে
পাছুর বাটে রাবনেরে জড়ায় লাঙ্গুড়ে।

লাঙ্গুড়ে বান্ধিয়া ফেলে সাগরের জলে
একবার ডুবায় তারে আরবার তোলে।
এইরূপ করে চারি সাগর
জল খাইয়া রাবন রাজা হইল ফাঁফর।
চারি সাগরে ডুবাইল হৈল সন্ধ্যাকাল
রাবন রাজা লেজে বান্ধা কাঁপে হায়েহাল।
সন্ধ্যাকালেতে বালি চলিলেন ঘর
ডাক দিয়া রাবন বলে দাঁতে করি খড়।
তবে প্রীতি করিল বালি রাবনের সনে
ছাড়িয়া দিল রাবনেরে না মারিল প্রানে।
এক যুক্তি শুন তুমি কমললোচন
বালিসঙ্গে মিলন করিয়া দেহ এইক্ষন।
আমারে বড় ভাল বাসেন বালি বানর
দোঁহে মিলিয়া মারি গিয়া রাজা লঙ্কেশ্বর।
আমরা দুই জনে যদি করাহ মিলন
কোন ছার গুনি তবে রাজা দশানন।
পৃথিবীর মধ্যে বালি রাজার কেবা আঁটে
রাবনে আনিছে বালি ধরে তার জটে।

এতেক বলিল যদি সুগ্রীব বানর
শুনিয়া শ্রীরামচন্দ্র করেন উত্তর।
প্রতিজ্ঞা করিয়াছি আমি অগ্নি করি সাক্ষী
বালি রাজা মারিব আমি কার বাণে রাখি।
আমার বাক্য মিত্য কভু না হয় খণ্ডন
বাপের সত্য পালিতে কেন আইলাম বন।
এতেক বলিলেন রাম কমললোচন
সুগ্রীবেরে ডাক দিয়া বলেন লক্ষ্মণ।
সাত গাছ তাল আছে একই সোসর
সাত গাছ তাল বিন্ধিব দিয়া এক শর।
সুগ্রীব বলেন তবে শুন সাবধানে
বালি রাজা বিন্ধে ইহা নখের ছেদনে।
সাত গাছ তাল দেখ একই সোসর
নখের চাপনে বিন্ধে তাহে বালি বানর।
সাত গাছ তাল যদি বিন্ধ এক শরে
তবে সে বালি রাজা তুমি জিনিবে রণবীরে।
হাসেন প্রভু রঘুনাথ আলো দশ দিগে
তালগাছ বিন্ধিব মিত্য কোন কার্য্যে লাগে।

চিত্রবিচিত্র বান কনক রচিত
তুন হৈতে বান রাম কাড়েন ত্বরিত।
দূঢ় মুষ্টি করি বান নিল দক্ষিন হাতে
ছুটিল রামের বান সাত গাছ তালেতে।
সপ্ত তাল বিন্ধিয়া রাম বান করিল পার
ঋষ্যমুখ পর্ব্বত বিন্ধি বান আগুসার।
এক বানে পর্ব্বত বিন্ধে সপ্ত গাছ তাল
বজ্রাঘাত শব্দে বান সান্ধায় পাতাল।
রাজহংস মুর্ত্তিমান আসিবার বেলে
পুনর্ব্বার বান আইল শ্রীরামের কোলে।
আপন মুর্ত্তি ধরি বান তুনের ভিতর ঢোকে
রামের বিক্রমে সুগ্রীব হাত দিল নাকে।
সকল বানর নিল রামের পদধুলি
তুমি মারিতে পারিবে গোসাঞি হাজার বালি।
সুগ্রীব বলে তোমার বিক্রম দরশনে জানি
বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া গোসাঞি আসেছ আপনি।
তোমাহেন মিতা মোর মিলাইল বিধাতা
তোমার প্রতাপে পাইব রাজদণ্ড ছাতা।

রাম বলেন বিক্রমে আর নাহি প্রয়োজন
বালির সনে ঝাট মোর করাহ দরশন।
দেখিলেমাত্র বালিমারি ঘুচাইব ডর
সুখে রাজ্য করিবে তোমরা সকল বানর।
সুগ্রীবেরে দিল রাম আশ্বাস বচন
সাত জন কিষ্কিন্ধ্যায় করিল গমন।
রাজদ্বারের নিকট রাম বলেন ধীরে,
গাছের আড়ে লুকাইয়া থাকিব দুই বীরে।
রাজদ্বারে সুগ্রীব রাজা ছাড়ে সিংহনাদ
সিংহনাদে রুষিয়া বালি শুনিবে সংবাদ।
তোমার সঙ্গে যুদ্ধমাত্র করিবে পাতাপাতি
এক বাণে বালি মারিয়া পাড়িব শীঘ্রগতি।
বালিদ্বারে সিংহনাদ ছাড়িল গভীর
ক্রোধ করি বালি রাজা হইল বাহির।
বীরধড়া পরে বালি ওড়ন চুলের ঝুঁটি
চড় চাপড় মুষ্টির শুনি চটচটি।
অন্ধকার করিয়াত ফেলে গাছ পাথর
দুই ভাই মল্লযুদ্ধ এক প্রহর।

ক্ষনে হেটে সুগ্রীব ক্ষনেক ওপরে
কিষ্কিন্ধ্যা টলমল করে দুই বীরের ভরে।
দুই সিংহে যুদ্ধ যেন জোড়ে সিংহনাদ
দুই ভাই যুদ্ধ করে নাহি অবসাদ।
বান যুড়ি দেখেন রাম দুই সহোদর
বয়সে বেশে দেখেন রাম একই সোসর।
চিনিতে নারেন রাম হইল ভাবিত
বেমনে এড়িব বান পাছে মরে মিত।
বজ্রেহেন মারে সুগ্রীবে চড় চাপড়
যুদ্ধ সহিতে নারে সুগ্রীব ওঠিয়া দিল রড়।
মহাবল বালি রাজা অতুল প্রতাপে
বালি রাজার যুদ্ধ সহিবে কার বাপে।
বড় বড় বীর যার রনেতে সংহার
বালির যুদ্ধে সুগ্রীব বানর কোন ছার।
তথনিত সুগ্রীবের বধিত পরান
সহোদর ভাই বলি দিল অভয় দান।
রক্তে রাঙ্গা হইয়া যায় পাছু বালি যোদ্ধা
প্রানে মারিতে চাহে বালি কিসের মর্য্যাদা।

ঋষ্যমুখ পর্ব্বতে সুগ্রীব পলায় ডরে
মুনির শাপ মনে করিয়া বালি বাহুড়ে।
প্রাণ লইতে না পারিলাম পলাইলি পর্ব্বতে
ঘরে যায় বালি রাজা গর্জ্জিতেং।
ভাল পলাইয়া গেলি মাতা না করিলাম গুঁড়া
আমার সনে যুদ্ধে আইসে কোন হরির মুড়া
ভাল হইল পলাইল হয় আমার ভাই
প্রাণে মারিব যদি এবার দেখা পাই।
সিংহাসনে বসি বালি দুঃখ ভাবে চিত্তে
ঘায়েতে জর্জ্জর সুগ্রীব ফিরায় পর্ব্বতে।
রাম লক্ষ্মণ চারি বানর গেল সেইখানে
হেট মুণ্ডে আছে সুগ্রীব পাইয়া অপমানে।
মাতা তুলিয়া সুগ্রীব রামের পানে নাই চাহে
বিস্তর অনুযোগ করে রঘুনাথ সহে।
আজি যদি মরিতাম বালির সংগ্রামে
কি করিত রাজ্যভোগ কি করিত রামে।
মারিতে না পারিবে আগে না বলিলে কেনে
বালির সঙ্গে তবে কেন প্রবেশিব রণে।

তখনি বলিলাম বালি বিষম দুর্জ্জয়
বালি মারিতে না পারিবে রাম মহাশয়।
সংসারের মধ্যে যত বড়ং বীর
বালি মারিতে পারে হেন আছে কোন বীর।
আছুক যুদ্ধের কায দরশনে ভাগে
কোন জন যুদ্ধ করে বালি রাজার আগে।
কেনবা গেলাম আমি পাইলাম অপমান
এতক্ষন থাকিলে মোর বধিত পরান।
ঋষ্যমুখ পর্ব্বত ছিল আমার পুর্য্যায়
তেঁই রক্ষা পাইলাম বালি রাজার ঠাঁই।
বালি মারিয়া দিবে মোরে করিলে আশ্বাস
আমারে ঠেকাইয়া তুমি হৈলা এক পাশ।
এখন তখন মারিবে বান হেন মোর মনে
কোথা বান কোথা রাম ভাগ্যে জিলাম প্রানে।
রাম বলেন মিতা আর না বল বিস্তর
তোমরা দুই ভাই দেখি একই সোসর।

বেশে সাহসে রূপে একই সমান
মিত্র বধির ডরে আমি না এড়িলাম বাণ।
চিহ্ন দিলে মিতা যেন রণে গেলে চিনি
বালি মারিয়া রাজ্য দিব আর রাজরাণি।
এবার গেলে যেমন বারি হবে বানর বালি
অমনি মারিব তোমার দুঠাইব শূলি।
রাত্রি বঞ্চিল সুগ্রীব রামের আশ্বাসে
কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ড রচিল পণ্ডিত কীর্ত্তিবাসে :

রাত্রি প্রভাতে ফুল আনে নানা জাতি
সেই ফুলে মালা গাঁথে লক্ষ্মন যোদ্ধাপতি।
মালা গাঁথি লক্ষ্মন দিল সুগ্রীবের গলে
সাত বীরে যাত্রা করে শুভক্ষন বেলে।
রাজ্যলোভে সুগ্রীব সহোদর বধিতে মন
সুগ্রীব পাছু করি আগে চলিল লক্ষন।
মধ্যে শ্রীরাম যান হাতে ধনুঃশর
রামের পাছে লাগিয়া চলে পঞ্চ বানর।

শূন্যে ফেলাইয়া দিল সুগ্রীবেরে মালা
অন্তরীক্ষে মালা পড়ে সুগ্রীবের গলা।
মৃগ পক্ষী বনচর দেখি স্থানেস্থান
লক্ষ২ হস্তী দেখে পর্ব্বত প্রমান।
বনের ভিতর এক স্থানে দেখে বিলক্ষন
মুনির আশ্রম দেখে কদলীর বন।
রাম বলেন মিতা দেখি অদ্‌ভুত কদলী
কাহার সৃজন এই আশ্রমগুলি।
সুগ্রীব বলে তপ করিত মুনি সাত জনা
দশ হাজার বৎসর উপবাস তবে পারনা।
দশ হাজার বৎসর তপ করিল অনাহারে
সেই পুন্যে সশরীরে গেল স্বর্গপুরে।
দুই ভাই বন্দেন গিয়া আশ্রমমণ্ডল
যাহারে বন্দিলে হয় সর্ব্বত্র মঙ্গল।
আপন শপথে মিতা তুমি আজি হও পার
আমি করিব তোমার সীতার উদ্ধার।
আমার কথা মিথ্যা নহে না ভাবিহ মনে
সীতা উদ্ধারিব আমি মারিব রাবনে।

রাম বলেন পুষ্পমালায় ভূষিত ভূষিত
বালি মারিয়া রাজা তোমায় করিব ত্বরিত।
দেখিলেমাত্র বালি মারিব ঘুচাইব ডর
লেওটিয়া বালি আজি না যাইবে ঘর।
সাত গাছ তাল পর্ব্বত বিন্ধে যেই বাণে
সেই বাণ স্মরিয়া মিতা নিশ্চিন্ত হও রণে।
মিথ্যা না বলিব সত্য না করিব আন
আজি বাহির হইলে বালি হারাবে পরাণ।
সিংহনাদ ছাড়ে সুগ্রীব বালির দ্বারে
আকাশ ভাঙ্গি পড়ে যেন পর্ব্বত উপরে।
রামের তেজে সুগ্রীবের বাড়িল বিক্রম
সুগ্রীবের সিংহনাদে কাঁপে ত্রিভুবন।
সিংহনাদে কাঁপিল বানররাজ বালি
কার বোল না শুনে যায় আণ্ডদণ্ড চুলি।
মুখখান মেলে যেন জ্বলন্ত অঙ্গার
চন্দ্র সূর্য্য জিনিয়া চক্ষুর দুই তারা।
সত্তরি যোজন শরীর আছে পরিসর
তিন শত যোজন শরীর দীর্ঘল বিস্তার।

লেঙ্গুল প্রমাণ হয় যখন মনে করে
আকাশ যুড়িতে পারে যখন শরীর বাড়ে।
লেজ দীর্ঘ করে বীর যোজন পঞ্চাশ
যখন লেজ গুড করে ঠেকেত আকাশ।
তারা মহাদেবী ছিল যুদ্ধেতে আগুলি
আলিঙ্গন দিয়া বাধে বানররাজ বালি।
কোন মন্দ্রহ প্রভু বলে না দেও মন
আমার কথা শুন তুমি জীবনকারণ।
বৎসরেক ফিরায় সুগ্রীব এক দিনের রনে
কালি পলায় আজি আইসে বিস্ময় বড় মনে।
যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়া যে জন যুঝিতে হাঁকারে
পণ্ডিত লোক হইলে তাহা অবশ্য বিচারে।
আপনা পাসর তুমি রাগ চণ্ডাল কোপে
ভাবিতে চিন্তিতে প্রভু মোর প্রাণ কাঁপে।
যুদ্ধে না যাইহ প্রভু শুন মোর বানী
আজিকার যুদ্ধে তোমার ভাল নাই গনি।

কালি তোমার ঠাঁই সুগ্রীব গেল মারি খাইয়া
কোন সাহসে সে পুন যুদ্ধে আইসে ধাইয়া।
অবশ্য কাহার ঠাঁই পাইয়াছে বল
পিছে যুদ্ধা আছে গোসাঞি বুঝিনু নিশ্চল।
যুদ্ধে না যাইহ তুমি থাক অন্তপুরে
ডাকে মরুক সুগ্রীব রাজা থাকিয়া বাহিরে।
সূর্য্যবংশে রাজা ছিল দশরথ নাম
তার পুত্র দুই ভাই লক্ষ্মণ শ্রীরাম।
বাপের সত্য পালিতে হইল বনবাসী
শিরে জটা বাকল পরে দুই ভাই তপস্বী।
রাজ্য হারাইয়া তারা বেড়ায় বনে২
সুগ্রীব সহায় বুঝি করিয়াছে তার সনে।
রাজ্য হারাইয়া সুগ্রীব নানা বুদ্ধি সৃজে
রাম সহায় করি বুঝি আইসে তোমার রাজ্যে।
অবশ্য সুগ্রীব বুঝি করেছে প্রতিকার
আজিকার যুদ্ধ তোমার না হয় বিচার।
ভাল মন্দ হউক সুগ্রীব তবু সহোদর
সহোদরসনে যুদ্ধ অযোগ্য বিস্তর।

জ্যেষ্ঠ হইয়া সুগ্রীবেরে পালন করিতে লাগে
সুগ্রীবসহিত রাজ্য কর এক যোগে।
সকল বানর রাজ্য করে সুগ্রীব বঞ্চিত
সহিতে না পারে দুঃখ ভাবে বিপরীত।
আমার বচন তুমি না করিহ হেলা
অহঙ্কারে না যাইহ সংগ্রামের বেলা।
আর এক কথা প্রভু করি নিবেদন
বাপের সত্য পালিতে শ্রীরাম আইল বন।
কৈকেয়ী মহাদেবী তারে দিল সত্যভার
কনিষ্ঠ ভাইকে রাম কেন দিল রাজ্যভার।
শত্রু হৈয়া যেই জন পাঠাইল বনে
তাহারে করিল রাজা কিসের কারনে।
তোমার বাপের বেটা কনিষ্ঠ সহোদর
দুই ভাই রাজ্য কর হৈয়া একত্তর।
বালি বলে তারা না ভাবিহ চন্দ্রমুখী
সুগ্রীব লাগিয়া যত বল আমি তাহে দুঃখী।
দানব মারিতে আমি সান্ধাইলাম পাতালে
সুলঙ্গদ্বারে রাখিলাম সুগ্রীব চণ্ডালে।

গাছ পাতর দিয়া সুগ্রীব সুন্দরীদ্বার ঢাকে
রাজমহাদেবী হরে জাতি নাই রাখে।
তোমার বোলে সুগ্রীবে না মারিব পরাণে
হাতে গলায় বান্ধে দিব তোমাবিদ্যমানে।
তারা বলে শুন রাজা করি নিবেদন
সুগ্রীবের দোষ নাই করিয়াছে পাত্রগণ।
যে রাজ্যের রাজা হয় তার হয় দেবী
মহাদেবী লয় তার পালয়ে পৃথিবী।
পাত্রগণে রাজা দিল সকলে সন্তোষ
রাজা হৈল সুগ্রীবের কিছু নাই দোষ।
তারা বলে শুন প্রভু আমার বচন
আজিকার দিন তুমি না করিহ রণ।
পৃথিবী থানি২ হয় পর্ব্বত ওপাড়ে
চন্দ্র সূর্য্য আদি দেব রামের বাণে পোড়ে।
হেন রাম সহায় করি সুগ্রীব রণে আইসে
সুগ্রীবের দোষ নাই আমার কর্ম্ম দোষে।
বালি বলে সত্য পালিতে রাম সকল ত্যজে
কিছু দোষ নাই রাম মারিবে কোন কাযে।

পরের বোলে রঘুনাথ অধর্ম্ম কেন করি
রামকে আমার ডর নাই শুনহ সুন্দরী।
সত্যবাদী রাম বড় সত্য ধর্ম্মে মন
সত্যের কারনে রাম আইলেন বন।
কথন রামের সনে আমার নাই বাদ
রাম কেন আসিবেন তুমি না কর বিসাদ।
কিছু দোষ নাই রাম মারিবেন কোন দোষে
পুনঃ২ কহ তুমি রাম বুঝি আইসে।
তবে যদি সুগ্রীব লইয়া আইসে রাম
তবু নাহি দিব ভঙ্গ করিব সংগ্রাম।
কষিয়া যায় বালি রাজা সিংহগর্জ্জনে
না রহিল তারা মহাদেবির বচনে।
স্বামী প্রদক্ষিণ করিয়া পড়িছে মঙ্গল
তারার চক্ষুর জল করে ছলছল।
অন্তরে জানিয়া বালি কান্দিল বিস্তর
সাত শত সতিনী নিল পুরির ভিতর।
বাহির হৈয়া বালি রাজা চারি দিগ নেহালে
সুগ্রীব দেখিয়া বালি অধিক কোপে জ্বলে।

বালি সুগ্রীব দুই জনে হৈল হুড়াহুড়ি
হুড়াহুড়ি দুই জনে করে বেড়াবেড়ি।
বেড়াবেড়ি করিয়া দুই জনে জড়াজড়ি
জড়াজড়ি দুই জনে করে মারামরি।
কেহ কারে জিনিতে নারে দুই জন সোদর
দুই জনে মল্লযুদ্ধ এক প্রহর।
সুগ্রীব হইতে বালির দ্বিগুণ আছে বল
এক চাপড়ে সুগ্রীবেরে করিল কাতর।
বজ্রমুষ্টি মারে সুগ্রীবের বুকে
অচেতন হৈল সুগ্রীব রক্ত উঠে মুখে।
সুগ্রীব অচেতন রাম আড়ে থাকিয়া দেখে
ঐষিক বাণ রামচন্দ্র যুড়িল ধনুকে।
ত্রাস পাইয়াছে সুগ্রীব পলাইবার মন
আড়ে থাকিয়া বাণ রাম পুরেন সন্ধান।
দশ দিগ আলো করি রামের বাণ ছোটে
বজ্রাঘাত সম বাণ বালির বুকে ফুটে।
বুক ধরিয়া বালি করে হাহাকার
কোন জন করিল মোরে দারুণ প্রহার।

বুকে পৃষ্ঠে তার হৈল নাড়িতে নারে পাশ
এক বাণে পড়িল বালি ঘন বহে শ্বাস।
পড়িনত বালি রাজা ইন্দ্রের নন্দন
গায়ের অভরন লোটায় অঙ্গের বসন।
কীর্ত্তিবাস পণ্ডিতের থাকিল বিসাদ
রামহেন ধার্ম্মিক হৈয়া পাড়িলেন প্রমাদ।

ভূমে পড়ি বালি রাজা করে ছটফট
ধাইয়া রঘুনাথ গেলেন বালির নিকট।
মৃগ মারি ব্যাধ যেন ধাইল উদ্দেশে
ধাইয়া গেলেন রাম বালি রাজার পাশে।
পাকল চক্ষে রামের পানে চাহিলেক বালি
দন্ত কড়মড়ায় বীর রামেরে পাড়ে গালি।
নিবেদিন তোমারে বিধি বিধানে
হেন চণ্ডালে বিশ্বাস গেনাম ধার্ম্মিক জানে।
রাজকুলে জন্মিয়া রাম ধর্ম্ম নাহি শিখি
পঞ্চ নখির ভিতর আমি নহি পঞ্চ নখী।

শশারু গাণ্ডার কুর্ম্ম আর শল্লকী গোধা
এই পঞ্চ নখী মারিতে কিছু নাই বাধা।
নর বানর আর কিন্নর কুম্ভীর
এই পঞ্চ নখী রাম ভক্ষোর বাহির।
আমার চর্ম্মেতে তুমি না করিবে বৈশন
আমার মাংস তুমি না করিবে ভক্ষন।
নির্দ্দোষ বানর আমি মারিলে কোন কার্য্যে
তুমিহেন রাজা হৈলে সুখ নাই রাজ্যে।
কোন দেশ লুটিলাম পোড়াইলাম কোন দেশ
কোন দোষে করিলে তুমি মোর প্রমায়ুঃশেষ।
আর বংশে জন্ম নহে জন্ম রঘুবংশে
ধার্ম্মিক রাম তোমায় সর্ব্ব লোকে দোষে।
আমি বিশ্বাস করিলাম তোমাহেন চণ্ডালে
পস্বির বেশ ধরি বেড়াও বনস্থলে।
তপস্বী নহিস তুই বড় অনাচার
এবে কূপ ঢাকিলে পথ করিব বিচার।
কূপ ঢাকিয়া রাখি পড়িলে সে জানি
সর্ব্ব লোকে বলে রাম তুমি বড় গুনী।

সকল লোক বলে তোমায় ধর্ম্মের আচার
তোমার বাড়া অধার্ম্মিক নাহিক সংসার।
ভাইভাই দ্বন্দ্ব করি মোরা তুমি হও সাক্ষী
আমারে মারিয়া রাম কেমনে হৈলে সুখী।
কোথাও না দেখি এমন কোথাও না শুনি
অন্যের সহিত যুদ্ধ করিতে অন্যে হানাহানি।
দেখাদেখি মোর সম্মুখে এড়িতে যদি বাণ
একটা চাপড়ে তোমার বধিতাম পরাণ।
শুনেছ লোকের মুখে আমি যেমন বীর
আমার সনে যুদ্ধে কতক্ষণ হৈতে স্থির।
সুগ্রীব আমার বাদী এই মনে আইসে
তোমাসঙ্গে বিবাদ নাই মারিলে কোন দোষে।
মাতা তুলি লোক আগে দাণ্ডাবে কোন লাজে
অদেখা যুদ্ধে মারিলাম আমি বানররাজে।
দশরথ রাজা ছিল ধর্ম্ম অবতার
তার পুত্র হইয়া হৈলে কুলের অঙ্গার।

মহারাজ দশরথ বীর্য্যে ছিল যম
তার পুত্র তুমিত না হইবে কদাচন।
বীর্য্য নাই জান তপস্বী হৈলে বাপের গৌরবে
তেঁই আসি মিশাইলে পাপিষ্ঠ সুগ্রীবে।
পাপী২ মিলিলে হয় পাপের মন্ত্রণা
আনের সহিত যুদ্ধ আনে দেয় হানা।
বানর হৈতে কার্য্য হৈবে যদি করিলে মনে
আগে আসি মোর তরে না কহিলে কেনে।
এক লাফ দিয়া আমি সাগর হৈতাম পার
রাবণ মারিয়া করিতাম সীতার উদ্ধার।
বিনি অপরাধে কেন মোরে দিলে হানা
কোন চোর মন্ত্রির সহ করিলে মন্ত্রণা।
কত শত মহাবীরে করিলাম সংহার
ক্ষুদ্র লঙ্কাপুরির মধ্যে রাবণ কোন ছার।
আমার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে আইল লঙ্কেশ্বর
লেজে বান্ধি ডুবাইনু এ চারি সাগর।
লেজের বন্ধন তার কিষ্কিন্ধ্যায় খসে
আমার পায়ে পড়ি রাবণ উঠিল আকাশে।

এমন করিতে না পারিবে সুগ্রীব বলে কয়
অনেক দিনে করিবে সাগর বন্ধন।
দুই কটকে যুদ্ধ করিয়া পড়িবে অপার
তত দিনে হৈবে সীতার অস্থি চর্ম্ম সার।
আনিয়া দিতাম রাবনের গলে দিয়া দড়ি
হৃষ্ট পুষ্ট আনিতাম সীতা সুন্দরী।
রঘুবংশে দশরথ ত্রিভুবনে খ্যাতি
তার পুত্রে অপবাদ পাপে দিলে মতি।
ভাবিয়া দেখহ রাম আপনার মনে
অদোষায় তুমি মোর বধিলে পরানে।
রাবন নিলেক সীতা সৃষ্টি মজালে মোর
সত্য পালিতে আসি তুমি যুদ্ধে হৈলে চোর।
বিস্তর ভৎসিল রামে বানররাজ বালি
কীর্ত্তিবাস ভনে নির্ব্বন্ধদোষ কেন পাড় গালি।

রাম বলেন বানর তুমি হও নীচ জাতি
চপল বানর জাতি তোমার সংহতি।

আপনি অধার্ম্মিক তুমি ধর্ম্ম চিনাও আনে
বানর হৈয়া মন্দ বল যত আইসে মনে।
পৃথিবীতে যত রাজা হইয়াছে যুগে২
দয়া করি কোন রাজা ছাড়িয়াছে মৃগে।
ঘাস খায় বনে চরে না করে অপরাধ
তথাচ মৃগ মারিতে সকল রাজা হয় ব্যাধ।
মৎস্য সকল জলে থাকে তার হিংসা ক'লে
তারে বধ করে কেন বড়২ লোকে।
পক্ষী পাখালি সকল থাকে বৃন্দাবনে
তারে কেন ব্যাধ লোক বধয়ে পরাণে।
আমার রাজ্যে বসিয়া তুমি কর পরদার
তোর পাপে হয় মোর পাপের সঞ্চার।
আমার বাণে পড়িলে তুমি মুক্ত হৈল পাপ
স্বর্গে যাহ বানর কেন করহ সন্তাপ।
ভক্তহেন সুগ্রীবের করিব পালন
সুগ্রীবের মন্দ যে তার বধিব জীবন।
মিতালি করিয়াছি আমি অগ্নি করিয়া সাক্ষী
সুগ্রীবের শত্রু আমি কোথাও না রাখি।

সুগ্রীবের জ্যেষ্ঠ তুমি পরম পবিত্র
তোমারে অধিক বলিতে মোর নহেত উচিত।
তোমার সনে রন করিতে মোরে নাই সাজে
ক্ষমা কর বানররাজ কেন পাড় লাজে
ক্ষমা কর বানর তোমার দৈবের লিখন
আমার বানে পড়িয়া যাহ স্বর্গভুবন।
ইন্দ্রের পুত্র তুমি বীর ইন্দ্রের বেশ
অমরাবতী চল তুমি আপনার দেশ।
বালি বলে ত্রিভুবনে তুমিত পূজিত
ঘায়ের ব্যথায় যত বলি সব অনুচিত।
প্রনাম করে বালি রাজা তোমার চরনে
সুগ্রীব অঙ্গদ তুমি করিহ পালনে।
সুগ্রীবেরে রাজ্য দিবে করিয়াছ অঙ্গীকার
অঙ্গদেরে দিবে তুমি কোন অধিকার।
তুমি দাতা তুমি কর্ত্তা তুমিত বিধাতা
সুগ্রীব অঙ্গদের তুমি ধর্ম্মের হও পিতা।

সুষেনদুহিতা তারা আছে গৃহমাঝে
সুগ্রীব যেন অপমান না করে কোন কাযে।
রাম বলেন পরলোক চিন্ত বানররাজ
পবিত্র করিলাম তোমায় কথায় কি কায।
রামের চরণে বালি করে যোড়হাত
বিরূপ বলিলাম ক্ষমা কর রঘুনাথ।
বালি রাজার কথা শুনি শ্রীরামের হাস
কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ড রচিল পণ্ডিত কীর্ত্তিবাস।

পড়িলত বালি রাজা শ্রীরামের বাণে
অন্তঃপুর থাকি তাহা তারা দেবী শুনে।
কাপড় না সম্বরে রাণী আওদড় কেশে
অঙ্গদ পুত্র লৈয়াধায় বালির উদ্দেশে।
রাজার পাত্র তোমরা রাজার সংহতি
রাজা এড়ি তোমরা পলাহ রাখিয়া অখ্যাতি।
বানর সব বলে শুন তারা ঠাকুরাণী
দুই ভাই বিস্তর করিল হানাহানি।

তুমি যত বলিলে তাহা হৈল বিদ্যমান•
রামের বাণে পড়িয়া বালি হারাইল প্রান।
চারিভিতে রাধ গিয়া আপন অন্তপুরী
অঙ্গদ রাজা করিয়া রাজ্য করহ সুন্দরী।
তারা বলে রাজ্য না চাই না চাই অঙ্গদ
স্বামির সঙ্গে যাব আমি এই সে সম্পদ।
হিয়া হানে মাতা হানে বসন না সম্বরে
রনস্থলে গিয়া রানী চৌদিগে দৃষ্টি করে।
হাতের ধনুক বান এড়িয়াছেন রঘুনাথে
লক্ষ্মণ দাণ্ডাইয়াছেন রামের অগ্রেতে।
কথাবার্ত্তা নাহি হেন হৈয়াছে অভিমান
হেট মাতায় আছেন রাম পাইয়া অপমান।
বালির নিকটে তারা ধাইয়া গেল রড়ে
স্বামির দুর্গতি দেখিয়া হাহাকার করে।
মেঘের গর্জ্জন প্রভুর সংগ্রামে গর্জ্জন
বড়ং বীর তোমার সহিতে নারে রণ।
রামের বানে বালি রাজা লোটায় ভূমিতলে
পুত্র এড়িয়া রানী স্বামী করে কোলে।

আমার বচন না শুনিলে করিলে সাহস
তোমার দোষ নাহি আমার বিধাতা বিরস।
স্ত্রী সকল কান্দে তোমার কান্দেত অঙ্গদ
ওত্তর না দেহ প্রভু হইলা নিঃশব্দ।
হিয়া হানে মাথা হানে মরিবারে চায়
সাত শত সতিনী মেলি তারারে বুঝায়।
রাজ্য রাখ অঙ্গদ রাখ রাখহ আপনা
তোমা বিনা বালির বংশে না রবে এক জনা।
তারা বলে সুগ্রীব মারিলে ভাই অধিকারী
ভাই মারিলে না মার কেন ভাইয়ের নারী।
বালি হেন ভাই মারিলে রাজ্যের লোভে
আমাসভারে মার যে অবিচারে চাহে।
এতেক বলিয়া কান্দে তারাত সুন্দরী
তারার ক্রন্দনে কান্দে কিষ্কিন্ধ্যা নগরী।
অঙ্গদ যুবরাজ কান্দে কান্দিতে না জানে
সকল কিষ্কিন্ধ্যা কান্দে বালির মরনে।
আছুক আনের কায কান্দেন লক্ষ্মন
রাম সুগ্রীব বসিলেন বিরস বদন।

তারা বলে ধার্ম্মিক তুমি জন্ম উত্তম কুলে
আমার স্বামিকে মার পাইয়া কোন ছলে।
দেখাদেখি মারিতে যদি দেখিতে প্রতাপ
অদেখা ঘায় মারিলে প্রভু বড় পাইলাম তাপ।
প্রভু শাপ নাহি দিলেন করুণ হৃদয়
আমি শাপ দিব তোমা ফলিবে নিশ্চয়।
সীতা উদ্ধারিবে রাম আপন বিক্রমে
সীতারে আনিবে তুমি অনেক পরিশ্রমে।
সীতা লইয়া ঘর করিবে বড় মনেআশ
কতক দিন থাকি সীতা ছাড়িবে তোমাপাশ।
তুমি যেমন কান্দাইলে কিষ্কিন্ধ্যা নগরী
তোমারে কান্দাইয়া সীতা যাবে স্বর্গপুরী।
আমি যদি সতী হই ভারতভিতরে
সীতালাগি কান্দিবে তুমি কে খণ্ডিতে পারে।
আমি শাপ দিলাম তোমায় না হবে খণ্ডন
সীতার কারনে প্রান দিবে নহে বিমোচন।
সীতার কারনে তুমি প্রান হারাইবে
এজন্মের মত তোমার দুঃখে কাল যাবে।

বানরী হইয়া তারা রামের তরে গর্জ্জে
এতেক সম্পদ মোর তোমার কারন মজে।
ইহা মনে না করিহ আমি নারায়ন
যেমন কর্ম্ম তেমন ভোগ না হয় খণ্ডন।
বিনি দোষে মারিলে যেমন আমার স্বামিরে
আমার স্বামী এমনি মারিবে জন্মান্তরে।
সতির বচন কভু না হয় খণ্ডন
যাবলিল তাহা হবে নহে বিমোচন।
বালি রাজার কোলে করি কান্দে উচ্চৈঃস্বরে
তারার ক্রন্দনে বালি বলে ধিরে২।
তারারে প্রবোধি করে বানররাজবালি
আমি বিস্তর রামেরে দিয়াছি গালাগালি।
আমার বচনে বড় পাইয়াছে লাজ
তুমি মন্দ বলিয়া সাধিবে কোন কায।
সীতারে হরিয়া নিল লঙ্কার রাবন
রাবনের অপরাধে আমার মরন।
দৈবনির্ব্বন্ধ আমার রামের কিবা দোষ
রামে গালি দিলে রাম হৈবেন অসন্তোষ।

তারার তরে দিল বালি প্রবোধ বচন
মরনকালে সুগ্রীবেরে করে সম্ভাষন।
বালি বলে সুগ্রীব তুমি ভাই সহোদর
তোমার সনে বিসম্বাদ গেলত বিস্তর।
তোমার বিবাদে মোর এই ফল হয়
তুমি রাজ্য করহ আমি মরিলাম নিশ্চয়।
তোমার দোষ নাই আমার বিধাতা বৈমুখ
একত্রে দুই ভাই কভু না হৈল রাজ্যসুখ।
রাজভোগে বাড়াইলাম অঙ্গদ সুন্দর
পায়ের তলে লোটায় পুত্র ধূলায় ধোসর।
আমার বচনে অঙ্গদেরে নাই দিহ তাপ
আমার বিহনে তুমি অঙ্গদের বাপ।
ভয় পাইলে অঙ্গদেরে দিবে অভয় দান
অঙ্গদে পালন করিবে পুত্রের সমান।
আমি থাকিলে অঙ্গদ করিত ঠাকুরাল
ধার্ম্মিক রাম হৈয়া মোরে হইল চণ্ডাল।
দারুন রামের বানে মোর পোড়য়ে শরীর
ক্ষনেক থাকিয়া মোর প্রান হইবে বাহির।

ইন্দ্র মালা দিয়াছেন পুত্রের সন্দেশ
সুগ্রীবেরে মালা দেহ দেখুক সর্ব্ব দেশ।
রঘুনাথের ঠাঁই বালি লইয়া অনুমতি
সুগ্রীবের গলে দিল ধরে নানা জ্যোতি।
সুগ্রীবেরে মালা দিয়া পুত্রপানে চাহে
মরনকালে অঙ্গদেরে পরিমিত কহে।
আমি যেমন বাড়াইলাম রাজগৌরবে
সেইমত বাড়াবে তোমার খুড়া সুগ্রীবে।
অহঙ্কার না করিহ আমার কথনে
খুড়ার করিহ সেবা বিবিধ বিধানে।
সুগ্রীবের বিপক্ষগনের কথা নাই শুনি
তাহাসভার সহিত না করিহ হানাহানি।
অহঙ্কার না করিহ করিহ সেবা কর্ম্ম
খুড়ার করিহ সেবা পরাপর ধর্ম্ম।
এত বলি বালি রাজা ত্যজিল পরান
রামের বানে পড়িয়া বালি গেল স্বর্গস্থান।
বিধাতা নির্ব্বন্ধ কভু না হয় খণ্ডন
স্বর্গবাসে গেল রাজা দেখে সর্ব্ব জন।

বিমানে চড়িয়া বালি গেল ঊর্দ্ধপথে
হাহাকার করি তারা লাগিল কান্দিতে।
হিয়া হানে মাতা হানে ফেলে অভরণ
আরবার তারা দেবী করিছে ক্রন্দন।
গলার খসিল প্রভুর ইন্দ্রের মালা
কোন জন নিল মালা শোভে কার গলা।
কান্দিয়া বিকল তারা ধৈর্য্য না ধরে
আমারে ছাড়িয়া প্রভু গেলে কোথাকারে।
কোথায় রহিল তোমার রাজ্যপাট ধন
কোথায় রহিল তোমার রত্নসিংহাসন।
সুগ্রীব হইল তোমার প্রাণের আপদ
কোথায় রহিল তোমার কুমার অঙ্গদ।
কোথায় রহিল তোমার রাজ্য সংসার
তোমার বিহনে দেখি সব অন্ধকার।
স্বর্গ মর্ত্য পাতাল কাঁপে তোমার বিক্রমে
তোমার তরে চণ্ডাল হৈয়া আইল শ্রীরামে।

দারুন রামের বান বুকে যেমনে বরি গেলে
সুগ্রীবের যত পাপ আমার ভরে মলে।
বুকে হৈতে সুগ্রীব কাড়িয়া নিল বান
বালির রক্তেতে নদী বহে খরসান।
কান্দিতেং তারা হইল কাতর
পাত্র মিত্র মিলিয়া দেয় প্রবোধ উত্তর।
কান্দে মহাদেবী তারা না শুনে কার বানী
হনুমান বলে কত কান্দ ঠাকুরানী।
ধর্ম্মে ধার্ম্মিক বালি বিচারে পণ্ডিত
রামের বানে স্বর্গী হৈল দেবতাসহিত।
অঙ্গদের পালন কর বালির অপেক্ষা
আমাসভার ঠাকুরানী কর পোষন রক্ষা।
অঙ্গদ রাজা হৈবে দেখিবে আপন আঁখি
শোক পাসর তুমি শুন চন্দ্রমুখী।
রাম সুগ্রীব লজ্জিত হৈল অঙ্গদ করিবে রাজা
সব রাজ্যখণ্ড মিলি তোমার করিবে পূজা।
পুত্র রাজা হৈবে মোর স্বামী লোটায় ধুলি
স্বামির সহিত গেলে সর্ব্ব ধর্ম্মে তরি।

নারির গৌরব যত স্বামী, সকল তাসে
কি করিতে পারে পুত্র স্বামির বিহনে।
পুত্রসহ কথা বলিতে মারিবারে ভাইসে
স্বামীরে মন্দ বলিলে স্বামী মনেং হাসে।
সকল ধর্ম্ম কর্ম্ম স্বামী নারির বিধাতা
স্ত্রীলোকের স্বামী হয় সুখ মোক্ষ দাতা।
স্বামির সেবা স্ত্রী করিবে যদি হয় সতী
স্বামী বিনা স্ত্রীলোকের আর নাই গতি।
স্বামী দাতা স্বামী কর্ত্তা স্বামী কেবল ধন
স্বামির বাড়া গুরু নাই বলে জ্ঞানী জন।
শতেক পুত্রের যদি হয়ত জননী
তথাপিহ রাঁড়ী বলিয়া তাহার কাহিনী।
কান্দিতেং তারা হইল বিকল
তারার ক্রন্দনে সুগ্রীব হইল কাতর।
রাম বলেন চিন্তা না করহ বিষাদ
কার দোষ নাই দৈবে পাড়িল প্রমাদ।
শোক সম্বরহ তুমি বানরের রাজ
তারা অঙ্গদ লৈয়া কর বালির অগ্নিকার্য।

শুকান কাষ্ঠ আন মিতা অগৌর চন্দন
রাজ অভরন আন বসন ভুষন।
তুমি যদি কান্দ কার না রবে ক্রন্দন
বাছিয়া কটক আন বালির বাহন।
পৃথিবী যুড়িয়া বালির দুর্জ্জয় শরীর
লক্ষ্মন বলেন হনুমান তুমি হও স্থির।
লক্ষ্মনের বোলে হনু সাণ্ডায় ভাণ্ডারে
নানা রত্ন অভরন ভাণ্ডারবাহির করে।
রাজচতুর্দ্দোল আনে বিচিত্র বসন
বিলাইতে আনে রাজার বহুমুল্য ধন।
রাজচতুর্দ্দোলে নিয়া বালি রাজায় তোলে
বালি রাজায় রাখে লৈয়া পম্পা নদির কুলে।
চন্দনকাষ্ঠের চিতা করিল নদির তীরে
বালি রাজায় শোয়াইল তাহার উপরে।
রাজযোগ্য চিতা করে সুগন্ধি পুষ্প পাতি
তারা মহাদেবী অগ্নিকে করে স্তুতি।
বালির অগ্নিকার্য্য করে সকল বানরগন
রামের বানে পড়িয়া গেল স্বর্গ ভুবন।

রামনাম স্মরণে হয় পাপের বিনাশ
কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ড রচিল পণ্ডিত কীর্ত্তিবাস।
রামজন্ম হৈতে ছিল ষাঠি হাজার বৎসর
অনাগত বাল্মীকি রচিল কবিবর।
বাল্মীকি বন্দিয়া কীর্ত্তিবাস বিচক্ষণ
পাঁচালি প্রবন্ধে রচে বেদ রামায়ণ।
রামনাম স্মরিলে যমের দায় তরি
রামের পীরিতে ভাই মুখে বল হরি।

সকল বানর গেল রামবিদ্যমান
সুগ্রীবের ইঙ্গিত পাইয়া বলে হনুমান।
তোমার প্রসাদে গোসাঞি সুগ্রীব হৈল রাজা
রাজদ্বারে আইস গোসাঞি করি তোমার পূজা।
তোমার আজ্ঞা পাইলে সুগ্রীব যায় অন্তঃপুরে
দ্বারে আইলে গোসাঞি তোমার সেবা করে।

রায় বলেন নগরে আমি না করি প্রবেশ
চৌদ্দ বৎসর বনে থাকিব বাপের আদেশ।
পিতার আজ্ঞায় চৌদ্দ বৎসর বেড়াব বনেবন
নগরেতে কেমন করি করিব গমন।
মুনির বাড়ি ছিলাম আমি হইয়া তপস্বী
চৌদ্দ বৎসর নাই গেলে গৃহে নাই বসি।
সুগ্রীবেরে বলেন রাম বীর অবতার
রাজা হৈয়া রাজ্যে তুমি কর অধিকার।
বালি রাজা মারিয়া আমি বড় পাইলাম লাজ
আমার বাক্যে পালিহ অঙ্গদ যুবরাজ।
তারা মহাদেবির তুমি করিহ পুরস্কার
তাহার মন্ত্রণায় করিহ রাজ্যের ব্যবহার;
শ্রাবন মাস প্রবেশ হয় বরিষা প্রবেশ
বরিষায় বানর কটক থাকুক নিজ দেশ।
বনেং বেড়াইয়া মিতা বিস্তর পাইলা দুঃখ
বরিষায় কত দিন কর রাজ্যসুখ।
বরিষা প্রভাতে যে দ্বারে থাকিবে এক দণ্ড
বালিসমান তাহার মাণ্ড করিব রাণ্ড।

রাঁমের আজ্ঞা পাইয়া সুগ্রীব গেল অন্তঃপুর
নানা রত্ন দান করিল ভাণ্ডার প্রচুর।
সুগ্রীবেরে রাজা করিতে আইল রাজ্যখণ্ড
সিংহাসন বাহির হৈল ছত্র নব দণ্ড।
শুভক্ষনে বৈসেন সুগ্রীব রাজসিংহাসনে
চারিভিতে চামর চুলায় সকল বানরগনে।
রঘুনাথের আজ্ঞা যেন শাশানের রেখে
সাগরের জলে সুগ্রীবে করে অভিষেক।
ছত্র দণ্ড দিল আর কিষ্কিন্ধ্যা নগরী
অভিষেক করিয়া দিল তারাত সুন্দরী।
রাজার স্ত্রী রাজাতে লৈবে ইহাতে নাই দোষ
তারা পাইয়া সুগ্রীবের বড়ই সন্তোষ।
রামের বচন লঙ্ঘিলে কুশলে নাই থাকি
সুগ্রীবে অভিষেক করিয়া অঙ্গদে অভিষেকি।
অঙ্গদে যুবরাজ করিল সব পাত্রগন
রায়জয় করিয়া তাকে সকল বানরগন।
সীতার লাগি কান্দেন রাম করিয়া বোয়াল
বর্ষা বঞ্চিতে যান পর্ব্বত মাল্যবান।

দুই ক্রোশ পথ রাম বাসা করিয়া রহে
পর্ব্বতের সুগন্ধি বায়ু মনোহর বহে।
বাসা করি থাকেন রাম পর্ব্বতশেখর
স্থানে২ পর্ব্বতের ওত্তম সরোবর।
নানা বর্ণেতে বৃক্ষ বিচিত্র ফুল ফল
দিবস রজনী দেখি চন্দ্রত শীতল।
কিছু নাই বাসেন রাম সীতার তরে চিন্তে
বরিষার ধারা যেন চক্ষের লোহে তিতে।
শয়ন ভোজন রামের কিছু নাই মন
কান্দি দিন যায় রামের রাত্রি জাগরণ।
রাজভোগে সুগ্রীব রাজা দিনে২ আন
রাত্রি দিন রঘুনাথের সীতারে ধেয়ান।
সোনার খাটে শোয় সুগ্রীব তাহে নেতের তুলি
সীতা লাগি কান্দেন রাম লোটাইয়া ধূলি।
বাজের খাট সুন্দরী সুগ্রীবের অভিলাষ
সীতা লাগি কান্দেন রাম বরিষা চারি মাস।
কান্দিতে২ রাম হইল কাতর
ক্ষণে২ লক্ষ্মণ দেন প্রবোধ ওত্তর।

বড়ই উৎপাত হয় অতি পরমাদ
মহাপুরুষ হৈলে তায় না করে বিসাদ।
শোকে কাতর হৈলে প্রভু নিন্দা করে লোকে
শোকে বুদ্ধি নাশ হয় পাগল হয় শোকে।
জিয়ে মরে সীতা তার করহ বিচার
স্ত্রীলাগিয়া অচেতন কোথাকার ব্যবহার।
লক্ষ্মনের প্রবোধে রাম হইলেন স্থির
যাবৎ নহেন লক্ষ্মন ঘরের বাহির।
রাম এড়ি লক্ষ্মন গেলেন ফুল আনিবারে
শোকে কান্দেন রঘুনাথ পাইয়া শূন্য ঘরে।
আসিয়া দেখেন লক্ষ্মন রামের ক্রন্দন
রামের ক্রন্দন দেখি কাঁদেন লক্ষ্মন।
সর্ব্বাঙ্গ ভরিল লক্ষ্মন লোহে ভরে আঁখি
রামের ক্রন্দনে কাঁন্দে বনের মৃগ পাখি।
কান্দিতেং গেল শ্রাবন মাস
রামের ক্রন্দনগীত রচিল কীর্ত্তিবাস।

অষ্টমাসের নীর বরিষা কালে শোষে
মেঘ সঞ্চারিয়া চারি সাগর বরিষে।
বরিষার ধারাতে পৃথিবী এড়ে অনুতাপ
সীতারে স্মরিয়া রাম করেন সন্তাপ।
আমার বচনে লক্ষ্মণ কহ অবগতি
দুরন্ত বরিষা ঋতু স্থির নহে মতি।
মহাপ্রতাপ সূর্য্য বরিষায় মেঘে ঢাকে
আমিত মরিব ভাই সীতা দেখিব শোকে।
কাল মেঘের ওপর যেন চিকুর পরিপাটি
কালা রাবনের কোলে মোর সীতার ছটফটি।
ডাঙ্গা ডহর জল স্থল সব একাকার
বরিষায় বানর রহিল সেমনে আমার।
স্রোতের কলকলি যেন শর্ব্বর জলে
অযোধ্যায় ক্রন্দন করে আমি দার কালে।
বরিষায় সুগ্রীবের কহ বেমতে
আমার কার্য্য করিবে মিতা বরিষান্তাতে।
নদির পানি শুকাইবে করিবে ও কার
অত দিনে হবে সীতা অগ্নি চর্ম্ম সার।

এই তপস্বির বেশে এভির কলেবরে
সীতাহেন স্ত্রী যেন না জাতে জন্মান্তরে।
বাপের না থাকে সীতা না থাকে শশুরঘরে
আমাদেরশনে সীতা দুঃখ পাসরে।
আমা বই জানকির আর নাই মন
ক্রোধ করিয়া রাবন বেটা বধিবে জীবন।
কান্দিতেং সীতা মরিবে আচম্বিত
কি করিবে ভাই তুমি কি করিবে মিত।
পক্ষী হৈয়া উড়িয়া পড়ি সাগরের পার
অভাগিনী সীতার দেখি শয়ন আহার।
কান্দিতেং রামের গেল হাড় মাস
রামের ক্রন্দন রচিল পণ্ডিত কীর্ত্তিবাস।

বরিষা প্রভাত হৈল শরৎ প্রবেশ
রাম বলেন তবু সীতার না হৈল উদ্দেশ
ভেকের ডাক শুনি আর মেঘের গর্জ্জন
নির্ম্মল চন্দ্রমা তারা উঠিল গগন।

আমার প্রাণ স্থির নহে সীতার লাগিয়ে
সীতার মৃত্যু হৈল বুঝি দিন গেল বয়ে।
কি করিবে ভাই তুমি কি করিবে যিতে
সকল অন্ধকার মোর সীতার মৃত্যুতে।
স্ত্রী পুরুষ দুই জনে বিরেচে সংসার
স্ত্রী হৈতে সন্ততি হয় বাড়ে পরিবার।
স্ত্রী থাকিলে পুত্র হয় সংসারের সার
পুত্র না হইলে তার নাই পারাবার।
গয়ায় পিণ্ড দান করে শ্রাদ্ধ তর্পণ
সংসারের মধ্যে ভাই পুত্র বড় ধন।
স্ত্রী পুত্র পরিবার কেহ নয় জোড়া
পুত্র না থাকিলে লোকে বলে আঁটকুড়া।
আঁটকুড়ার মুখ দেখি শ্রাদ্ধ করিতে যায়
শ্রাদ্ধক্রিয়া বৃথা তার শাস্ত্রে হেন কয়।
অতএব শুন ভাই স্ত্রী বড় ধন
স্ত্রী হৈতে সন্ততি হয় সংসার পালন।
জ্ঞাতি বন্ধু সহোদর মরে যত লোক
সভার অধিক ভাই স্ত্রীর বড় শোক।

আমাকে না ভাবে সুগ্রীব বড়ই নির্দ্দয়
স্ত্রী পাইয়া কেলি করে আপন আলয়।
সুগ্রীব লাগি মারিলাম বানররাজ বালি
আমাকে না স্মরে সুগ্রীব রাজভোগে ভুলি।
বালি মারিলাম আমি পাইলাম লাজ
ধর্ম্ম অধর্ম্ম না ভাবিলাম করিনু তার কায।
কিষ্কিন্ধ্যায় চলিলেন আমার বচনে
আপন রাজ্য পাইয়া সুগ্রীব আমা নাই মনে।
এই ক্ষণে চল ভাই কিষ্কিন্ধ্যাভিতর
পরোক্ষে বলিবে তারে তর্জ্জন ওত্তর।
লক্ষ্মণ বলেন এই যাই কিষ্কিন্ধ্যাভিতর
এক বাণে মারিব আজি সুগ্রীব বানর।
সুগ্রীব লাগিয়া যেই আসিবে দুয়ার
এক বাণে পাঠাইব তারে যমের দ্বার।
নিশ্চিন্ত বসিয়া আছে আপনা না চিনে
সুগ্রীবে মারিয়া আজি পাড়িব এক বাণে।

তুমি প্রভু রঘুনাথ বেড়াও কান্দিয়া
শৃঙ্গারকৌতুকে সুগ্রীব ঘরে থাকে শুইয়া।
লক্ষ্মনের কোপ দেখিয়া রাম চিন্তেন অন্তর
মিতা বধ না করিহ দেখাইহ ডর।
রামের ঠাঁই বিদায় হৈয়া লক্ষ্মন বীর নড়ে
লক্ষ্মনের গায় ঠেকিয়া গাছ পাতর পড়ে।
মহাকোপে চলিলেন বীর লক্ষ্মন
স্বর্গ মর্ত্য পাতাল কাঁপিল ত্রিভুবন।
কিষ্কিন্ধ্যা নগরপথে যায় রড়ারড়ি
গায়ের বাতাসে গাছ করে মড়মড়ি।
কুপিয়া লক্ষ্মন বীর চলিল ত্বরিত
রাজদ্বারে অঙ্গদে দেখে কটক বেষ্টিত।
লক্ষ্মনের কোপ দেখিয়া বানর ফাঁফর
লক্ষ্মনেরে মাতা নোঙায় সকল বানর।
লক্ষ্মনের কোপ দেখিয়া বানর অস্থির
লাফেং হৈল সভে প্রাচীরবাহির।
লক্ষ্মন বলেন অঙ্গদ তুই বালির নন্দন।
তোর খুড়াকে জানা গিয়া আমার আগমন।

বনেং আমার রাম বেড়ান কান্দিয়া
তোর খুড়া ঘরে থাকে সিংহাসনে শুইয়া।
সীতার কারন দুই ভাই বেড়াই বনেং
নিশ্চিন্ত আছেন শুইয়া রত্নসিংহাসনে।
যার কারন মারিল রাম বালি বানররাজ
প্রান ওৎসর্গিয়া তুই করিস খুড়ার কায।
রাজ্য দিয়া গেলেন রাম তোরে সমর্পিয়া
কোন লাজে থাকে সুগ্রীব ঘরেতে বসিয়া।
পিপিড়ার পাখা ওঠে মরিবার তরে
রাজ্যসমেত পোড়াইয়া ফেলাব এক শরে।
সুগ্রীব বলিল আমি করিব সীতার ওদ্ধার
আনন্দে বসিয়া আছেন পাইয়া রাজ্যভার।
দুঃখ পাইয়া চারি বানর বেড়াইত বনে
রাম মারেন বালি রাজায় রাজ্য লয় আনে।
সুগ্রীবেরে কহ গিয়া এই সমাচার
একবানে পাঠাব তারে যমের দ্বার।
তোর বাপে মারেন রাম সীতা পাবার আসে
নিদ্রা যায় সুগ্রীব বানর কেমন সাহসে।

বানর পশু জাতি সুগ্রীব বড় দুরাচারী
মিতা বলিয়া ডাকেন তারে আপনি শ্রীহরি।
আপনি বিষ্ণু রঘুনাথ দয়ার সাগর
রামের যোগ্য মিতা এই সুগ্রীব বানর।
কত যোগী জিতেন্দ্রিয় সন্যাসী ব্রহ্মচারী
অনাহারে তপস্যা করিয়া তারা মরি।
হেন রাম কোল দিল সুগ্রীব বানরে
কত জন্ম সফল তার জন্ম জন্মান্তরে।
অঙ্গদ বলেন শুন ঠাকুর লক্ষ্মণ
এক্ষণ ব্যাজ কর করি নিবেদন।
পাদ্য অর্ঘ্য দিল অঙ্গদ বসিতে আসন
যোড়হাতে স্তুতি করে বালির নন্দন।
লক্ষ্মণের কোপ দেখিয়া বড় ভয় মনে
রাজার অন্তঃপুরী যায় পরম সম্ভ্রমে।
সুগ্রীব নমস্করিয়া বন্দে মায়ের চরণ
যোড়হাতে বলে অঙ্গদ দ্বারেতে লক্ষ্মণ।
ঘূর্নিত লোচন রাজার শৃঙ্গার অবসাদে
কস্তুরী কুমং রাজা শোভে মৃগমদে।

শৃঙ্গার অবসাদে সুগ্রীবের ঘূর্নিত লোচন
কিছু না শুনিল সুগ্রীব অঙ্গদের বচন।
রাজা চিয়াইতে বানর নানা বুদ্ধি পাঁচি
দশ হাজার বানর সকল করে কিচিমিচি।
বানরের রোল হৈল রাজার অন্তপুরে
বানর পশু জাতি ডাক ছাড়িছে চীৎকারে।
বড় রোল শুনি সুগ্রীব সয্যা হৈতে ওঠে
পাত্র মিত্র দেখি রাজা ক্রোধ ভাবে ডাঁটে।
অপরাধ নাই করি কারে আমার ডর
সম্মুখে দাঁড়াইয়া অঙ্গদ করিছে উত্তর।
যোড়হাতে কহে অঙ্গদ সুগ্রীবের তরে
রাম পাঠাইয়া দিলেন লক্ষ্মন বীর দ্বারে।
মহাকোপে দ্বারে বসি ঠাকুর লক্ষ্মন
রঘুনাথ পাঠাইল জানিতে কারন।
তোমার মিতা কেন্দে বেড়ান বনের ভিতরে
কুপিয়া লক্ষ্মন বীর বসেছেন দ্বারে।

সুগ্রীব বলে রামের সনে কিসের মিতালি
কেন লক্ষ্মন রাজদ্বারে বকে গালাগালি।
অপরাধ নাই করি কারে ত মোর ডর
কোন কার্য্যে কোপ করেন লক্ষ্মণ কিঙ্কর।
বচনে মিতালি করিলাম শুনিতে লক্ষ্মণ
মিতালিতে যাব আমি লঙ্কার ভিতর।
চঞ্চল বানর জাতি ক্ষনেং আন
অকারনে রাম কেন করে অপমান।
কথার মিতা রাম বটে কিসের বিচার
মিতার কারন প্রান দিব সাগরের পার।
আগু পাছু যাহা হবে বলিব তখন
এখন ফিরিয়া যাওক লক্ষ্মন রামের সদন।
মহামন্ত্রী হনুমান বুদ্ধে বৃহস্পতি
রাজার তরে বুঝায় বীর ওত্তম যুকতি।
আপনি বিষ্ণু রঘুনাথ কমললোচন
তুমি হেন বাক্য বল সব অকারন।
রাজভোগ পাইলে তুমি রঘুনাথের গুনে
তোমার বালি রাজায় মারিলেন এক বানে।

রাত্রি দিন থাক তুমি শৃঙ্গাররসে
রাত্রি দিন কান্দেন রাম সীতার আবেশে।
কোপে লক্ষ্মণে পাঠাইয়া দিল তোমার আগে
বিস্তর অনুযোগ করিল সহিবারে লাগে।
যার বাণেতে রাজা পৃথিবী নাই আঁটে
তার বোল না শুনিলে পড়িবে শঙ্কটে।
রাজমন্ত্রী বলিয়া রাজা আমার বিষয়
তোমার হিত বলি আমি হইয়া নির্ভয়।
বালি হেন মহাবীর পড়িল যার বাণে
হেন রামের কুশল ভাব বাঁচিবে পরাণে।
রামের ক্রন্দন শুনি বুক হয় চির
শোকে কাতর রঘুনাথ কথায় নহে স্থির।
রাজের রাজ সুন্দরী লৈয়া ঘরে কর কেলি
মধুপানে মত্ত হৈয়া রাজভোগে ভুলি।
শিয়রে রাম জানহ নিদ্রায় গেল মন
মিত্র হৈয়া কুমতি হৈলে অপযশ কথন।
সাগরের পার রাবণ দ্বারেতে লক্ষ্মণ
লক্ষ্মণের বাণাগ্নিতে মরিবে বানরগণ।

লক্ষ্মনের বাণে কার নাহিক নিস্তার
রামের ক্রোধে মরিবে কার নাই পারাবার।
রাজ্যের ভাল মন্দ নাই জান কার্য্যের কর হিত
যাহার প্রসাদে ছত্র দণ্ড ছাড় হেন মিত।
সত্য পালন কর রাজা অগ্নি করেছ স্বাক্ষী
ইহলোক পরলোক ভাল রাম হৈলে সুখী।
সত্যবাদী লোকে করে সত্যের পালন
সত্যের কারন কেন রাম আইলেন বন।
যেঁই রাম আইলেন সত্য পালিবারে
তেঁইসে রামের বানে বালি রাজা মরে।
তেঁইসে পাইলা তুমি ছত্র নব দণ্ড
তেঁই বানরগন লৈয়া কর রাজ্যখণ্ড।
চৌদ্দ হাজার রাক্ষস একা রামে মারে
এমন কার বানে শিক্ষা ভারতভিতরে।
ভোগ ছাড় রাম ভজ পাইবে অব্যাহতি
রঘুনাথ বিনা রাজা তোমার নাই গতি।
নিরপেক্ষে বানর কয় সুগ্রীব ভাল বাসে
মধুর বচনে রাজা হনুমানে তোষে।

লক্ষ্মন আনিতে রাজা করিল আদেশ
ভিতর গড়ে লক্ষ্মন বীর করিল প্রবেশ।
ইন্দ্রের পুরী যেন দেখেন অমরাবতী
আওয়াসের ভিতর দর বিরে নানা জ্যোতি।
পাত্র মিত্রের দেখি রত্নপুর
ত্বরাত্বরি গেলেন লক্ষ্মন ভিতর অন্তঃপুর।
তিন শত বিহঙ্গ গেল ভিতর আওয়াসে
লক্ষ্মনের কোপ দেখি বানর তরাসে।
দেখিয়া সুগ্রীব রাজা উঠিল সম্ভ্রমে
ডাহিনে উঠিল তারা উমা উঠে বামে।
যোড়হাতে লক্ষ্মনেরে করিল স্তবন
পাদ্য অর্ঘ্য দিল রাজা বসিতে আসন।
কুপিল লক্ষ্মন বীর না লয় আসন পানি
সুগ্রীবেরে গালি পাড়ে কর্ণে নাই শুনি।
সত্য করিলি বানরা তুই অগ্নি করিয়া সাক্ষী
রাজভোগ পাইয়া এখন সত্য নাই রাখি।
রাত্রি দিন ভাই মোর কান্দে বেড়ায় রাতি
রাত্রি দিন কেলি তোমার লইয়া যুবতী।

কাহার প্রসাদে পাইলা কিষ্কিন্ধ্যা নগরী
কাহার প্রসাদে পাইলা তারা হেন সুন্দরী।
কাহার প্রসাদে পাইলা আপন নারী রুমা
কার প্রসাদে কেলি কর তিলেক নাই ক্ষমা।
সরল হৃদয় রাম তুমিত নিষ্ঠুর
রামে তোর মিতমিতালি সেহ অনেক দূর।
তোমার মিতমিতালি ত্রিভুবনে থাকে
আর যেন হেন কর্ম্ম না করে কোন লোকে।
তোরে মারিয়া অঙ্গদেরে দিব রাজ্যভার
অঙ্গদ হৈতে হবে রামের সীতার উদ্ধার।
অধর্ম্মী বানর তুই রামের লঙ্ঘ সত্য
হের দেখ ধনুক বান চিত্রবিচিত্র।
এক বানে মারিব তোরে রাখে কোন জনে
খণ্ড২ কিষ্কিন্ধ্যা করিব আজি বানে।
বানে কাটি আওয়াস ঘর করিব খণ্ড২
অঙ্গদের ওপর ধরাব ছত্র দণ্ড।
বালি বধে শুনিয়াছ ধনুকের টঙ্কার
সেই ধনু সেই বানে করিব সংহার।

বালি রাজা কেবল মরিল এক জন
তুই মরিলে মরিবে সকল বানরগন।
বালি রাজা দেখিয়াছ গেল যেই বাটে
সেই বাটে থাক গিয়া ভাইয়ের নিকটে।
ইঙ্গিতে মারিব তোরে তাহে নাহি পাপ
হের বান এতি এই দেখাহ প্রতাপ
প্রান লৈব আজি তোর বজ্রময় বানে
বালির কাছে থাক গিয়া ভাই দুই জনে।
দুষ্ট বানর তুই দুষ্ট আচার
এই পাঠাই তোরে দেখ যমের দ্বার।
পৃথিবীতে কোথায় কে এমন কার্য্য করে
তোর লাগিয়া রঘুনাথ বালি রাজাকে মারে।
মিত্র বলিয়া রাম কোল দিলেন তোরে
কত পুন্য করিয়াছিলি জন্ম জন্মান্তরে।
আপনি বিষ্ণু রঘুনাথ করিলেন দয়া
তেঁই তোমারে রাম দিলেন পদছায়া।
গুনের সাগর রাম দয়ার নাই সন্ধি
বালি মারিয়া রাজ্য দিলেন সত্যে হৈয়া বন্দি।

বলিতে২ লক্ষ্মণে অধিক কোপ বাড়ে
ত্রাসেতে সুগ্রীব রাজার মুখে বু না ওড়ে।
উঠিল তারা দেবী শুনিয়া কাহিনী
লক্ষ্মণের পায়ে ধরি বলে মধুর বাণী।
জ্যেষ্ঠ ভাইয়ের মিত্র হৈলে হয়ত পবির্ত্ত
ইহারে গালি দিতে প্রভু তোমার অনুচিত।
দূর দেশে পর্ব্বত আছে সমুদ্রের তীরে
সম্বাদিয়া আনিব বানর যে আছে সংসারে।
দেশে২ যত বানর আমার শাসন
আনিব বানর কোপ কর অকারণ।
তোমার কোপে ভাবেন সুগ্রীব ভাইয়ের মরণ
বনের পশু বানর জাতি চমৎকৃত মন।
তোমরা দুই রাজকুমার কটক নাই সঙ্গ
বানরগণে সাগর তরিবে বসে দেখ রঙ্গ।
সুগ্রীবেরে লক্ষ্মণের কোপ নাই টুটে
হাতে ধরি বসায় তারা সিংহাসন খাটে।
তারার বচনে লক্ষ্মণ অন্তরে বাখে মন
কীর্ত্তিবাস রচিল গীত তারার বচন।

সুগন্ধি পুষ্পের মালা সুগ্রীবের গলে
সেই মালা সুগ্রীব ফেলেন ভুমিতলে।
সিংহাসন ছাড়িয়া সুগ্রীব উঠল ততক্ষণ
যোড়হাতে লক্ষ্মণেরে করিছে স্তবন।
হারাইয়া রাজ্য পাইলাম রামের প্রসাদে
তোমার প্রসাদে বাড়িলাম অনেক সম্পদে।
হেন রঘুনাথ আপনি বিষ্ণু অবতার
কার শক্তি শোধিবেক শ্রীরামের ধার।
সীতা উদ্ধারিবেন রাম আপন শকতি
আমি কেবল যাব মাত্র তাঁহার সংহতি।
হেন রামের কার্য্য না করি বসে আজি ঘরে
বানর জাতির দোষ লাগে ক্ষমিবারে।
পশু জাতি বানর আমি কত দোষ করি
সেবকবৎসল রাম সেবক নাহি মারি।
লক্ষ্মণ বলে দোষ পাইলে কোন জন ক্ষমে
তোর দোষ ঘুচাইবেন আপনি শ্রীরামে।

লক্ষ্মণ বলেন শুন সুগ্রীব বানর
রামের কার্য্য করিলে তোমার পুণ্য বিস্তর ।
রামের কার্য্য করিলে তোমার সর্ব্বত্রে জয়
রামের কার্য্য না করিলে অধর্ম্ম সঞ্চয় ।
সত্যবাদী হৈলে করে সত্য পালন
অগ্নি সাক্ষী করিয়া সত্য করিয়াছ দুই জন ।
শ্রীরাম আপন সত্যে হৈয়াছেন পার
তুমি সত্যে বন্দি আছ অধর্ম্ম অপার ।
রামে কাতর দেখি তোমায় বলিলাম কর্কশ
তোমারে বিরূপ বলিলাম বড় অপযশ ।
দোষ ক্ষমিতে হয় সুগ্রীব করি পরিহার
তোমারে বিরূপ কথা বড় অব্যবহার ।
গর্ব্বিত লোকে বিরূপ কথা নহে উপযুক্ত
গর্ব্বিতের পীরিতি কথা সর্ব্ব ধর্ম্মযুক্ত ।
ধর্ম্মরাখ আপনা রাখ যে হয় বিহিত
রামের কার্য্য করিলে হয় সব পরিমিত ।

সাগরের পার বানরের ঘর
শুনি সে সব কাহিনী
একাকী প্রবাস জীবনে কি আস
ভাল মন্দ নাই জানি।
বানর চাড় স্ত্রীসমাঝ সাধি দেহ মিত্রকায
ক্রন্দনেতে না রহে জীবন
চক্ষুর লোহ ঘন বহে প্রবোধে রাম স্থির নহে
দেশের তরে না করিবেন গমন।
শোকসাগরে পার তুমি মিতাপ্রতিকার
সীতা দেবির করিবে উদ্ধার
তিন জন দেশান্তরি তুমি দিবে একত্র করি
অযোধ্যায় যাব এক বার।
চতুর্দ্দোল আনি চড় মিতা সম্ভাষিতে নড
আপনি গিয়া দেহত আশ্বাস
কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ডের গীত কীর্ত্তিবাস বিরচিত
শুনিলে হয় সিদ্ধ অভিলাষ।

লক্ষ্মণের বোলে রাজা করে সম্বিধান
বানর কটক ঝাট আন বীর হনুমান।
হিমালয় পর্ব্বত যাবে পর্ব্বত মন্দার
সুমেরু পর্ব্বত যাইহ যথা বানরগণ।
ওদয় গিরি অস্ত গিরি যথা বানর বৈসে
পৃথিবীর বানর যেন দশ দিনে আইসে।
কটক আনিতে দূত পাঠান দেশ দেশান্তর
পৃথিবীর বানর যেন আইসে সত্বর।
আজি কালি যাব বলি যে বানর বলে
হাথে পায়ে বাহির করিবে বিরিয়াং চুলে।
বানর বলে যেখানে শুনিবে এক জন
তার গলায় দিবে তুমি নিগূঢ় বন্ধন।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালে আমার অধিকার
পৃথিবীতে না থাকে যেন বানরসঞ্চার।
সুগ্রীবের কোপেতে বানর সব কাঁপে
কটক আনিতে চলে বানর অতুল প্রতাপে।
বাহির হৈল হনুমান কটক বেষ্টিত
ত্রিশ কোটি বানর দূত পাঠায় চারি ভিত।

ভ্রমি আকাশ ঘুড়ি চাটি চলে দেশেং
পৃথিবীর বানর যেন দশ দিনে আইসে।
চলিল বানরগণ দেশ দেশান্তর
পূর্ব্ব দিগে চলি গেল নীল বানর।
পশ্চিমে চলিয়া গেল নল মহামতি
দক্ষিণ মুখে চলিলেক বানর সম্প্রতি।
হনুমান মহাবীর সর্ব্ব লোকে জানি
উত্তর দিগ চাপিয়া বীর করিল উঠানি।
একেক জনার সঙ্গে চলে দশ লক্ষ বানর
মহাশব্দে চলে যত নাই পাই ওর।
হনুমান লম্প ঝম্প করিল উঠানি
ডাক দিয়া অঙ্গদ বীর বলিল আপনি।
সিংহগর্জ্জন যেন বানরের প্রতাপ
আকাশ চাপিয়া যেন চলে মেঘচাপ।
দশ দিনের মধ্যে আনিবে বাক্য নহিবে আন
ইহার বাড়া হৈলে আমি লইব পরাণ।

মাও পোয়ের মাবি যদি থাকে তোমারদের মনে
ত্বরাত্বরি আসিবে সকল বানরগনে।
বানর পাঠাইয়া পাঠায় বালির নন্দনে
একলা রহিল অঙ্গদ বাড়ির রক্ষনে।
দশ কোটি বানর তারা কৈল আগুসার
যারে পায় তারে আনে নাহিক বিচার।
ভুমি আকাশ যুড়ি বানর আইসে দেশেং
পৃথিবির বানর সব দশ দিনে আইসে।
কিষ্কিন্ধ্যায় আইল বানর মহাহুলস্থুল
সুগ্রীবেরে ভেট আনি দিল ফল ফুল।
কটক দেখি সুগ্রীব রাজা ভাবে মনেং
কার্য্য সিদ্ধি হইবেক বুঝিনু অনুমানে।
সকল কটক আইল কিষ্কিন্ধ্যাভিতর
ওর নাহি পাই বানর দেখিতে ভয়ঙ্কর।
কিষ্কিন্ধ্যায় সকল ঠাট করিল বৈঠন
চলিল সুগ্রীব রাজা মিতসম্ভাষন।
নিজ ঠাটে সুগ্রীব রাজা বলিল বচন
মিত্র সম্ভাষনে আজি করিব গমন।

লক্ষ্মণের তরে রাজা বলে ফিরেং
যোড়হাতে স্তুতি করি বলে লক্ষ্মণেরে।
বিষ্ণু অবতার তুমি রামের সহোদর
আপনি চড়হ গোসাঞি চতুর্দ্দোলোপর।
তবেসে চতুর্দ্দোলে আমি চাপিবারে পারি
মিত্র দরশনে চা যাই ত্বরা করি।
তোমার চরণে মোর এই নিবেদন
ভাল বলেন তবে তারে বীর লক্ষ্মণ।
চতুর্দ্দোলে লক্ষ্মণ সুগ্রীব চড়েন দুই জন
চারি ভিতে চামর চুলায় বানরগণ।
শঙ্খ শব্দ বাদ্য বাজে করে শঙ্খধ্বনি
কাড়ার কলরব শব্দ দূরে হৈতে শুনি।
রাম বলেন বাদ্য ভাণ্ডের কলরব শুনি
আমা সম্ভাষিতে আইসে সুগ্রীব আপনি।
নিকট হইল আসি সুগ্রীব রাজন
মনেং ভাবে বীর মিত্রদরশন।
চতুর্দ্দোল হৈতে নামে রামের বিদ্যমানে
পথ বহিয়া যায় সুগ্রীব পর্ব্বত মাল্যবানে।

রামের চরণে রাজা করিল প্রণাম
যোড়হাতে দাণ্ডাইল রামের বিদ্যমান।
গলে বস্ত্র রহে হাত করিয়া যুগল
তোমার প্রসাদে মিতা সকল মঙ্গল।
বালি রাজা মারিয়া মোরে দিলে রাজভার
সত্যে বন্ধি হৈয়াছি আমি বারি তোমার বার।
তোমার প্রসাদে মিতা পাইলাম রাজ্যখণ্ড
সকল বানরগণ ধরে ছত্র দণ্ড।
সীতা উদ্ধার করিবে তুমি আপনার গুনে
আমি কেবল উপলক্ষ থাকিব তোমার সনে।
আপনি উদ্ধারিবে সীতা আপন শকতি
কেবল থাকিব আমি তোমার সংহতি।
যতেক বানর আছে পৃথিবীমণ্ডলে
যত বানর ঠাট আছে পর্ব্বতশেখরে।
সকল ঠাট আসিয়াছে আমার সম্বাদে
কোটি২ বৃন্দবৃন্দ অর্ব্বুদে অর্ব্বুদে।
অসঙ্খ্যা বানর কটক না হয় গনন
তিন কোটি যোজনের পথ এ তিন ভুবন।

ইহার ভিতর প্রবেশিবে দুর্জ্জয় বানরগন
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল সকল ত্রিভুবন।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল বই সৃষ্টি নাই আর
ইহার ভিতর থাকিলে সীতার করিব উদ্ধার।
তোমার আশীর্ব্বাদ হৈল আমার শরীরে
কোন কার্য্য গনি আমি সীতার উদ্ধারে।
আমি কি বলিব গোসাঞি তোমার চরনে
আপনি সীতা উদ্ধারিবে আপনার গুনে।
ইন্দ্র আদি দেবগন তোমারে বেয়ায়.
গগনে উদয় রবি তোমার আজ্ঞায়।
তোমার সৃজন সৃষ্টি এ তিন ভুবন
তোমার নিদ্রায় নিদ্রা জাগিলে জাগরন।
কত শত জন্ম ব্রহ্মা তপস্যা করিল
তবু তোমার পাদপদ্ম দেখা না পাইল।
হেন পাদপদ্ম তোমার দেখিলাম নয়নে
আপনারে ধন্য করি মানিলাম এত দিনে।
বানর জাতি পশু আমি কি বলিতে পারি.
পিতা বলিয়া ডাক মোরে আপনি শ্রীহরি।

ব্রহ্মা আদি দেবে তোমায় ধেয়ানে না পাই
হেন পাদপদ্ম আমি দেখিব সদাই।
যাবৎ না হয় গোসাঞি সীতা উদ্ধারণ
তাবৎ আমার নাই শয়ন ভোজন।
সীতারে আনি দিব যবে তোমার বরাবরি
তবে রাজ্য করিব গিয়া কিষ্কিন্ধ্যা নগরী।
সন্তুষ্ট হইল রাম কমললোচন
উঠিয়া কোল দিল রাম আপনি নারায়ন।
সুগ্রীবের ভাগ্যেরে কথা কে কহিতে পারে
আপনি বিষ্ণু কোল দিলেন বনের বানরে।
সভা হৈতে সুগ্রীবের অধিক কপাল
বানরে কোল দিলেন রাম পরমদয়াল।
রামচন্দ্র বলেন শুন সুগ্রীব আমার মিত
তুমি বই আমার আর কে করিবে হিত।
অপূর্ব্ব নাই গনি সূর্য্যে ঘুচায় অন্ধকার
অপূর্ব্ব নাই মানি আমি সীতার উদ্ধার।
অপূর্ব্ব নহে গনি যেঘে বরিষয়ে পানি
তোমাহেন মিত্র আমি বড় ভাগ্য মানি।

দুই গিরিতে পর্ব্বতের ওপর করে সম্ভাষন
ভূমি আকাশ যুড়ি আইসে যত বানরগন।
সহস্র কোটি বানরে আইল শতবলী
যার কটক নড়িতে গগনে লাগে ধূলি।
গয় গবাক্ষ শরভ আইল গন্ধমাদন
পঞ্চাশ কোটি বানর দুই ভাইয়ের ভিতর।
অঙ্গুলিয়া দড় আইল ধুর্ম্মধুর্ম্মাক্ষ
ত্রিশ কোটি বানর লৈয়া আইল গবাক্ষ।
সহস্র কোটি বানর লৈয়া আইল প্রমাথি
সংগ্রামে পশিলে যারে বিক্রমে না আটি।
প্রমাথি বানর বলী হেলায় যদি নড়ে
দশ প্রহরের পথ কটক আড়ে যোড়ে।
সত্তরি যোজন বীর আড়ে পরিমান
সকলে করয়ে যার শরীর বাখান।
হিঙ্গুলিয়া পর্ব্বতের বানর হিঙ্গুল যেন রঙ্গ
পঞ্চাশ কোটি বানর লৈয়া আইল বিভঙ্গ।
মলয় পর্ব্বতের বানর হরিতাল গিরি
সত্তরি কোটি বানর লৈয়া আইল কেশরী।

পূর্ব্ব দিগ হৈতে আইল বিনোদ সেনাপতি
সহস্র কোটি বানর আইল রাজার সংহতি।
ধূর্ম্র ধূর্ম্রাক্ষ আইল সুগ্রীবের শ্যালা
গগন যুড়িল ঠাট যেন মেঘমালা।
সম্পাতি বানর আইল গৌরবর্ণ বীরে
দেখিলে বিপক্ষ ঠাট পলায় যার ডরে।
সুসেন বেজ আইল সেই রাজার শশুর
তিন কোটি বৃন্দ ঠাট আইল প্রচুর।
ভালুকগন লৈয়া আইল মন্ত্রী জাম্বুবান
দুর্জ্জয় বীর বানর লৈয়া আইল হনুমান।
অঙ্গদ যুবরাজ আইল বালির কুমার
সহস্র কোটি বানর যার নিজ পরিবার।
শত লক্ষ বানরেতে এক কোটি জানি
শতেক কোটি বানরেতে এক বৃন্দ গনি।
শতেক কোটি বৃন্দেতে এক অর্ব্বুদ লেখা
শত কোটি অর্ব্বুদেতে এক খর্ব্ব লেখা।
শতেক কোটি খর্ব্বে এক মহাখর্ব্ব জানি
শতেক কোটি মহাখর্ব্বে এক শঙ্খ গনি।

শতেক কোটি শঙ্খে মহাশঙ্খ গনন
শতেক কোটি মহাশঙ্খে এক পদ্ম লিখন।
শতেক কোটি পদ্মেতে মহাপদ্ম গনি।
শতেক কোটি মহাপদ্মে এক সাগর জানি।
শতেক কোটি সাগরে মহাসাগর জানি
শতেক কোটি মহাসাগরে এক অক্ষোহিনী।
শত কোটি অক্ষোহিনীতে এক অপার
অপারের অধিক গননা নাই আর।
নদ নদী যুড়িল ঠাট ভাঙ্গে পর্ব্বত
সকল ঠাট যুড়িয়া যায় এক মাসের পথ।
পৃথিবী যুড়িল বানর নাহি দিশপাশ
কটকের চাপ দেখি শ্রীরামের হাস।
রাম বলে মিতা কটক আইল তোমার পাশে
চতুর্দ্দিগে বানর পাঠ সীতার উদ্দেশে।
সীতা দেবির তুমি যদি করহ উদ্ধার
তবে আমার ঠাঁই মিতা সত্যে হবে পার।

শ্রীরামের ঠাঁই রাজা পাইয়া অনুমতি
দিগেং বানর বাঁচে সুগ্রীব বানরপতি।
অর্ব্বুদেং বানর ওর নাই পাই
পর্ব্বতের উপরে বসিতে নাই ঠাঁই।
বিনোদ সেনাপতি রাজা ডাক দিয়া আনে
পূর্ব্ব দিগ চল তুমি সীতা অন্যাসনে।
সহস্র কোটি বানর আছে তোমার ভিতুন
সীতার অন্যাসনে তুমি করহ গমন।
যত নদ নদী যাইবে যত যাইবে দেশ
যতং পর্ব্বতে গিয়া করিবে প্রবেশ।
যতং উত্তম দেশ যাবে উত্তম স্থান
সকল বানর লৈয়া করিবে পয়ান
স্বর্গ হৈতে গঙ্গা দেবী আনিল ভগীরথে
গঙ্গা দেবী পার হইও বানর জুতেং।
শরযু নদী তরিহ অতি পুন্যতরঙ্গিনী
কৌশিকী নদী পার হইও বিশ্বামিত্রের ভগিনী।
দুই কুলে গরু চরে মধ্যেতে গোমতী
গোমতী পার হৈয়া পাইবে গঙ্গা সরস্বতী।

শাল্বদেশ মলয়দেশ দেশ কোঙ্কনদ
কশ্যপদেশ যাইবে আর পাণ্ডব মগধ।
কুরুক্ষেত্র তরিয়া রঙ্গে করিহ প্রবেশ
মন্দার পর্ব্বতে যাইহ কিরাতের দেশ।
কর্ণাট দেশ যাইহ আর সুগ্রীবদ্বীপে
কিরাত জাতি আছে তথা অদ্ভুত রূপে।
কনক চাঁপার মত যেন গায়ের বর্ণ
ওলোনপাতা হেন তারা ধরে দুই কর্ণ।
কালাহেন মুখখান তাম্র বর্ণে চুলি
এক পায়ে চলে পথ বলে মহাবলী।
পানির ভিতর বৈসে তারা পানির মৎস্য খুয়ে
মানুষ ধরিয়া খায় যাহা পায় সম্মুখে।
মানুষব্যাঘ্র বলি আছে তাহারদের খ্যাতি
সূর্য্যের কিরণ সহিতে নারে কিরাতের জাতি।
সীতা লৈয়া থাকে রাবণ কিরাতের ঘর
যত্ন করি চাহিও তথায় লঙ্কেশ্বর।
ঋষভ পর্ব্বতে যাইহ কিরাতের পার
দেবগণ করে কেলি নিত্য অবতার।

অবর্ব সময় আইসে দেব পুরন্দর
যত্ন করি চাহিও তথা সীতা লঙ্কেশ্বর।
তোর পূর্ব্ব দিগ যাইহ ক্ষীরোদ সাগর
শ্বেত পর্ব্বত দেখিবে তথা ক্ষীরোদ ওপর।
শ্বেত পর্ব্বত ধরে সহস্র শেখর
সহস্র ফনায় আছে দেব মহেশ্বর।
সহস্র ফনায় আছে সহস্রেক মনি
মনির আলোতে নাই চিনি দিবস রজনী।
ক্ষীরোদ সাগর করে পৃথিবী ধবল
শ্বেত পর্ব্বত ধবল করে গগনমণ্ডল।
শ্বেত অনন্ত ধরে সহস্রেক ফণা
পূর্ব্ব দিগ ধন্য করিল সেই তিন জনা।
সকল বানর বন্দিহ অনন্ত মহারাজ
মহেশ্বর বন্দিয়া গেলে সিদ্ধ হৈবে কায।
ওদয় পর্ব্বতে যাইহ তার পূর্ব্ব দিগে
সোনার তালগাছ তথা আছে চারি যুগে।
মনি মানিকে বান্ধিয়াছে তালগাছের গুঁড়ি
কনকরচিত তালগাছের বাগুড়ি।

সকল বানর দেখিও খোঁখরে খোঁখর
যত্ন করি চাহিবে তথা সীতা লঙ্কেশ্বর।
তথা যদি রাবন সীতার না পাও উদ্দেশ
কালোদক পর্ব্বতে গিয়া করিহ প্রবেশ।
পর্ব্বত উপর সরোবর কাল তার পানি
তিন কোটি আছে তাহে সাপা সাপিনী।
নাগিনী যদি ছাই ছাড়ে সংসারত পোড়ে
তার কাছে দেব দানব কেহ না যায় ডরে।
নদ নদী ঘোর রুস্কার শুনিবে বিস্তর
যেখানে পাইবে লাগ রাজা লঙ্কেশ্বর।
তথা যদি রাবন সীতার না পাও উদ্দেশ
লোহিত পর্ব্বতে গিয়া করিহ প্রবেশ।
সেই পর্ব্বতে আছে বড় চমৎকার
তিন যোজন নদী তাহে বিষম পাথার।
তার পূর্ব্ব দিগ যাবে লোহিত সাগর
বড় রাক্ষস আছে জলের ভিতর।

রাঙ্গা বর্ণে জল তার রক্তবর্ণ ধিরে
চারি যুগ শিমুলিগাছ আছে তার তীরে।
সোনার শিমুলিগাছ সকল গায় কাঁটা
সুবর্ণের ফল ফুল ধিরে গোটাং।
জলে হৈতে রাক্ষস সকল গাছের ডালে চড়ে
তার কাছে দেবগন কেহ না যায় ডরে।
তথা যদি রাবন সীতার না পাও উদ্দেশ
পূর্ব্ব সাগরের তীরে করিহ প্রবেশ।
আছে দির্ঘে সাগর সেই দশ যোজন
সাবধানে পার হৈবে সব বানরগন।
উদয় গিরি পর্ব্বত যে সর্ব্ব সোনাময়
পৃথিবী উজ্জ্বল করে সূর্য্যের উদয়।
তিন লক্ষ দুই শত যোজনের পথ
চক্ষুর নিমেষে সূর্য্য তাহে করে যাতায়াত।
মুনি সকল তপ করে তপের বিধান
বালখিল্য নামে মুনি বিখ্যাত প্রধান।
বাদুড়হেন নামে মুনি তাহার শোধরে
সেই মুনির তপের ফলে সংসার ধিরে।

উদয় গিরির পূর্ব্বে নাই সূর্য্যের গমন
অন্ধকারময় দেশ নিশ্চয় কথন।
উদয় গিরির পূর্ব্ব নহে আমার গোচর
উদয় গিরি চাহিলে তোমরা ফির বানর।
উদয় গিরি যাইতে আসিতে এক মাস
মাসেকের বাড়া হৈলে সভার বিনাশ।
মাসেকের ভিতরে যেই নাই আইসে
সবংশে মরিবে সেই আপনার দোষে।
সকল বানর যদি সুগ্রীবের আজ্ঞা পায়
সীতার উদ্দেশে বানর পূর্ব্বদিগ যায়।
কীর্ত্তিবাসের কবিত্ব সর্ব্ব লোকে জানি
অদ্ভুত রচিল গীত পূর্ব্বদিগ পাঁচনি।
কীর্ত্তিবাস পণ্ডিত মুরারি ওঝার নাতি
যার স্কন্ধে কেলি করেন দেবী সরস্বতী।
শমনদমন রাবণ রাজা রাবণদমন রাম
শমনভবন না হয় গমন যে লয় রামের নাম।
রাম করিলেন অশ্বমেধ অনেক যতনে
অশ্বমেধের ফল হয় যে রামায়ণ শুনে।

চণ্ডালে করিলে দয়া বড়ই করুণ
পাশানে নিশান রহিল রঘুনাথের গুণ।
রামনামের গুনে ভাই কে দিবে তুলনা
পরশ্ব্লিতে পাশান মনুষ্য নৌকা হৈল সোনা।
রামনাম লইতে ভাই না করিহ হেলা
ভবভয় সাগরে তরিতে রামনামে বান্ধ ভেলা
রাম স্মরিয়া যেবা মহারনে যায়
ধনুক বান লৈয়া রাম পশ্চাতে গোড়ায়।

দক্ষিনে রাবন বৈসে সুগ্রীব তাহা জানে
বড় বড় বীর পাঠে সেইত দক্ষিনে।
অঙ্গদ যুবরাজ পাঠে মন্ত্রী জাম্বুবান
পবননন্দনে পাঠে বীর হনুমান।
ঋষভ কুমুদ পাঠে রম্ভা যোদ্ধাপতি
নল নীল পাঠিলেক প্রধান সেনাপতি।
সুগ্রীব বলে বানর কটক শুন সাবধানে
সীতার উদ্দেশে তোমরা চলহ দক্ষিনে।

যত নদ নদী দেখিবে যত দেখিবে দেশ
যত২ পর্ব্বত আছে করিবে প্রবেশ ।
যত ওত্তম স্থান যাবে যত শঙ্কটস্থান
সকল বানর শুন হৈয়া সাবধান ।
নর্ম্মদা কৃষ্ণবেনী নদী গোদাবরী
অশ্বমুখ পর্ব্বতে যাবে নদী যে কাবেরী ।
সিন্ধু গিরি পর্ব্বত যাবে সহস্র শেখর
নানা ফল ফুল তথা বিচিত্র সরোবর ।
গঙ্গার কলিঙ্গ দেশ যাইহ ওৎকল
মলয় পর্ব্বতে যাইহ সুগন্ধি কেবল ।
মহেন্দ্র পর্ব্বতে যাবে ওচ্চ শেখর
সর্ব্ব ক্ষণ থাকেন তথা দেব পুরন্দর ।
তাহার দক্ষিনে যাইহ সাগরের কূলে
চন্দনের বন তথা সুগন্ধি শীতলে ।
সুগন্ধি চন্দন তথা দেখিবে সারি২
সাগরের পার যাইহ কনকলঙ্কাপুরী ।
মৈনাক পর্ব্বত আছে সাগরের ভিতর
জলে হৈতে পর্ব্বত ওঠে সহস্র শেখর ।

সোনার পর্ব্বতে সেই দশ দিগ প্রকাশ
সহস্র শোথরে ওঠে ঘুড়িয়া আকাশ।
পবনের মিতা সেই সূর্য্যের হয় সখা
যার শরীরে পাপ থাকে তারে না দেয় দেখা।
সাগরের ভিতর আছে সিংহিকা রাক্ষসী
বিষম রাক্ষসী সেই সর্ব্ব লোকে ঘুষি।
বিসম রাক্ষসী সেই ছায়া পাইলে ধরে
বার শত জীব জন্তু গিলে একবারে।
সত্তরি যোজন শরীর আছে পরিসর
দুই শত যোজন শরীর ওডেতে দীর্ঘল।
অর্দ্ধেক শরীর জলে থাকে অর্দ্ধেক আকাশ
তাহা দেখি বানরগন না পাইহ ত্রাস।
সকল বানর তথা হইও সাবধান
এক লাফে সাগর ডিঙ্গালে পাবে পরিত্রান।
সাগর তরিবে বানর শতেক যোজন
সাগরের পার লঙ্কায় থাকেত রাবন।
চারি দিগে সাগর মধ্যেতে লঙ্কার গড়
দেবগনের গতি নাই লঙ্কার ভিতর।

লঙ্কার ভিতর চাহিবে সীতা লঙ্কেশ্বর
যত্ন করিয়া চাহিও তথা সকল বানর।
তথা যদি রাবন সীতার না পাও উদ্দেশ
বিন্দু পর্ব্বত গিয়া করিবে প্রবেশ।
বিন্দু পর্ব্বত চাহিও সকল বানরগন
বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মিত পুরী সোনার গঠন।
অগস্ত্যের বাড়ি তথা বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মিত
নানা রত্ন নানা ধাতু পর্ব্বত সুমিত।
সকল বানর চাহিও শোধারে শোধার
যত্ন করি চাহিবে তথা সীতা লঙ্কেশ্বর।
তথা যদি রাবনে সীতার না পাও দরশন
ঋষভ পর্ব্বত যাইহ সব বানরগন।
ঋষভ পর্ব্বতখান দেখিবে দক্ষিনে
দশ দিগ আলো করে সোনার কিরনে।
পঞ্চ গন্ধর্ব্ব আছে তথা তায় সোনার গড়
দেবগন যাইতে নারে তাহার নিয়ড়।
পর্ব্বতের রত্ন যদি আনিতে মন করি
বিষম গন্ধর্ব্ব আছে তার হাতে মরি।

ধনলোভ করিলে হয় বিষম অনর্থ
তাহা না লইবে কেহ শুনহ বৃত্তান্ত।
বিষম দুরন্ত তারা সেইক্ষনে মারে
তেকারনে দ্বন্দ নাই কোন জনে করে।
সাবধানে চাহিও তথা পোখরে পোখর
যত্ন করি চাহিও তথা সীতা লঙ্কেশ্বর।
তথা যদি রাবন সীতার না পাও উদ্দেশ
যমপুরে দক্ষিন বাড়ি করিহ প্রবেশ।
জিয়ন্তে যমের বাড়ি যাইতে নাহি শক্তি
যমের দক্ষিনে নাই চন্দ্র সূর্য্যের গতি।
যমের দক্ষিন দিগে মহাঅন্ধকার
রাত্রি দিন নাই চিনি সব একা কার।
যমের দক্ষিনে নাই আমার গোচর
যমপুরী চাহিয়া লেউটিবে সকল বানর।
যমপুরী যাইতে আসিতে এক মাস
মাসেকের অধিক হৈলে সভার বিনাশ।
মাসেকভিতর যেই বীর নাহি আইসে
সবংশে মরিবে সেই আপনার দোষে।

সীতার বার্ত্তা পাইব আমি যেই বীরের মুখে
সবান্ধবে বাড়াব তারে পরম সুখে।
সীতা দেখিয়া আসিবে যে মাসেকের ভিতর
তার সনে রাজ্য আমার সব তার ভার।
সুগ্রীব বলে হনুমান পবননন্দন
তুমি সকল সিদ্ধ করিবে লৈল মোর মন।
অগ্নি পানি নাহি মান পবনের গতি
তুমি সে দেখিবে সীতা লয় মোর মতি।
তোমার প্রসাদে আমি সত্যে হৈব পার
তোমার যশ ঘুষিবেক সকল সংসার।
তুমি যদি সীতা দেখ তবেসে আমি সুখী
আর কেহ সীতা দেখিবে ইহা নাহি দেখি।
সুগ্রীব বলে মিত্রা তুমি শুনহ বচন
সীতা দেবির তরে তুমি দেহ নিদর্শন।
হনুমানের সনে সীতার নাহি পরিচয়।
বানর দেখি সীতা দেবির হইবে বিস্ময়।
রাম বলেন সুগ্রীব শুন আমার মিত
অঙ্গুরী দিলাম আমি সীতার প্রতীত;

সীতারে অঙ্গুরী রাম দিল নিদর্শন
হাত পাতি নিল তাহা পবননন্দন।
রামের ঠাঁই বিদায় হৈয়া হনুমান নড়ে
পতঙ্গশরীর যেন ফাঁকে২ উড়ে
চলিল সকল ঠাট সুগ্রীবের আদেশে
দক্ষিনের পাঁচালি রচিল কীর্ত্তিবাসে।
কীর্ত্তিবাস পণ্ডিত মুরারি ওঝার নাতি
যার কণ্ঠে কেলি করেন দেবী সরস্বতী।

যত নদ নদী যাবে যত যাবে দেশ
যত২ পর্ব্বতে গিয়া করিবে প্রবেশ।
যত উত্তম স্থান যাবে যত যত শঙ্কটস্থান
যত বানরগন শুন হৈয়া সাবধান।
সিন্ধুদেশ মলয়দেশ তীর অতীর
ক্রিমি জীবদেশ যাইহ অতিসে গভীর।
অবিতার দেশ গিয়া দেখিবে কেয়াবন
দিশ পাশ নাই দেশের অনেক যোজন।

দুই পাশে কেয়াবন দেখিবে অপার
কেয়াবনের কাঁটা যেন করাতের ধার।
সকল বানর তথা হইও সাবধান
কাঁটা২ গেলে তথা পাইবে পরিত্রান।
কেয়াবন এড়িয়াত যাইবে তালবনে
দুঃখ পাসরিবে তোমরা তাল ভক্ষনে।
তার পশ্চিমে যাইও পাট্টনে পাট্টন
হিঙ্গুলিয়া পর্ব্বত দেখিবে অদ্ভুত গঠন।
তার পূর্ব্বে সিন্ধু নদী পশ্চিমে সাগর
মধ্যে হিঙ্গুলিয়া গিরি ওত্ত শেখর।
যত্ন করি চাহিবে তথা সীতা লঙ্কেশ্বর
সকল বানর চাহিবে শেখরে শেখর।
তথা যদি রাবণ সীতার না পাও উদ্দেশ
চন্দ্রবান পার্ব্বতে গিয়া করিবে প্রবেশ।
পশ্চিম সাগরতীর চাহিবে এক যোজন
যত্ন করি চাহিবে তথা সীতাত রাবণ।
চক্রবাড় পর্ব্বত চাহিবে আলো দশ দিগে
সাবধান হৈয়া চাহিবে এক যোগে।

বিষ্ণুচক্র আছে তথা অদ্ভুত তার বীর
অসুরের হাতে চক্র অদ্ভুত আকার।
হয়গ্রীব অসুর মারিল গদাবীর
অসুরের হাতে চক্র পরম সুন্দর।
সেই অসুরের হাতে চক্র নির্ম্মাণ করি
সেই অসুরের হাতে শঙ্খ চক্র ধরি।
সেই পর্ব্বতে চাহিও সকল বানর
যত্ন করি চাহিও তথ সীতা লঙ্কেশ্বর।
তথা যদি রাবণ সীতারে না পাও উদ্দেশ
বরাহ পর্ব্বতে গিয়া করিহ প্রবেশ।
চন্দ্রবান এড়িয়া যাইহ পঞ্চাশ যোজন
বরাহ পর্ব্বতে যাইও শুদ্ধ কাঞ্চন।
বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মিত আছে বরুনের ঘর
মনি মানিক হিরা তথা রত্ন বিস্তর।
পুরী আলো করে জ্যোতি অন্ধকার দূর
নরক নামে অসুর আছে বিক্রমে মহাসুর
বরুণসহিত অসুর বৈসে সেই দেশে
সেকারনে বরুন অসুরে নাই হিংসে।

সকল বানর তথা হইবে সাবধান
নরকের হাতে পড়িলে নাই পরিত্রান।
সাবধানে চাহিবে তথা সকল বানর
যত্ন করি দেখিবে তথা সীতা লঙ্কেশ্বর।
তথা যদি সীতা রাবনের না পাও উদ্দেশ
সুমেরু পর্ব্বতে গিয়া করিহ প্রবেশ।
সুমেরু শেখর সেই কনকরচিত
ষাঠি সহস্র পর্ব্বত তথা আছেত বেষ্ঠিত।
ষাঠি সহস্র পর্ব্বত তথা করিল উদয়
ষাঠি সহস্র পর্ব্বত তথা শুদ্ধ সোনাময়।
সেই পর্ব্বতের শুন অদ্ভুত যে কথা
সোনার খাজুরগাছ তাহে ধরে দশ মাতা।
দেবগন নিত্য আসি তথা করে কেলি
দিবা অস্ত যায় তথা চাহিসে সর্ব্বরী।
এমন উত্তম স্থান নাই পৃথিবীতে
অদ্ভুত ফল ফুল আছে জুতে।

গান বাদ্য নৃত্য করে পরম কৌতুকে
নৃত্যকী করয়ে নৃত্য দেখে দেব লোকে ।
পরিসর তিন লক্ষ দুই শত যোজন
চক্ষুর নিমেষে সূর্য্য করয়ে গমন ।
অপূর্ব্ব পর্ব্বত সেই দেব অধিষ্ঠান
সুমেরুর ওপর সকল রম্য স্থান ।
নিমেষে সূর্য্যের গতি করয়ে গমন
সুমেরু বেড়িয়া সূর্য্য করয়ে ভ্রমন ।
সপ্ত স্বর্গ সপ্ত পাতাল পৃথিবী গোচর
দেবগন কেলি তথা করে নিরন্তর ।
সুমেরু ফিরিয়া সূর্য্য নিত্য করে গতি
এক দিগ দিন হয় আর দিগ রাতি ।
স্বর্গ মর্ত্য পাতাল বই স্থান নাই আর
সুমেরুর ওপরে সকলের অধিকার ।
সুমেরুর পশ্চিম নাই সূর্য্যের গতি
অন্ধকারময় তথা নাহিক বসতি ।
সুমেরুর পশ্চিম নাই আমার গোচর
সুমেরু চাহিয়া নেউটিবে সকল বানর ।

সুমেরু পর্ব্বতের ওপার সভার অধিকার
স্বর্গ মর্ত্য পাতাল জোড়া সৃষ্ট নাই তার।
সুমেরু গিরি যাইতে আসিতে এক মাস
মাসেকের বাড়া হৈলে সভার বিনাশ।
মাসেকের ভিতর নাই যেই বীর আইসে
সবংশে মরিবে সেই আপনার দোষে।
চলিল সকল ঠাট সুগ্রীব আদেশে
পশ্চিম দিগের পাঁচাল রচিল কীর্ত্তিবাসে।

সুগ্রীব বলেন শুন বানর শতবলী
তোমার কটক চলিতে গগনে লাগে ধূলি।
বানরের ভিতর তুমি প্রধান সেনাপতি
উত্তর দিগ চল তুমি আমার আরতি।
কুমুদ বীর দধিমুখ চন্দ্রকেতুর
আর২ আছে তোমার প্রধান বানর।
তোমারে বলি শতবলী উত্তর তোমার দেশ
উত্তর দিগ চল তুমি আমার আদেশ।

যত দেশ জানি আমি কহি তোমার স্থান
তথা২ সীতা চাহিও হইয়া সাবধান।
যত নদ নদী যাবে যত যাবে দেশ
যত২ পর্ব্বত গিয়া করিবে প্রবেশ।
তাহার উত্তর যাবে দেশ যে বর্ব্বর
হিমালয় পর্ব্বতে যাবে যথা হিমধর।
সূর্য্যের কিরন যেন জন্তু সকল বৈসে
ভাগিরথী গঙ্গা দেবী তথা হৈতে আইসে।
হিমালয়ের উত্তর অংশে ব্রহ্মার বসতি
তথা থাকিয়া ভগীরথ আনিল ভাগীরথী।
এমন পুন্যের স্থান নাই ত্রিভুবনে
ভগীরথ গঙ্গারে পাইল সেইখানে।
নারায়নী গঙ্গা দেবী আইল পৃথিবীতে
দরশনে পাপী লোক যায় স্বর্গপথে।
কে বলিতে পারে লোক গঙ্গার মহিমা
চারি বেদে বিচারিয়া দিতে নারে সীমা।
আজিল সৌদাস ব্রাহ্মন রাক্ষস হইয়া
বৈকুণ্ঠপুরী গেল গঙ্গাজল বিন্দু পাইয়া।

সেই দেশে বানরগন যাইবে সাবধানে
যত্ন করি দেখিবে তথা সীতাত রাবনে।
ব্রহ্মার তপ ভগীরথ করিল বহুকাল
তার পর বিষ্ণুর তপ করিল অনাহার।
ভগীরথ অনেক কঠোর তপ কৈল
গঙ্গার জন্মের তত্ত্ব কেহ না বলিল।
তবেত শিবের সেবা দশ হাজার বৎসর
তবে শিব আপনি তারে দিতে আইলেন বর
ভগীরথ বলেন শুন দেব পঞ্চানন
গঙ্গা দিয়া তুষ্ট কর এই নিবেদন।
কপিলের শাপে ভস্ম হৈয়াছে পাতালে
গঙ্গা পরশন হৈলে স্বর্গবাসে চলে।
শিব বলেন গঙ্গা তিনি কেমন মূরতি
কোথা গঙ্গা কোথা বৈসে হয় কোন জাতি।
শুনিয়াত ভগীরথ দুঃখ ভাবে মনে
আমি কি বলিব গোসাঞি তোমার চরনে।
অষ্টবক্র মহামুনি কহিল মোর স্থান
আপনি করিবে গোসাঞি গঙ্গার সন্ধিধান।

আপনিত মহাদেব বসিল ধেয়ানে
গঙ্গার জনমতত্ত্ব জানিলেন মনে।
ভক্তবসে মহাদেব হইল বরদায়
গঙ্গা দিয়া ভগীরথে করিল বিদায়।
আগে চলেন ভগীরথ দিয়া শঙ্খধ্বনি
হিমালয়শেখরে গঙ্গা উঠিল আপনি।
সভে বলে সাধু২ বলি ভগীরথ
গঙ্গা আনি করিলেন তরিবার পথ।
ত্রিভুবনের মধ্যে ভগীরথ মহাপুন্যবান
ত্রিভুবনে কে আছে ভগীরথের সমান।
অনেক তপের ফলে গঙ্গা আনিল সংসার
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল তিন লোকের উদ্ধার।
পৃথিবীতে আইল গঙ্গা ভগীরথের কারনে
অনেক পাপী স্বর্গী হৈল গঙ্গাদরশনে।
রামনাম স্মরনে হয় পাপের বিনাশ
গঙ্গার মাহাত্ম্যগীত রচিল কীর্ত্তিবাস।

হেন হিমালয় পর্ব্বতে বিস্তর আয়োতন
তাহার শেখরে চাইও সীতাত রাবণ।
তথা যদি সীতা দেবীর না পাও উদ্দেশ
তাহার উত্তর প্রান্তর দেশে করিহ প্রবেশ।
বিষম দুর্গম স্থান প্রান্তর স্থল
বৃক্ষ নাহি পর্ব্বত নাই নাই তাহে জল।
দুই শত যোজনের পথ প্রান্তর দেশ
বড় ভয় পাইবে তোমরা করিতে প্রবেশ।
সকল বানর তথা হইও সাবধান
ঝাঁট যাবে ঝাঁট আসিবে পাবে পরিত্রান।
কৈলাশ পর্ব্বত যাবে তাহার উত্তর
দশ দিগ আলো করে সহস্র শেখর।
তিন সহস্র যোজন পর্ব্বতের আয়োতন
উভেতে পর্ব্বত সেই লক্ষ যোজন।
চৌদ্দ শত যোজন পুরী শিবের অধিকার
পার্ব্বতী লইয়া শিবের কেলি অবতার।
অদ্ভুত পর্ব্বত সেই আলোক নামে পুরী
সেই পর্ব্বতের উপর কুবের অধিকারী।

পর্ব্বতের উপরে নদী নাম দিয়লা
নদির পানি রাঙ্গাবর্ন যেন রক্তপলা।
ধীনের ঈশ্বর কুবের নিত্য তায় নায়
চারি ভিতে চন্দনগাছ সুগন্ধি বায়ু বয়।
সীতা লৈয়া ভাইয়ের কাছে যদি থাকে রাবণ
যত্ন করি দেখিবে তথা সকল বানরগন।
তথা যদি রাবন সীতার না পাও উদ্দেশ
ত্রিশৃঙ্গ পর্ব্বত গিয়া করিবে প্রবেশ।
ত্রিশৃঙ্গ পর্ব্বত সেই তিন মূর্ত্তি ধরে
চমৎকার হৈবে তথা সকল বানরে।
এক শৃঙ্গরূপ তার যেন চন্দ্রকলা
এক শৃঙ্গরূপ তার মনি মানিক্য পলা।
এক শৃঙ্গ রাঙ্গা বর্ন দশ দিগ প্রকাশ
ত্রিশৃঙ্গ পর্ব্বত গিয়া যুড়েছে আকাশ।
সকল বানর চাহিবে শেখরে শেখর
যত্ন করি চাহিবে তথা সকল বানর।
তথা যদি নাই পাও সীতা লঙ্কেশ্বর
সীতার উদ্দেশে যাবে তাহার উত্তর।

তাহার উত্তর যাবে ত্রিশৃঙ্গ করিয়া পাছে
অদ্ভুত দেখিবে গিয়া সোনার জামগাছে।
সোনার জামগাছ সেই সোনার আকার
তার নাম জম্বুদ্বীপ হইল প্রচার।
সকলের প্রধান করি জম্বুদ্বীপ কয়
অসংখ্য পৃথিবী নাম জম্বুদ্বীপ হয়।
তার তলায় দেবগন নিত্য করে কেলি
সেই জামগাছের তলায় জম্বুদ্বীপ বলি।
চারি ডাল ধরে গাছ পর্ব্বতের চূড়া
লক্ষ যোজন যুড়িয়া সেই জামগাছের গোড়া।
সীতা লৈয়া তার তলায় যদি থাকে রাবন
যত্ন করি দেখিবে তথা সব বানরগন।
তথা যদি নাই পাও সীতা লঙ্কেশ্বর
সীতার উদ্দেশে যাবে তাহার উত্তর।
তাহার উত্তর যাবে সীতার উদ্দেশে
মন্দার পর্ব্বতে গিয়া করিবে প্রবেশে।

মন্দার পর্ব্বত জম্বুদ্বীপের ওত্তর
এক হ্রদ আছে তথা পরম সুন্দর।
সর্ব্বমগুলি বলিয়া হ্রদের খ্যাতি
হ্রদ দেখিতে আইসেন তথা প্রজাপতি।
স্বর্গ হৈতে হ্রদে পড়ে গঙ্গা দেবির পানি
কৌশিকী নদী তাহে বহে তরঙ্গিনী।
আমার বচন শুন সকল বানরগন
সাবধান হৈয়া দেখিবে সীতা দশানন।
তথা যদি নাই পাও সীতা লঙ্কেশ্বর
তাহার ওত্তর যাবে মহেশ সাগর।
সেই সাগরে জন্মে বহুমুল্য রতন
আছে দীর্ঘে সাগর সেই শতেক যোজন।
অস্তাচল পর্ব্বত সাগরের ভিতর
জল হৈতে পর্ব্বত ওঠে সহস্র শেখর।
বড় ত্রাস পাবে তোমরা সকল বানর
সাবধানে দেখিবে সভে সেইত সাগর।
সোনার পর্ব্বতে সেই দশ দিগ প্রকাশ
সহস্র শেখর ওঠে যুড়িয়া আকাশ।

সোনার পর্ব্বতগোটা দেখিতে সুঠাম
শিবলিঙ্গ আছে তাহে বিচিত্র নির্ম্মান।
সেই মহেশ দেবতা রাবন পুজে সর্ব্বক্ষন
মহেশের কাছে গিয়া থাকেত রাবন।
সকল বানর চাহিবে খোঁযারে খোঁযার
যত্ন করি চাহিবে তথা সীতা লঙ্কেশ্বর।
অশেষ মায়া জানে সেই পাপিষ্ঠ রাবন
স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল জিনিল ত্রিভুবন।
সেই শিবের সেবা করি দিগবিজয় করে
ত্রিভুবন জিনিল বেটা সেই শিবের বরে।
দেবগন যার ডরে এক পাশ হয়
সভেমাত্র বালির হাতে হৈল পরাজয়।
তথা যদি রাবন সীতার না পাও উদ্দেশ
কুরঙ্ক পর্ব্বতে গিয়া করিহ প্রবেশ।
কুরঙ্ক পর্ব্বত দেখি সভে পাইবে ভয়
বিষম পর্ব্বত সেই অন্ধকারময়।
দূরে হইতে পর্ব্বত করিবে দরশন
সেই পর্ব্বতের ভিতর গেলে অবশ্য মরন।

ডাহিন বামে করিয়া যাবে সকল বানর
দ্রোন পর্ব্বতে যাবে তাহার উত্তর।
দ্রোন পর্ব্বত দেখিয়া হইবে বড় সুখী
দেব গন্ধর্ব্বের আছে যত চন্দ্রমুখী।
বালখিল্য আদি করি যত মুনিবর
দেব গন্ধর্ব্বের তথা আছে বহু ঘর।
চন্দ্রের তেজ নাই তথা সূর্য্যের প্রকাশ
নক্ষত্রগন নাই দেখি না দেখি আকাশ।
কন্যা সভার তেজে পর্ব্বত আলো করে
শুন্যদা নামে নদী যাবে তাহার উত্তরে।
দুই কূলে আছে তার বংশ অসংখ্য
পার কূলের বংশ গিয়া আর কূলে ঠেকে।
কীচক জাতি আছে তথা দেখি ভয়ঙ্কর
নদী পার হয় তারা বাঁশে করিয়া ভর।
তাহার উত্তর যাবে সীতার উদ্দেশে
সেই দেশে অনেক লোক হরষিতে বৈসে।
যাহা চাবে তাহা পাবে মিষ্ট গাছের ফল
সোনার পদ্ম জন্মে তথা সোনার উৎপল।

নানা রত্ন মনি মানিক জলেতে উপজে
নদির পানি রাঙ্গা বর্ন মনি মানিকের তেজে।
নানা রত্ন অলঙ্কার পুরুষেতে পরি
স্ত্রী লোকের অলঙ্কার স্ত্রী লোকেতে ধরি।
কৌতুকী হৈয়া সব কন্যা ইন্দ্র নাহি মানি
ক্রোধি করি ইন্দ্র তারে দিল শাপবাণী।
ইন্দ্র তারে শাপ দিল কঠোর বচন
দিবসে জিয়ন্ত তোরা রাত্রিতে মরন।
সন্ধ্যা হৈলে মরিয়া থাকে চারি প্রহর রাতি
প্রভাত হৈলে জিয়া উঠে সকল যুবতী।
অন্ধকার গুহার ভিতর তাহার মরন
প্রভাতে উঠিয়া করে গীত নাচন।
বহু রত্না পৃথিবী বলেন সর্ব্বজন
কত ঠাঁই কত সৃষ্টি না হয় গনন।
সাবধান হৈয়া যাবে সকল বানরগন
যত্ন করি খুজিবে তথা সীতাত রাবন।

তাহার উত্তর যাবে অনন্ত সাগর
তাহা হৈতে হেমগিরি উচ্চ শেখর।
সকল পর্ব্বত হৈতে উচ্চ হেমশেখর
সকল পর্ব্বত জিনিয়া উঠে হেমগিরিবর।
আকাশেতে যার শিখা লাগে সারি২
হেমগিরিসম পর্ব্বত পৃথিবী নাহি ধরি।
হেমগিরির উত্তর নাহিক সূর্য্যের গতি
অন্ধকারময় তথা নাহিক বসতি।
হেমগিরির উত্তর নাহি আমার গমন
হেমগিরি চাহিয়া লেউটিবে বানরগণ।
এই রূপে কহিলাম জম্বুদ্বীপের উৎপত্তি
এই অবধি আছে জীব জন্তুর বসতি।
হেমগিরি আসিতে যাইতে এক মাস
এক মাসের অধিক হৈলে সভার বিনাশ।
মাসেকের ভিতর যেই বীর না আইসে
সবংশে মরিবে সেই আপনার দোষে।
সকল দেশের কথা কহিলাম সভাকে
যে দেশে থাকিবে সীতা আনি দিবে মোকে।

স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল এই তিন স্থান
ইহা বই সৃষ্টি নাই শাস্ত্রের বিধান।
যত দেশ জানিলাম আমি যাইবে সাহসে
সীতা দেবী আনি দিবে শ্রীরামের পাশে।
আনিতে যদি নাই পার সীতা ঠাকুরাণী
আমি গিয়া তাহারে করিব হানাহানি।
এক মাসের মধ্যেতে আসিবে বানরগণ
ইহার অধিক হৈলে তার অবশ্য মরণ।
অগ্নি সাক্ষী করিয়াছি আমার অঙ্গীকার
প্রাণপণে করিব আমি সীতার উদ্ধার।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল চাহিব যত দূর সংখ্যা
তার পর প্রবেশিব কনকপুরী লঙ্কা।
লেজের জটজটী বানর মালসাট তালি
মেঘের গর্জ্জনে গর্জ্জে বানর শতবলী।
কোন কার্য্যে শাঁঠ রাজা এত বানরগণ
আমি আনি দিব সীতা মারিয়া রাবণ।
পাতালভিতর থাকে সীতা পাতাল প্রবেশি
সাগরভিতর থাকে যদি সাগর আমি শুষি।

কোন কার্য্যে রাম লক্ষ্মণ পাইয়াছেন চিন্তা
রাবন মারি পূষ্ঠে করি আনি দিব সীতা।
কোন কার্য্যে রাম তুমি মনে ভাব আন
একলা রাবন মোর না ধরিবে টান।
আসিতে যাইতে মোর যে হওক অপেক্ষা
হেথা রামের সীতা আনি করে দিব দেখা।
শতবলির বিক্রম দেখি সুগ্রীব ভাবিছে
যে কার্য্য সিদ্ধ করিবে মোর মনে আছে।
চলিল সকল ঠাট সুগ্রীবের আদেশে
উত্তর দিগের পাঁচালি রচিল কীর্ত্তিবাসে।

নদ নদী পর্ব্বতের শুনিয়াত নাম
সুগ্রীবেরে জিজ্ঞাসা করেন শ্রীরাম।
সাগর পর্ব্বত দ্বীপ পৃথিবীর অন্ত
কেমতে জানিলে মিতা সকল বৃত্তান্ত।
পূর্ব্বকথা কহে সুগ্রীব রামের গোচর
বালির ডরে ভ্রমিলাম এ তিন সংসার।

সপ্তদ্বীপা পৃথিবী বালি নিমেষেকে যায়
কোন দেশে যাব আমি না পাই উপায়।
যে দেশে যাইব আমি তথা বালি যাবে
মুহুর্ত্তেক দেখা পাইলে তখনি মারিবে।
বালিসমান বীর নাই এ তিন ভুবনে
স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল ফিরি এইসে কারনে।
এক দিন এক স্থান না থাকি কোথায়
বড় ভয় বালি রাজাকে যদি দেখা পায়।
দেখা পাইলে প্রানে মারে বড়ই নিষ্ঠুর
তেকারনে পলাইয়া বেড়াই বহু দূর।
সাগর পর্ব্বত নদী দেশ দেশান্তর
স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল ভ্রমি বালি রাজার ডর।
স্থাবর যঙ্গম আদি এ তিন সংসার
একেক স্থানে ভ্রমন করিয়াছি শতবার।
যেখানেং আছে পৃথিবীর অন্ত
তেকারনে জানি মিত্র সকল বৃত্তান্ত।
পূর্ব্বকথা কহিল রাজা রামের গোচরে
সকল তত্ত্ব জানিলাম বালি রাজার ডরে॥

ঋষ্যমুখ পর্ব্বতের কথা কহিল হনুমান
তেকারনে আইলাম দেশের সন্নিধান।
চারি পাত্র বেড়াইতাম হৈয়া শঙ্কুচিত
তোমার প্রসাদে এখন রাজ্যেতে পুজিত।
দুই মিত্র পর্ব্বতে বসি কাহেন কাহিনী
দুই মিত্রর কথাবার্ত্তায় মাসেক দনাদনি।
মধুর বচনে দোঁহে আছেন পীরিতি
পূর্ব্ব দিগ হৈতে আইল বিনোদ সেনাপতি।
সীতার বার্ত্তা না পাইয়া রামের টুটে তেজ
পশ্চিম দিগ চাহিয়া আইল সুসেন বেজ।
পূর্ব্ব দিগ পশ্চিম দিগ দিগ উত্তর
তিন দিগ হৈতে আইল সকল বানর।
নানা পর্ব্বত চাহিলাম খুজিলাম বহু দেশ
কোন দেশে না পাইলাম সীতার উদ্দেশ।
তিন দিগের বানর না কহে সীতার কথা
সুগ্রীব বলে তিন দিগে নাহি দেবী সীতা
শুনিয়াত রঘুনাথ হইল মুর্চ্ছিত
রামেরে প্রবোধ করে সুগ্রীব রামমিত।

বাল্মীকিকৃত

রামায়ন

মহাকাব্য।

কীর্ত্তিবাস বাঙ্গালি ভাষায় রচিল।

পঞ্চম কাণ্ড।

দক্ষিণ দিগেতে গোসাঞি রাবনের ঘর
সেই দক্ষিণে পাঠাইয়াছি বড় বানর ।
আপনি অঙ্গদ গিয়াছেন মন্ত্রী জাম্বুবান
কার্য্যসাধিক আছে সঙ্গে বীর হনুমান ।
বুদ্ধির সাগর বড় বীর হনুমান
অবশ্য করিবে কার্য্য কিছু নহে আন ।
তোমার কার্য্যে হনুমান বড়ই তৎপর
অবশ্য হইবে সীতা তাহার গোচর ।
বুদ্ধিতে পণ্ডিত হনুমান মহাশয়
হনুমান দেখিবে সীতা না করিহ ভয় ।
ক্রন্দন সংবরলেন রাম রাজার আশ্বাসে
কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ড রচিল পণ্ডিত কীর্ত্তিবাসে ।

রামনাম বল ভাই এইবার২
ভাবিয়া দেখ রাম বিনা গতি নাই আর ।
রাম করিলেন অশ্বমেধ অনেক যতনে
অশ্বমেধের ফল হয় যে রামায়ন শুনে ।

এমন নায়ের গুণ কে দিবে তুলনা
পদধূলে পাশান মনুষ্য নৌকা হৈল সোনা।
পার কর হে রামচন্দ্র পার কর মোরে
কাতর দেখা নৌকাখানি রাম লৈয়া গেলে দূরে।
যার মনে কড়ি ছিল সে গেল পার হৈয়ে
বিনি কড়িতে পার করে ভায়াছে বলি নায়ে।
ভজন পূজন তন্ত্র মন্ত্র যার নাহি জ্ঞান
তারে যদি তরাতে পার তবে সে জানি রাম।
ভজন পূজন তন্ত্র মন্ত্র জ্ঞান যেবা জানে
তুমি কি তারে তরাবে সে তরে আপন গুণে।
আমার সঙ্গে কড়ি নাই পার হইব কি
কর বা না কর পার কুলেতে বসিয়াছি।
নায়ের স্বভাব আমি জানি ভালে২
কড়ি না পাইলে পার তবু করে সন্ধ্যাকালে।
আপনি সে ভাঙ্গ গোসাঞি আপনি সে গড়
সর্প হৈয়া দংশ তুমি ওঝা হৈয়া ঝাড়।
সকলি তোমার লীলা সকল তুমি পার
হাকিম হৈয়া হুকুম দেও পেয়দা হৈয়া মার।

অধম দেখিয়া যদি দয়া না করিবে
পতিতপাবন রামনাম কোন গুণে ধরিবে।
সাধু জনে তরাইতে সকল দেব পারে
অসাধু তরান যিনি ঠাকুর বলি তাঁরে।
অহল্যা পাষাণ হৈয়াছিল দৈবদোষে
মুক্তপদ পাইল তোমার চরণ পরশে।
পার কর হে রামচন্দ্র রঘুকুলের মণি
তরিবারে যুগল পদ করিয়াছি তরণী।
তুমি যদি ছাড় দয়া আমি না ছাড়িব
বাজন নূপুর হৈয়া চরণে বাজিব।
রামনদী বহিয়া যায় দেখহ নয়নে
ওহায় গিয়া স্নান কর কূলে বসি কেনে।
হেদেরে পামর লোক পার হৈবে যদি
মন ভরিয়া পান কর বয়ে যায় রামনদী।
মৃত্যুকালে একবার যদি রাম বলি ডাকে
বিমানে চড়ি স্বর্গে যায় যম দাণ্ডাইয়ে দেখে।

এমন রামের গুন কে বর্নিতে পারি
হেলায় তরিয়া যাবে মুখে বল হরি।

তিন দিগ চাহিল ব্যর্থ হৈল বানরগন
দক্ষিনের যত ঠাট করিল গমন।
দক্ষিনের যত ঠাট করিল প্রয়াস
সীতা চাহিতে বিন্দু গিরি গেল এক মাস।
মাসেকের অধিক হৈলে রাজাকে লাগে ডর
জীবনের আসা ছাড়ে সকল বানর।
বিষম দণ্ডক বন নাহিক উদ্দেশ
সেই দেশে বানরকটক করিল প্রবেশ।
দশ বৎসরের ব্রাহ্মনপুত্র পরম সুন্দর
বনজন্তুতে মারিয়াছে বনের ভিতর।
ক্রোধে ব্রাহ্মন শাপ দিল পাইয়া পুত্রতাপ
পুত্রশোকে ব্রাহ্মন বনেরে দিল শাপ।
ফল ফুল জল তথা নাহিক প্রচার
কোন জীব জন্তু তথা নাহিক সঞ্চার।

হেন বনে বানর কটক করিল প্রবেশ
তথা না পাইল তারা সীতার উদ্দেশ।
আর বন বানরকটক দেখিল সম্মুখে
সীতার কারণ বানরকটক সেই বন ঢুকে।
সকল বানর গেল বনের ভিতর
এক রাক্ষস আছে তথা দেখিতে ভয়ঙ্কর।
ধাইয়া আইল রাক্ষস বানর খাইবারে
রুষিল অঙ্গদ বীর যুঝিতে আগুসারে।
অঙ্গদ বলে বেটা তুই লঙ্কার রাবণ
তোরে চাইয়া বেড়াই মোরা সব বানরগণ।
অঙ্গদে রাক্ষসে দুই জনে হুড়াহুড়ি
হুড়াহুড়ি এড়িয়া দুই জনে জড়াজড়ি।
কেহ কারে জিনিতে নারে দুই জন সোসর
আঁচড় কামড়ে দোঁহে হইল জর্জ্জর।
ক্ষণেক হেঁটে অঙ্গদ বীর ক্ষণেক উপরে
পর্ব্বত টলমল করে দুই বীরের ভরে।
মুকুটি মারিল অঙ্গদ রাক্ষসের বুকে
অচেতন হৈল রাক্ষস রক্ত উঠে মুখে।

রাক্ষস মারিয়া অঙ্গদ সেই বনে বসি
তথা না পাইল দেখা সীতা রূপসী।
অবসাদে বানরকটক বসিল গাছতলে
অঙ্গদ উঠিয়া সব বানরগনে বলে।
সীতার বার্ত্তা জানিতে আইলাম এক মাসে
মাসেকের অধিক হৈলে না যাইব দেশে।
সীতা না দেখিয়া যাব সুগ্রীবের পাশ
জীবনের আসা নাই অবশ্য বিনাশ।
অঙ্গদের বচনে বানর দিল অনুমতি
বন ডাল উকটিল করিয়া পাতি২।
সীতা না পাইয়া বানর হেট করে মাতা
চাহিলাম সকল বন আর যাব কোথা।
সত্য করিয়াছেন যে খুড়া মহাশয়
সীতা উদ্ধারিব আমি কহিলাম নিশ্চয়।
চারি দিগে বানরগন গেছে দুর দেশে
দেখ দেখি কোন বানর কি করিয়া আইসে।
তাহারা যাহা করুক ভাবি আপন কল্যান
সমস্ত দক্ষিন চাহিয়া যাব রামের স্থান।

সীতা না পাইলে হবে সভার মরণ
আগেতে মরিবেন রাম কমললোচন।
তারপর লক্ষ্মণ মরিবেন রামের শোকে
রাম মরিলে সুগ্রীব মরিবে দেখিবে লোকে।
চাহিতেং দেখে একগোটা বিল
জল নাই পক্ষী তথা করে কিলং।
খাল জোল নাই দেখি নিকটে নাই পানি
নানা পক্ষী কলরব মধুর ডাল শুনি।
আশ্চর্য্য শুনিয়া বানর ভাবে মনেং
জল নাই শব্দ শুনি কিসের কারনে।
কেহ বলে দেখিব ইহা হয় কিকারন
দাণ্ডাইয়া ভাবে তথা সকল বানরগণ।
বড় গাছ আছে সেই বিলের পাড়ে
লাফ দিয়া বানরগণ সেই গাছে চড়ে।
চারি দিগেতে চাহে না হয় দরশন
গাছের ডালে লাফেং বেড়ায় বানরগণ।
গাছে থাকিয়া দেখে বানর সুলক্ষার
চন্দ্র সুর্য্য প্রকাশ নাই মহা অন্ধকার।

সুলঙ্গ দেখিয়া বানর ভাবে মনে২
মনে ভাবে ইহার ভীতর নামিব কেমনে।
যে হওক সে হইবে সাহসে করি ভর
সকল বানর যাব সুলঙ্গভিতর।
হাতাহাতি করিয়া যায় সকল বানর
সকল বানর মেলি যুক্তি করিল বিস্তর।
দৈবে হইবে আমা সভার মরণ
মরি কিম্বা বাঁচি মোরা সকল বানরগণ।
সুলঙ্গে সাম্ভাইয়া করিব জলের বিচার
সুলঙ্গে চলিল বানর মহা অন্ধকার।
অন্ধ লোক যায় যেন হাতে করিয়া লড়ি
হুড়াহুড়ি করিয়া কেহ কার গায় পড়ি।
হাতাহাতি যায় বানর না পায় অন্ধার
সকল বানর তবে ভাবিল অসার।
কিছু দেখিতে নাই পাই যাইব কেমনে
ফিরে চল উঠি গিয়া সকল বানরগণে।
কেহ বলে নামিয়াছি যে হবার সে হবে
আইলাম সুলঙ্গপথে কেন ফিরা যাবে।

অন্ধকারে যায় বানর নাই দেখে বাট
চোকে পিয়াসে বানরের গলা হইল কাট।
অন্ধকারে যায় বানর আগে হনুমান
হাতে লড়ি করি যেন লইয়া যায় কান।
আগে হনুমান বীর চলিল সাহসে
অন্ধ লোক চলে যেন পড়ে আসেপাশে।
বানর কটক বলে শুন পবননন্দন
প্রকাশ পাইব গেলে কতেক যোজন।
আর কত যোজন গেলে পাইব প্রকাশ
হনুমান বলে কেহ না করহ তরাস।
আমি লইয়া যাব বানর মস্কিল কি তাতে
সকল বানরগণ আইস মোর পাছে।
সাত যোজন গেলে তবে সবে হৈব পার
এক আওয়াস আছে অদ্ভুত আকার।
হনুমানের বচনে বানর সাহসে করে ভর
ধিরে২ চলে তথা সকল বানর।
হনুমান মহাবীর বুদ্ধে বৃহস্পতি
বানরগণে পার করিল করিয়া হাতাহাতি।

হাতাহাতি করিয়া বানর কৈল পার
এক আওয়াস দেখে অদ্ভুত আকার।
সোনার প্রাচীর ঘর সোনার সব গাছ
সোনার পদ্ম জলে দেখি সোনার সব মাছ।
সোনার প্রাচীর ঘর সোনার আওয়ারি
সোনায় সব ঘাট বান্ধা দীর্ঘি আর পুকুরী।
পুরীখান দেখিল সকল সোনাময়
দেখিয়া বানরগণ হইল বিস্ময়।
অপূর্ব্ব পুরির শোভা স্বর্গ অবিশেষ
বানর বলে হনুমান এই কোন দেশ।
নানা ফল ফুল দেখি সুগন্ধি বহে বাস
ক্ষুধায় পীড়িত বানর খাইতে করে আস।
আহার পানি পেটে নাই ক্ষুধায় দুঃখিত
ফল ফুল দেখি মনে বড় হরষিত।
পুরির ভিতর মাত্র এক কন্যা আছে
সকল বানরগণ গেল তার কাছে।
তিন শত বৃন্দ গেল ভিতর আওয়াস
কন্যার রূপেতে করে দশ দিগ প্রকাশ।

অতি সুন্দর কন্যা যেন হরের ঘরণী
রম্ভা তিলোত্তমা যেন ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী।
শোভিত যুগল ভুরু যেন কামধনু
কপালে সিন্দুর ফোটা যেন প্রভাতের ভানু।
চন্দনচন্দ্রমা কোলে কজ্জলের বিন্দু
ভুরুযুগ ওপরে উদয় অর্দ্ধ২ ইন্দু।
বিন্দু২ গোরোচনা শোভা করে অতি
অলকা তিলকা রেখা অর্দ্ধ২ পাঁতি।
রতনরঞ্জিত তার পদাঙ্গুলি সব
রাজহংস জিনি ধ্বনি নূপুরের রব।
করে শঙ্খ কঙ্কন কিঙ্কিনি কটি মাঝে
রতননূপুর পায় ঝনুঝুনু বাজে।
পৃষ্ঠে লোটে পষ্ঠ জগত প্রবালের ঝাঁপা
গোরো গায় গর্ব্ব করে গন্ধরাজ চাঁপা।
চুড়া২ বাজুবন্ধ শঙ্খের ওপর
যেখানে যে শোভা করে পরিয়াছে বিস্তর।
দুই পায়ে শোভিত পরিয়াছে গোটা মল
ব্রহ্মচারি আদি দেখি পুরুষ পাগল।

পুরির ভিতর কন্যা আছে একেশ্বরী
কন্যারূপে আলো করে সব পাতাল পুরী।
সকল বানর বন্দে গিয়া কন্যার চরণ
যোড়হাতে বলে বীর পবন নন্দন।
বনের পশু বানর মোরা বনের ভিতর বাসা
ভোকে পথ নাই দেখি লাগিয়াছে দিশা।
রাজভার গছিয়াছি জীবন অসার
খাল জোল বন টাল চাহিলাম সংসার।
হেন দুর্জ্জয় পাতালেতে আমরা সব আসি
তোমা দেখি জিইলাম আমরা হেন বাসী।
বড়ই সন্তুষ্ট হৈলাম তোমারে দেখিয়া
পরিচয় পাইলে মোরা যাই তুষ্ট হৈয়া।
বড়ই কাতর মোরা সকল বানগন।
পরিচয় দেহ কন্যা তুমি কোন জন।
কার আওয়াস ঘর কার সরোবর
কহ দেখি কন্যা শুনি ইহার অবান্তর।
অপূর্ব্ব পুরির শোভা দিব্য সরোবর
কার আওয়াসে আইলাম বড় বাসি ডর।

আপন পরিচয় দেহ তুমি কোন দেবতা
কাহার ঘরণী তুমি কাহার দুহিতা ।
কন্যা পরিচয় করে বানর সব শুনি
সুমেরু পর্ব্বতের আমি হইত নন্দিনী ।
মন দিয়া শুন সব বানরগণ
আপন পরিচয় করি তাহে দেহ মন ।
স্বয়ম্ভবা নাম আমার হেমার হই সখী
হেমার বচনে আমি আওয়াসখান রাখি
এই আওয়াসখানার আমি হইত প্রহরী
আমা অগোচরে কেহ আসিতে না পারি ।
ময় দানব সৃজিল এই সোনার আওয়াস
হেমা লৈয় ময়া দানব করয়ে বিলাস ।
নৃত্যেতে নাচনী হেমা গানেতে গায়নী
রূপে বেশে গুণে হেমা ত্রিভুবন জিনি ।
রূপ গুণে দানবে মোহিত করে হেমা
রাত্রি দিন শৃঙ্গার করে তার নাই ক্ষমা ।
বিষম শৃঙ্গার করে হেমা হয় কাতর
রাত্রি দিন শৃঙ্গার করে দানব দুষ্কর ।

দানবের শৃঙ্গারে হেমা পলায় তরাসে
ময় দানব গেল সেই হেমার উদ্দেশে।
যেখানে পাইবে তারে আনিবে ধরিয়া
এই বেলা পলাও তোমরা সেই পথ দিয়া।
বড়ই দুরন্ত দানর শুনহ বচন
এখান হইতে যাহ তোমরা বানরগন।
কোন জনা তোমারদিগকে কহিল উদ্দেশ
হেন দুর্জ্জয় পাতালে কেন করিলা প্রবেশ।
কাহার যুক্তিতে আইলা দুর্জ্জয় পাতাল
ময় দানব আইলে কার নাহিক নিস্তার।
হনুমান বলে কন্যা আমার বাক্য শুন
দশরথ রাজার পুত্র শ্রীরাম লক্ষ্মন।
সপ্ত দ্বীপের বানর আইলাম সুগ্রীব আদেশে
চতুর্দ্দিগে আইলাম মোরা সীতার উদ্দেশে।
দশরথ নামে রাজা জন্ম সূর্য্যবংশে
স্ত্রীর বোলে পুত্র বধূ পাঠায় বনবাসে।
জ্যেষ্ঠ পুত্র রাম বধূ সীতাত সুন্দরী
রাম অগোচরে রাবন সীতা করিল চুরি।

সীতা চাহি বেড়াইতে সুগ্রীবসনে ভেট
সুগ্রীবেরে রাজ্য দিল মারিয়া বালি জ্যেষ্ঠ।
শূন্য ঘরে সীতা হরিয়া নিলেক রাবণ
আমরা বেড়াই সেই সীতার অন্যাসন।
চারি দিগে বেড়াই মোরা সীতার উদ্দেশে
দেশে২ বেড়াই মোরা সুগ্রীব আদেশে।
মাসেকের তরে রাজা করিল নিশ্চয়
মাসেকের অধিক হৈলে বড় বাসি ভয়।
গাছে হৈতে দেখিলাম এই যে পাতাল
জলের উদ্দেশে মোরা আইলাম এই স্থল।
ফল ফুল দেখিয়া বানর উঁকি দিয়া চায়
মনে তোলাপাড়া করে কন্যারে ডরায়।
ফল ফুল দেখিয়া বানর হইল বিকল
সাধ হয়ে পেড়ে খাইতে করিতে নারে বল।
বানরের দুঃখ দেখি কন্যা মনে গণে
ফল খাইতে কন্যা বলিল আপনে।

বড়ই কাতর দেখি হইল মমতা
কন্যা বলে ফল খাও দিলায় সর্ব্বথা।
আপন ইচ্ছায় ফল খাও যত আইসে মনে
শুনিয়া হরিষ হৈল যত বানরগণে।
একে চায় আর আজ্ঞা পাইল বানর
লাফেং পড়ে গিয়া গাছের ওপর।
ফল পাড়ে ফল খায় গাছের ওপর
দাঁদুড়িয়া মধুর ফল খাইল বিস্তর।
গাছের ওপর ফল খায় ভাঙ্গে গাছের ডাল
মধুর গন্ধে পাতা খায় ভরিয়াত গাল।
ফল মূল খাইয়া বানর মাতা করে হেট
নড়িতে চড়িতে নারে লেওয়া হৈল পেট।
স্বর্ণথাল লৈয়া বসিল পীঠোপরে
ক্ষুধায় কাতর ফল খায় যত পেটে ধরে।
কতগুলা পাকা ফল নিঙ্গুড়িয়া খায়
আদ খাওয়া করিয়া কত টানিয়া ফেলায়।
কত ফল কামুড়ে খায় কত খায় চুষি
ফলের রসে ওদর পুরিল মনেং খুষি।

ফল খাইয়া ওদর পুরি সকল বানর
আর গাছপানে বানর চাহে ফিরে২।
ওদর পুর্ন্নিত হৈল সকল বানরগন
পরম ভক্তিতে বন্দে কন্যার চরণ।
তোমার প্রসাদে কন্যা খণ্ডিল সব ক্লেশ
কোন পথে বাহির হৈব কহ ওপদেশ।
যাবৎ এখানে কন্যা দানব নাই আইসে
কোন পথে বাহির হৈয়া যাব কোন দেশে।
বড় ভয় হয় কন্যা দানবের তরে
এখান হৈতে ত্বরায় যাই সকল বানরে।
পথ দেখাইতে কন্যা আপনি আগুসরে
পাছে২ যায় তারা সকল বানরে।
পলাইতে চায় বানর করে হুড়াহুড়ি
কন্যার পাছু ধায় বানর করি দৌড়াদৌড়ি।
পলায় বানরগন পাছুপানে চায়
দানব আসিলা পাছে না পাইত খেদায়।
পরানে মারিবে তবে কা নাই রক্ষা
পাছে দানব আমারদের পায় দেখা।

সুলঙ্গদ্বারেতে কন্যা হইল বাহির
বানরে দেখায় কন্যা সাগর গভীর ।
এই জল দেখ তোমরা সাগর দক্ষিণ
বিন্দ্য গিরি মলয় গিরি দেখহ প্রবীণ ।
রাম জন্ম হৈতে আছে পাঁচ হাজার বৎসর
অনাগত পুরাণ রচিল মুনিবর ।
বাল্মীকি বন্দিয়া কীর্ত্তিবাস বিচক্ষণ
শুভক্ষণে প্রকাশিল বেদ রামায়ণ ।
অসীমা রামের গুণ কি বলিতে জানি
মরা মন্ত্র জপিয়া বাল্মীকি হৈল মুনি ।
তারক ব্রহ্ম রামনাম অনন্ত মহিমা
চারি বেদ বিচারিয়া দিতে নারে সীমা ।
চণ্ডালে করিল দয়া বড়ই করুণ
পাশানে নিশান রহিল রামের গুণ ।

পাতাল হৈতে উঠিল সকল বানর
যোড়হাতে দাণ্ডাইল অঙ্গদগোচর ।

পাতাল প্রবেশিলাম মোরা সকল বানর
কোনখানে না দেখিলাম সীতা লঙ্কেশ্বর।
অঙ্গদ বলে শুন তোমরা বানরগন
সাবধান হৈয়া শুন আমার বচন।
সীতাবার্ত্তা জানিতে আইলাম এক মাস
মাসেকের অধিক হৈলে সভার বিনাশ।
আরের যে হওক আমার সংশয় জীবন
আমার মারিবারে সুগ্রীব করিয়াছে পণ।
মোর বাপে মারিল খুড়া না হৈল মমতা
আমারে মারিবে সুগ্রীব এবা কোন কথা।
ডাহিন হাত দিয়া রাম অগ্নি সাক্ষী করে
যত হিত করিল রাম সকল পাসরে।
আমি যুবরাজ নহিলাম পিতাবিদ্যমানে
আমারে যুবরাজ করিল রামসন্নিধানে।
খুড়ার গুনে আমার সনে নাহিক সম্বন্ধ
আমাকে মারিতে খুড়া করিয়াছে প্রবন্ধ।

আমারে মারিবে খুড়া না হয় খণ্ডন
আমার নিস্তার নাই শুন বনরগণ।
যোড়হাতে বানরগণ কহিছে কাহিনী
জীবনের আসা নাই ত্যজিব পরাণী
তারক নামে বানর ছিল বুদ্ধে বৃহস্পতি
অঙ্গদেরে বুঝায় সেই উত্তম যুকতি।
সুগ্রীবেরে ভয় কর না যাইব দেশ
সকল বানর পাতালে গিয়া করিব প্রবেশ।
রাজযোগ্য আছে তথা সোনার আওয়াস
ফল ফুল খাইব তথা মধুর সুরস।
ফল ফুল খাইব গিয়া জল সুবাসিত
সুগ্রীবেরে ভয় তুমি না কর কিঞ্চিৎ।
কি করিবে রাম লক্ষ্মণ সুগ্রীব রাজন
কোন ভয় না করিহ শুন বানরগণ।
নিশ্চিন্তে থাকিব গিয়া পাতাল ভুবনে
কি করিবে সুগ্রীব রাজা শ্রীরাম লক্ষ্মণে।
তারকের বচনে সভে দিল অনুমতি
মনেমনে হনুমান করেন যুকতি।

সুমন্দ বচনে ভাবে হনুমান বীর
আপনার মনে বুদ্ধি করিলেন স্থির।
মোর বিদ্যমানে রামের কার্য্যে হয় চোলি
সভার ভিতর হনুমান পাড়িল আনলি।
হনুমান বলে অঙ্গদ তুমি দবরাজ
এক কার্য্যে আসিয়া তুমি কর অন্য কায।
কোন যুক্তি কর তুমি ? বা বানরগন
তোমারে উচিত নহে এ সব কথন।
পলাইয়া যাবে তুমি পাতাল ভুবনে
ধর্ম্মাধর্ম্ম কিছু না ভাবিলে মনে২।
যথা পলাইয়া যাবে সুগ্রীব সব জানে
পলাইলে বাঁচিতে নারিবে কোনখানে।
উচিত বলিতে তোমায় আমার কি ডর
তোমার সঙ্গে পলাইবে কোন বানর।
মাগু পোয় বানর সব কিষ্কিন্ধ্যায় বাস
তোমানাগি কে ছাড়িবে মাগু পোয়ের আস।
তোমার বোলে স্ত্রী পুত্র ছাড়িবে বানরগন
একেশ্বর কেবল তুমি বেড়াবে বনেবন।

মনে কর পলাইলে পাব অব্যাহতি
যত কাল জীবে তার থাকিবে অখ্যাতি।
তোমার বাপে শ্রীরাম মারিল এক বাণে
এক বাণে মারিবে তোমরা থাকিবে যেখানে।
রামমিত্রা সুগ্রীব রাজা যদি বলে রামে
সেইখানে বসিয়া তোমার বধিবেন প্রাণে।
নির্ভয় হৈয়া কেমনে থাকিবে পাতাল
রামের বাণে মুক্ত হৈবে সুলঙ্গদ্বার।
তোমার বাপ বালি রাজা না হরিল টান
রামের এক বাণে সভে হারাবে প্রাণ।
বিষ্ণু অবতার রাম জগতে পুজিত
তোমার এমন যুক্তি না হয় ওচিত।
নিবর্বুদ্ধি তোমারে বলি অঙ্গদ যুবরাজ
বানর লৈয়া পলাইবে মুখে নাই লাজ।
যত দেশ বলিল সুগ্রীব চৌটী নাই আসি
ঘরের পাছু যুক্তি কর ভাল নাই বাসি।
সকল দেশ খুজিয়া যদি না পাই দরশন
সুগ্রীবের ঠাঁই গিয়া পসিব শরণ।

ধার্ম্মিক সুগ্রীব রাজা ধর্ম্মের চরিত
দোষ গুণ বুঝিয়া সে কহিবে উচিত।
ভয় করি পলাইলে বড় হবে দোষ
শরণাপন্ন হৈলে রাম হইবেন সন্তোষ।
যে দেশ বলিল রাজা চাহিব সেই দেশে
তারপর যে হবার হইবেক শেষে।
তোমারে প্রধান করি সুগ্রীব রাজা বৈসে
তোমার মা থাকিতে অঙ্গদ ভয় কর কিসে।
কুপিল অঙ্গদ হনুমানের বচনে
লজ্জা দিস বানর তুমি সভাবিদ্যমানে।
জ্যেষ্ঠ ভাইয়ের স্ত্রী রাজার বিবাহিতা
শাস্ত্রমত জ্যেষ্ঠ হয় কনিষ্ঠের পিতা।
পর পুরুষ পিতা পুত্রহেন গণি
অপরূপ পরজায়া যেমন জননী।
জ্যেষ্ঠ ভাই সম পিতা সর্ব্ব শাস্ত্রে কয়
তার স্ত্রী হইলে কেবল মায়ের তুল্য হয়।
জ্যেষ্ঠ ভাইয়ের স্ত্রী হরে কিসের বাখান
সীতার বার্ত্তা জানিতে পাঠায় সংশয়স্থান।

রামের কার্য্য না করিলে হইবেন অসুখী
সকল মতে হনুমান মোর মরণ দেখি।
বির্য্যাবির্য্য ভাব দেখি বীর হনুমান
কোন কার্য্যে ভাল নহে সুগ্রীবের জ্ঞান।
রাম লক্ষ্মণ কার্য্য করিলেন ভাল
চোরা যুদ্ধ করিলেন তেঁই মোর বাপ গেল।
সম্মুখ যুদ্ধ করি যদি মরিত মোর বাপ
কে কেমন বীর তাহা জানিতে প্রতাপ।
রাম কেন না বলিলেন আমার বাপেরে
গলে বান্ধি আনি দিতেন রাজা লঙ্কেশ্বরে।
যেখানে থাকিত সীতা আনিত রাবন
তবে কেন সীতালাগি দুঃখী বানরগন।
তুমি কিবা নাই জান বীর হনুমান
চারি সাগরে মোর পিতা করে সন্ধ্যা স্নান
দিগ্বিজয় করি বেড়ায় রাজাত রাবন
মোর বাপে জিনিতে আইল কিষ্কিন্ধ্যা ভুবন।
রাবন দেখিল মোর বাপ নাই ঘরে
সন্ধ্যা করেন পিতা সাগরের তীরে।

পাঁজুবাটে রাবন ধরিল মোর বাপে
সাপটিয়া ধরে রাবন অতুল প্রতাপে।
ধ্যান ভঙ্গ না হইল লেজেতে বান্ধিয়া
সাগরেতে রাবনেরে ফেলান ডুবাইয়া।
দীর্ঘ লেজ বাপের যোজন পঞ্চাশ
রাবনে তোলেন বাপা ওপর আকাশ।
বারেক আকাশে তোলেন পুনঃ ডুবান জলে
নাকানি চুবানি খাইয়া রাবন রাজা মরে।
চারি সাগরের তপ হইল অবশেষ
সন্ধ্যাকালে মোর পিতা আইল নিজ দেশ।
রাবনের দশ মাতা করে নড়বড়
কিষ্কিন্ধ্যা আসিয়া রাবন দাঁতে করে খড।
দয়া করি মোর বাপ ছাড়িল তাহারে
লঙ্কা পলাইয়া গেল রাজা লঙ্কেশ্বরে।
সেই রাবন আসিয়া সীতারে কৈল চুরি
ইহারি কারনেতে বানরকটক মরি।
মোর বাপের কাছে রাম লইত শরন
কোন তুচ্ছ বাপার সেই পাপিষ্ঠ রাবন।

মোর বাণে মারি রাম করিল কোন কর্ম্ম
ঠাকুর হৈয়া করিলেন পূর্ণ অধর্ম্ম।
আমি না অধর্ম্মেতে রাম এত দুঃখ পান
ধর্ম্মযত ভাব তুমি বীর হনুমান।
রামের কার্য্য না করিলে হৈবেন দুঃখী
সব কাযে হনুমান মোর মরণ দেখি
সুগ্রীবের যশ হইবে আমার মরণ
সীতা না পাইলে আমি ত্যজিব জীবন।
হনু বলে যত বল কিছু মিথ্যা নয়
জ্যেষ্ঠ ভাইয়ের স্ত্রী হৈলে মাতৃতুল্য হয়।
শাস্ত্রমত রাজ্য করিলে যদি হয় রাজা
তার স্ত্রী লইতে পারে তাহে কিবা লজ্জা।
বানর পশু জাতি মোরা ইহা করিতে পারি
যে রাজ্যের রাজা হয় তার হয় নারী।
যত দেশ বলিল রাজা বুঝিব একবার
পশ্চাতে কহিব আমি ইহার বিচার।
রামনাম স্মরণে হয় পাপের বিনাশ
কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ডে মধুর গান রচিল কীর্ত্তিবাস।

এতেক বলিল যদি বীর হনুমান
আরবার বলে অঙ্গদ সভাবিদ্যমান।
পুনঃ২ বল তুমি পবননন্দন
যে বল সে বল মোর অবশ্য মরন।
রাম লক্ষ্মন সুগ্রীব কখন নহে ভাল
নিশ্চয় জানিহ অঙ্গদের প্রান গেল।
জ্যেষ্ঠ ভাই মম পিতা মারিল হেলায়
তার পুত্রে মারিবে সুগ্রীব কত বড় দায়।
নমস্কার জানাইহ মায়ের চরনে
প্রান ছাড়িবেন মাতা আমার মরনে।
সোসর বানরগন পরস্পর বন্দে
সকল বানর অঙ্গদে বেড়িয়া কান্দে।
অঙ্গদ বই আমারদের আর নাই গতি
অঙ্গদসঙ্গে মরিব সভে করিল যুকতি।
সকল বানর যুক্তি এই করিল সার
জীবনের আসা ছাড়ি ত্যজিল আহার।

স্নান করি বানরগণ বসিল পূর্ব্ব মুখে
উপবাস করিয়া রহিল মনে দুঃখে।
মরিবারে বানর করিল উপবাস
কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ড রচিল পণ্ডিত কীর্ত্তিবাস।
কীর্ত্তিবাস পণ্ডিত মুরারি ওঝার নাতি
যার কণ্ঠে কেলি করেন দেবী সরস্বতী।

গরুড়নন্দন পক্ষিরাজ হয় গৃধিনী জাতি
বিন্দু পর্ব্বতে বৈসে পক্ষিরাজ সম্পাতি।
সকল বানরকটক মাতা তুলি দেখে
খাইতে আইসে পক্ষী বড় পাইয়া ভোকে।
অঙ্গদ উঠিয়া বলে শুন হনুমান
আমার বচনে তুমি কর অবধান।
সীতাবার্ত্তা লৈতে আইলাম নহিল দরশন
সীতালাগিয়া বিদেশেতে হারাব জীবন।
কোন জন না করিল শ্রীরামের কায
সীতালাগি প্রাণ দিল জটায়ু পক্ষিরাজ।

প্রাণ দিল পক্ষিরাজ করিয়া সমর
অক্ষয় স্বর্গ গেল সেই গরুড়কোঙর।
রামের বনবাস হৈল সীতার হরণ
সীতালাগি বিদেশেতে মরে বানরগণ।
সম্পাতি বলেন কে জটায়ুমরণ কহে
সহোদরের বার্ত্তা পাইয়া মোর প্রাণ দহে।
বিধির বিপাকে পাখা পুড়িল আকাশ
উড়ি যাইতে নাই পারি তোমাসভার পাশ।
তোমাসভার মুখে শুনি ভাইয়ের বিনাশ
বড় শোক হইল দীর্ঘ ছাড়িল নিশ্বাস।
বানরকটক বলে পক্ষী বড়ই সেয়ান
নিকটে আসিতে চাহে লইতে পরাণ।
নড়িচড়িতে নারে যাইমু সমুখে
সমুখে বানর পাইলে গিলিবেক ভোকে।
হনুমান বলে বানর অবশ্য মরণ
বৃদ্ধ পক্ষী আনি এখন জিজ্ঞাসি কথন।
হনুর বচনে সভে দিল মনমতি
সকলে ধরি আনিল পক্ষিরাজ সম্পাতি।

পঙ্ক্তিরাজে বসাইল বানরসমাঝে
যোড়হাতে কথা কয় অঙ্গদ যুবরাজ।
বালি সুগ্রীব তারা দুই সহোদর
কতেক দিন দুই ভাই হইল কোন্দল।
বাপসত্য পালিতে শ্রীরাম আইল বন
সঙ্গে গোড়াইল তার সীতা আর লক্ষ্মণ।
সীতা লৈয়া দুই ভাই বেড়ায় বনেবনে
শূন্য ঘর পাইয়া সীতা হরিল রাবনে।
সীতা চাহি বেড়ান তাঁরা শ্রীরাম লক্ষ্মণ
পথে সুগ্রীবের সনে হৈল দরশন।
সুগ্রীবেরে দিলেন আপন পরিচয়
আপন দুঃখের কথা দুই জনে কয়।
অগ্নি স্বাক্ষী করি দুই জনে সত্য করি
দোঁহে দোঁহার শত্রু মারি উদ্ধারিব নারী।
দুই জনে সত্যে বন্ধি হইল মিলন।
সীতা চাহি বেড়াই মোরা সব বানরগণ
রাম সত্য পালিল মারিল মোর বাপ
সুগ্রীবেরে রাজ্য দিলেন দুর্জ্জয় প্রতাপ।

মোর বাপ মৈল আমি হৈলাম দুঃখী
বনেং বেড়াই আমি দেখ তার সাক্ষী।
সপ্তদ্বীপের বানর আইল সীতার উদ্দেশে
চারি দিগের বানর আইল সুগ্রীব আদেশে।
এক মাসের তরে রাজা করিল নিশ্চয়
মাসেকের বাড়া হৈল বড় বাসি ভয়।
নিজ পরিচয় দিলাম যত বানরগণ
জটায় পক্ষির এখন শুন বিবরণ।
জটায়ু পক্ষির শুন মরনের কথা
রাবণ হরিয়া নিল শ্রীরামের সীতা।
জটায়ু নামে পক্ষিরাজ গরুড়নন্দন
পর্ব্বত হইতে শুনে সীতার ক্রন্দন।
হাত পা আছাড়ে সীতা রথের উপরে
শ্রীরাম লক্ষ্মণ বলি ডাকে উচ্চৈঃস্বরে।
পক্ষী বলে এই বেটা লঙ্কার রাবণ
রামের সীতা চুরি করি শীঘ্র গমন।

অনেক কালের পক্ষিরাজ হইয়াছে জরা
দুই পাখা মিলিয়া পর্ব্বতে পোহায় খরা।
সীতার ক্রন্দন পক্ষী তথা হৈতে শুনি
রথে কান্দে সীতা দেবী ত্রাস মনে গনি।
আকাশে উড়িয়া পক্ষী চারি দিগে চায়
রাবনের কোলে সীতা রথে লৈয়া যায়।
জটায়ু বলে সীতা লৈয়া রাম আসেছেন বনে
সেই সীতা লৈয়া যায় পাপিষ্ঠ রাবনে।
দুই পাখা সারিয়া পক্ষী আগুলিল বাট
রাবনেরে গালি পাড়ে মারে পাখসাট।
আকাশে থাকিয়া দেখে রাম অনেক দূর
আঁচড় কামড়ে রাবন রাজার রথ কৈল চুর
রাবন মারিল তারে চোখ২ শর
পক্ষির গা বিন্ধিয়া রাবন করিল জর্জ্জর।
রাম আসিবেন বলিয়া পক্ষী যুঝিল বিস্তর
যুদ্ধ করিয়া সীতায় রাখে দুই প্রহর।
ব্রহ্মার বর পাইয়াছে পাপিষ্ঠ রাবন
তথাপিহ না পাইল রামের দরশন।

বুড়া কালে পক্ষিরাজ উঠিয়াছে বল
দুই পাখা কাটিয়া পাড়িল ভূমিতল ।
শ্রীরাম আসিয়া তার করিল অগ্নিকায
রামদরশনে মুক্ত হৈল পক্ষিরাজ ।
জটাযুর কহিলাম মরণের কাহিনী
তায় তোমায় কেমন সম্বন্ধ কহ দেখি শুনি।
জটাযু পক্ষিরাজের পক্ষী শুনিয়া মরন
ভাইভাই বলিয়া পক্ষী করিছে ক্রন্দন ।
আমার ভাই মারিয়া রাবন সুখে রাজ্য ভুঞ্জে
পাখা নাই কেমনে করিব যুদ্ধ তেজে ।
যৌবন কালে আমার যখন ছিল পাখা
তখনকার বানরগন শুন আমার কথা।
জটাযু সম্পাতি আমারা দুই সহোদর
বলে মহাবলী মোরা গরুড়কোঙর ।
দুই ভাই প্রতিজ্ঞা করিলাম জাতিমাঝে
সূর্য্যেরে ছুইতে পারে সেই পক্ষিরাজে।
বেহান বেলায় সূর্য্য হৈল অরুন উদয়
সূর্য্য ধরিতে দুই ভাই চলিলাম নিশ্চয় ।

ভুমি এড়িয়া সূর্য্য উদয় লক্ষ যোজন
লক্ষ যোজন উড়িয়া মোরা করিলাম গমন।
লক্ষ যোজন উড়া করি উঠিলাম আকাশ
সূর্য্য ধরিতে গেলাম সূর্য্য দেবের পাশ।
চৌদিগ চাপিয়া ওঠে সূর্য্য মহাশয়
দিগ বিদিগ নাই সকল অগ্নিময়।
বেহান হৈতে দুই ভাই দুই পুহর উড়ি
সূর্য্যের তেজ সহিতে নারি দুই ভাই পড়ি।
সূর্য্যের অগ্নিতে জটায়ু ভাই হইল কাতর
পুড়িয়া মরে হেন দেখি ভাই সহোদর।
আপন পাখা দিয়া রাখি জটায়ুর পাখি
সূর্য্যের অগ্নিতে আমার পুড়িল দুই পাখি।
এই পর্ব্বতে পড়িলাম আমি দৈবের নির্ব্বন্ধ
এইসে কারণে আমি হইয়াছি বন্ধ।
সাত দিন আমি না পাই আহার পানি
হেনকালে সর্ব্বজ্ঞ এক আইল আপনি।
স্নান করে সর্ব্বজ্ঞ সরোবরের জলে
সিংহ ব্যাঘ্র গাণ্ডার চরে সরোবরের কূলে

পর্ব্বতপ্রমাণ দেখি বনজন্তু সকল
ধরিয়া খাইবে মোরে গায়ে নাই বল।
দূরে গিয়া রহিলাম আমি বটগাছের তলা
সিংহ মহিষ সকল গেল হেন বেলা।
স্নান করে সর্ব্বজ্ঞ সরোবরের জলে
আমার সম্মুখে ব্রাহ্মণ আইল হেনকালে।
মহাসর্ব্বজ্ঞ সেই নিশাকর নাম
পথে লাগি পাইয়া তারে করিলাম প্রণাম।
ব্যথায় কাতর আমি রা নাই মুখে
আমারে কাতর দেখি ব্রাহ্মণ ধ্যানে দেখে।
সর্ব্বজ্ঞ বলে পক্ষিরাজ প্রাণ কর রক্ষা
হারাইয়া পাবে তুমি আপনার পাখা।
দশরথ রাজ্য করিবে অনেক বৎসর
তার জ্যেষ্ঠ পুত্র হইবেন রাম ধনুর্দ্ধর।
বাপের সত্য পালিতে রাম আসিবেন বন
শূন্য ঘরে সীতা পাইয়া লৈবেক রাবন।
বানরকটক করিবেক সীতার উদ্দেশ
তার দরশনে তোমার খণ্ডিবেক ক্লেশ।

এই পর্ব্বতে থাকিলে তারে পাইবে দেখা
রামং বলিতে তোমার উঠিবে দুই পাখা।
বিংশতির অধিক পঞ্চাশ বৎসর
তবে সে দেখিবে তুমি সকল বানর।
এত কাল রামনাগিয়া রাখিয়াছি জীবন
এত দিনে তোমার সনে হৈল দরশন।
অঙ্গদ বলে পক্ষিরাজ দেখি পাইলাম ভয়
স্বরূপ কহ পক্ষিরাজ বার্ত্তা নিশ্চয়।
কোন দেশে বৈসে রাবন কোথায় তার ঘর
তার দেশে যাইতে কত যোজন সাগর।
পক্ষিরাজ বলে আমি হই গৃধিনী জাতি
পৃথিবীর দক্ষিন আমি করিলাম গতি।
সম্পাতি বলেন যত বানরগন
আমার কর্ন্নে প্রকাশ করহ রামায়ন।
রামপ্রসঙ্গ শুনিলে আমার হয় পাখা
পাখা হইলে তবে আমার প্রান হয় রক্ষা।
হনুমান বলে শুন গরুড়নন্দন
মন দিয়া শুন তুমি রামের কথন।

ইহার পূর্ব্ব কথা কই তাহে দেহ মন
নারদের সঙ্গে যুক্তি কৈল নারায়ন।
সৃষ্টি করিল ব্রহ্মা অনেক কর্কশে
স্বর্গপথে যায় লোক তার উপায় কিসে।
ব্রহ্মপুত্র নারদ পাঠাইল পৃথিবীতে
আপন পুত্র ব্রহ্মা দিলেন মুনির সাথে।
দুই জনে পৃথিবীতে বেড়ান ভ্রমিয়া
অরণ্য গহন বনে ওত্তরিল গিয়া।
বাল্মীকি আছিল পূর্ব্বে ব্যাধ অবতার
দস্যুবৃত্তি করেন তিনি এই অনাচার।
ব্রাহ্মন ক্ষত্রিয় শূদ্র যারে দেখা পায়
ফাঁসি দিয়া মারে তাহে যারে যখন পায়।
এই রূপে দস্যু কর্ম্ম করে বনেবন
নারদের সনে হইল পথে দরশন।
নারদ মুনি ব্রহ্মপুত্র যায় দুই জনে
হেনকালে দেখা দস্যু ব্রাহ্মনের সনে।
দস্যু ব্রাহ্মন বলে আর যাবে কোথা
আমার হাতে পড়িলে কাটিব তোমার মাতা।

নারদ বলেন আমি তপস্বী ব্রাহ্মন
আমারদের মারিবে তুমি কিসের কারন।
দস্যু বলে নিত্য আমি এই কর্ম্ম করি
দস্যুকর্ম্ম করিয়া ওদর পুর্ন করি।
মাতা পিতা স্ত্রী পুত্র আছে যত জন
দস্যুবৃত্তি করিলে হয় ওদর পুরন।
এইমতে দস্যুকর্ম্ম করিয়া আমি খাই
তেকারনে ফাঁসি হাতে বনেতে বেড়াই।
কত গুপ্ত জিতেন্দ্রিয় সন্যাসী বৃহ্মচারী
যার দেখা পাই তারে সেই ক্ষনে মারি।
নারদ বলেন শুন দুর্ব্বুদ্ধি ব্রাহ্মন
তোমার পাপের ভাগ লয় কোন জন।
পাপের ভাগ লয় যদি তোমার পিতা মাতা
তবে তুমি আমারে বধ করিহ সর্ব্বথা।
জিজ্ঞাসা করহ গিয়া আপনার ঘরে
তবে তুমি আসি বধ করিহ আমারে।
দস্যু বলে শুন বলি তপস্বী ব্রাহ্মন
আমি ঘরে গেলে তোমরা পলাবে দুই জন।

নারদ বলেন রাখি মোরে গাছেতে বান্ধিয়া
পাপের ভাগী কেবা হয় আইস জানিয়া।
তবে দস্যু দুই জনে করিল বন্ধন
গাছেতে বান্ধিয়া ঘরে করিল গমন।
বাপেরে কহিল তুমি ঘরে বসি খাও
আমার পাপের ভাগ তুমি নিতে চাও।
পিতা বলে যাহা দেও ঘরে বসি খাব
তুমি পাপ করিবে তার ভাগ কেন লব।
যেন তেন প্রকারে তুমি করিবে পালন
পাপের ভাগ লইতে না পারিব কদাচন।
বাপের শুনিল যদি নিষ্ঠুর বচন
তবে গিয়া করিল মায়ের দরশন।
দস্যু বলে শুন মাতা করি নিবেদন
মনুষ্য মারিয়া করি উদরভরণ।
আমি আনে দিই তুমি ঘরে বসে খাও
আমার পাপের তুমি ভাগ নিতে চাও।

জননী বলিল শুন দুর্ব্বুদ্ধি ব্রাহ্মণ
আমি পাপের ভাগী হৈব কিসের কারণ।
পুত্র হৈলে মাতা পিতার করয়ে পালন
গয়ায় পিণ্ড দান করে শ্রাদ্ধ তর্পণ।
সুপুত্র হৈলে হয় কুলের দীপক
মায়ের সেবা না করিলে বিষম নরক।
যথা তথা আনি দিবে ঘরে বসে খাব
তোমার পাপের ভাগ আমি কেন লব।
যতং পুত্র জন্মে ভারতমণ্ডলে
পুত্রের পাপ মায়ে লয় কোন শাস্ত্রে বলে।
দশ মাশ দশ দিন ধরিলাম উদরে
পুত্র হৈয়া ডুবাইবে নরকভিতরে।
মায়ের শুনিল যদি নিষ্ঠুর বচন
স্ত্রীর কাছে কহে গিয়া সব বিবরণ।
দস্যুকর্ম্ম করে আনি ঘরে বসে খাও
আমার পাপের তুমি ভাগ নিতে চাও।
স্বামীরে বলিছে রামা বিনয় বচন
আমি পাপের ভাগ লব কিসের কারণ।

গৃহস্থের কর্ম্ম কার্য্য সকলি করিব
যথা হৈতে আন তুমি ঘরে বসে খাব ।
নারির শুনিল যদি এতেক বচন
পুত্রের কাছে গিয়া কহে সকল বিবরণ ।
শুনিয়া বলেন পুত্র পিতার চরণে
আমি পাপের ভাগ লব কিসের কারণে ।
আমি যখন ওর্দ্ধযুক্ত হইব সংসারে
মাতায় মোট বহিয়া আমি পালিব তোমারে ।
এখন আমারি কর ভরণ পোষণ
আমি পুত্র মাতা পিতার করিব পালন ।
এইমতে জিজ্ঞাসা করিল বারেবার
পাপের ভাগ নিতে কেহ না করিল ভার ।
দস্যু বলে তবে আমি কোন কর্ম্ম করি
অধর্ম্ম করিয়া কেন লোক জন মারি ।
মনেং দস্যু বড় হইল নিরাস
ওর্দ্ধশ্বাসে ধাইয়া গেল তপস্বির পাশ ।
অস্তেব্যস্তে খসাইল মুনির বন্ধন
প্রণাম করিয়া বলে বিনয় বচন ।

ঘরে গিয়া গোসাঞি আমি সকলে কহিল
আমার পাপের ভাগী কেহ না হইল।
কি করিব কোথায় যাব কি হবে উপায়
মুনি বলেন তবে কেন বধিবে আমায়।
তোমার পাপের ভাগী যদি কেহ না হইল
যত পাপ করিলি তুই সকলি থাকিল।
চৌরাশি নরককুণ্ড আছে যমপুরে
রৌরব নামেতে কুণ্ড আছে তোমার তরে।
গলায় কাপড় দিয়া যোড়হাত বুকে
কহিতে লাগিল তবে মুনির সমুখে।
স্তব করি বলে তবে দস্যু ব্রাহ্মণ
কি হবে আমার গতি কহ বিবরণ।
আর আমি দস্যুকর্ম্ম কভু না করিব
তোমার নফর হৈয়া সঙ্গেতে ফিরিব।
দয়াশীল হৈয়া তারে কহেন মহামুনি
স্নান করি আইস দেখি সরোবরের পানি।
ব্রহ্মপুত্র নারদ বলিল দুই জন
স্নান করি আইলে তোরে করিব উপাসন।

অস্তেব্যস্তে গেল ব্যাধ সরোবরের তীরে
পাপী দেখি ওকিল জল নাই সরোবরে।
স্নান করিতে জল যদি কিছু না পাইল
আরবার দস্যু দ্বিজ মুনির কাছে গেল।
যোড়হাত করিয়া বলে শুনহ গোঁসাঞি
স্নান করিতে গেলাম জল পাইলাম নাই।
সরোবরের জল যদি আমারে দেখিল
সকল সরোবরের জল অন্তর্দ্ধান হৈল।
ভাবিয়া চিন্তিয়া মুনি কহেন উপদেশ
কমণ্ডলে জল মুনির আছিল নিঃশেষ
সরোবরের জল সেই পাপীরে দেখিয়া
আছিল বিস্তর জল গেল পলাইয়া।
দয়া করি কমণ্ডলের জল দিল তায়
সেই জল দস্যু দিল আপন মাতায়।
ব্রহ্মপুত্র নারদের দয়া উপজিল
অষ্টাক্ষর মহামন্ত্র কর্ণেতে তার কহিল।

ব্রহ্মপুত্র আপনি করিল গুপাসন
দিবা নিশি রামনাম করহ স্মরণ।
পরম পাতকী সে বিধাতা তারে বাম
রামনাম বলিতে তার মুখে আইসে আম।
ভাবিতে লাগিল মুনি ইহার উপায়
তারক ব্রহ্ম রামনাম মুখে না বারায়।
সেই মহারণ্যে ছিল দুই গাছ তাল
বনের ভিতরে গাছ আছে চিরকাল।
এক গাছ মরা তার বনের ভিতর
মুনি বলেন দেখ দেখি করিয়া নজর।
শুনিয়া বলিছে ব্যাধ যোড় করি করে
এক গাছ মরা তাল দেখিলাম নজরে।
এই কথা শুনিল নারদ তপোধনে
মরা২ মন্ত্র জপ কর রাত্রি দিনে।
প্রনাম করিয়া দস্যু মুনির চরণে
মরা মন্ত্র জপিতে লাগিল রাত্রি দিনে।
একান্ত করিয়া ভক্তি বসিল ধেয়ানে
রাত্রি দিন স্মরণ করে গুরুর চরণে।

মুনি বলেন এই মন্ত্র করহ স্মরণ
এক বৎসরের পর আসিব দুই জন।
এতেক বলিয়া বিদায় হৈল দুই জনে
মরা মন্ত্র জপ করয়ে রাত্রি দিনে।
দিবা নিশি বনে বসি মরা মন্ত্র জপি
সর্ব্বাঙ্গ ঘিরিল তার কইচাপের চিপি।
এক বৎসরান্তে নারদ মুনি আইল
এইখানে আছিল শিষ্য কোথাকারে গেল।
ধ্যান করি দেখিল নারদ তপোধন
চিপির ভিতর আছে দস্যু ব্রাহ্মণ।
দেবরাজে আদেশ করিল তপোধন
ইন্দ্র করিল বৃষ্টি ঝড় বরিষণ।
মাটি হৈতে বাহির হৈল দস্যু ব্রাহ্মণে
এক চিত্তে মরা মন্ত্র জপে মনে২।
আশীর্ব্বাদ করিল নারদ তপোধন
মুনিরে প্রণাম করে দস্যু ব্রাহ্মণ।
দিব্য কান্তি হইয়া মুনিরে করে স্তুতি
যোড়হাত করিয়া বলে অনেক মিনতি।

নারদ কহিল তারে বাক্য অনুপম
উলটিয়া আরবার বলহ রামনাম।
কাতর হইয়া কহে জোড়হাত বুকে
রামনাম মহামন্ত্র বাহির হৈল মুখে।
যত পাপ করিয়া ছিল ভারতভিতরে
রামনাম স্মরণে সব পাপ গেল দূরে।
রামনাম স্মরণ করিল নিরন্তর
তপস্যা করিল দশ হাজার বৎসর।
মন দিয়া শুন এই অপূর্ব কাহিনী
মরা মন্ত্র জপিয়া বাল্মীকি হৈল মুনি।
উপদেশ কহিল নারদ তপোধন
প্রকাশ করিল সাত কাণ্ড রামায়ণ।
রাম জন্মিতে ছিল ষাটি হাজার বৎসর
অনাগত বাল্মীকি রচিল কবিবর।
বাল্মীকি বন্দিয়া কীর্ত্তিবাস বিচক্ষণ
লোক উদ্ধারিতে কৈল বেদ রামায়ণ।

সাত কাণ্ড রামায়ণ হনুমান কয়
সম্পাতি পক্ষির পাখা হইল উদয়।
আদ্য কাণ্ডে রামের জন্ম হৈল শুভক্ষণে
পরম উল্লাষ হৈল অযোধ্যা ভুবনে।
রাম লক্ষ্মণ আর ভরত শত্রুঘ্ন
চারি পুত্র হৈল রাজার আনন্দিত মন।
বিশ্বামিত্র মহামুনি আইল অযোধ্যা নগরে
মিথিলায় গিয়া বিভা দিল শ্রীরামেরে।
সীতারে দিলেন বিভা জনক মহর্ষি
চারি ভাই বিভা করি অযোধ্যায় বসি।
রাম রাজা করিবেন দিবেন ছত্র দণ্ড
কৈকেয়ী মহাদেবী তায় পাড়িল পাষণ্ড।
বাপের সত্য পালিতে শ্রীরাম গেলেন বন
সঙ্গেতে আইলেন বনে জানকী লক্ষ্মণ।
আদ্য কাণ্ডে জন্ম হৈল সীতা কৈল বিভা
অযোধ্যা কাণ্ডে বনবাস ভরতে রাজ্য দিয়া।
অরণ্য কাণ্ডে সীতা হারাইল মহাশয়.
কিষ্কিন্ধ্যায় বালিবধ কটকসঞ্চয়।

সুন্দরা কাণ্ডে সেতুবন্ধ কটক হৈবে পার
লঙ্কা কাণ্ডে রাবন রাজা সবংশে সংহার।
সাত কাণ্ডের যত কীর্ত্তি উত্তর কাণ্ডে পড়ে
উত্তর কাণ্ড গাইলে তবে রামায়ন নিবড়ে।
সাত কাণ্ডের যত কথা কহিল হনুমান
সম্পাতি পক্ষির পাখা হইল প্রমান।
সম্পাতি বলেন শুন যত বানরগন
সীতারে লইয়া গেল পাপিষ্ঠ রাবন।
দক্ষিন মুখে যখন আমি মাথা তুলিয়া দেখি
অশোকের বনে দেখি সীতা চন্দ্রমুখী।
নানা বর্ণে রাক্ষসী সীতারে করে রক্ষা
শতেক যোজনের পথ সাগর পরিক্ষা।
এক লাফে পার হও সকল বানর
সীতা দেবী দেখিয়া সকলে যাহ ঘর।
মহাবল বীর তোমরা না করিহ চিন্তা
সাগর পার হৈয়া তোমরা দেখ গিয়া সীতা।
সম্পাতির বচনে বানর দক্ষিন মুখে চাই
দশ যোজন বই আর দেখিতে না পাই।

এক দৃষ্টে বানরকটক চাহে ঊর্দ্ধশ্বাসে
দেখিতে না পায় বানর সম্পাতি পক্ষী হাসে।
জাম্বুবান উঠিয়া বলে বৃদ্ধ বৃহস্পতি
আমার বচন শুন পক্ষী সম্পাতি।
শতেক যোজনের পথ সাগর পাথার
বানর হৈয়া কেমনে সাগর হৈবে পার।
অনেক কালের পক্ষী অনেক বয়স
সাগর তরিতে তুমি কহ উপদেশ।
সম্পাতি বলে বানরগণ শুন সাবধানে
অপূর্ব এক কথা পড়িয়া গেল মনে।
সুপারশ্ব পুত্র মোর হিমালয়ে বৈসে
নিত্য আসিয়া থাকে আমার উদ্দেশে।
হিমালয় পর্ব্বতে আমার পরিবার
তথা থাকিয়া পুত্র মোর যোগায় আহার।
নিত্য আহার মোর আনেত বিহানে
আর দিন আনে পুত্র বেলা অবসানে।
ক্ষুধায় বিকল আমি দহে কলেবর
কোপে সুপারশ্বে আমি ভর্ৎসিলাম বিস্তর।

ধার্ম্মিক পুত্র মোর ধর্ম্মে বড় বশ ।
সকল কথা মোর তরে কহিল সুপারশ্ব ।
আহার লইয়া বাপা আসিতে বিহান বেলে
কাহার স্ত্রী রাবণ রাজা লৈয়া যায় বলে ।
কাল বর্ণ রাবণ রাজা গৌর বর্ণে নারী
মেঘের উপর যেন বিদ্যুত সঞ্চারী ।
রাম লক্ষ্মণ বলিয়া কন্যা কান্দিছে বিস্তর
দুই পাখে আগুলিলাম দুই প্রহর ।
মুখের সনে রাবণেরে থুইতাম উদরে
রাবণ পাইল রক্ষা স্ত্রীবধের ডরে ।
এত যদি সুপারশ্ব মোরে কহে কথা
তখনি জানিলাম আমি সেই রামের সীতা ।
এখনি আসিবে পুত্র বনে মহাবল
পৃষ্ঠে করি পার করিবে সকল বানর ।
তিন ভাগ সাগরের জল দুই পাখে যোড়ে
এক ভাগ সাগরমাত্র থাকে ডিঙ্গাবারে ।
এক ভাগ সাগরের জলমাত্র দেখি
বানর পার করিবে কোন কার্য্যে লিখি ।

ক্ষনেক থাক সুপারশ্ব আসিবে এখন
হেনকালে সুপারশ্ব আইল ততক্ষন।
দুই ঠোঁট মিলিয়া যায় বানর গিলিবারে
ডরে বানর থাকে গিয়া সম্পাতির আড়ে।
সম্পাতি বলে বানর মোর করিয়াছে উপকার
পৃষ্ঠে করি বানরে সাগর কর পার।
সুপারশ্ব বলে লঙ্ঘিতে নারি পিতার বচন
আমার পৃষ্ঠেতে চড় সব বানরগন।
অঙ্গদ বলে পক্ষিরাজ আমার কথা শুনি
এক বানর সাগর তরিয়া সীতার বার্ত্তা জানি।
দেবতার পুত্র মোরা দেব অবতার
কিকারনে পক্ষী এত তোমারে দিব ভার।
সম্পাতি বলেন আমি রামের কার্য্য করি
রামায়ন শুনিয়া হৈল পাখা দুই সারি।
নুতুন পাখা হইল দেখিতে সুন্দর
রামজয় বলিয়া ডাকে সকল বানর।

দেখিয়া বানরগনে লাগে চমৎকার
রামজয় স্মরনে আমরা সাগর হব পার।
বানর সম্ভাষিয়া পক্ষী উড়িল আকাশে
দুই পাক্ষা মারিয়া গেল আপনার দেশে।
বাপে পোয়ে পক্ষিরাজ গেলত উত্তর
কটক লৈয়া গেল অঙ্গদ দক্ষিন সাগর।
কীর্ত্তিবাস রচিল গীত অমৃতের ভাণ্ড
এত দূরে সমাপ্ত হইল কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ড।

রামায়ণ।

শ্রীরামচন্দ্রায় নমঃ।

অথ সুন্দরা কাণ্ড অভিলিখ্যতে।

কাপে পোয়ে পক্ষিরাজ গেলেন উত্তর
কটক লইয়া অঙ্গদ গেল দক্ষিণ সাগর।
তর্জ্জন গর্জ্জন বানর ছাড়ে সিংহনাদ
সাগরের ঢেউ দেখিয়া গনিল প্রমাদ।
দিগ্বিদিগ না চিনিল গগনমণ্ডল
হিল্লোল কল্লোল করে সাগরের জল।
জলজন্তু কলরব করে সাগরের পানি
ত্রিভুবনের ছায়া যেন দেবের দাপিনী।

জলজন্তু সব দেখি পর্ব্বতপ্রমাণ
সাগরের কূল চাপিয়া বানরের দেয়ান।
সাগর দেখিয়া বানর পাইল তরাস
মহাবীর অঙ্গদ তারে করিছে আশ্বাস।
বিষাদে বিক্রম টুটে বিষাদেতে মরি
বিষাদ ঘুচালে ভাই সর্ব্বত্রেতে তরি।
সুখে নিদ্রা যাও আজি সমুদ্রের কূলে
সাগর তরিব কালি অতি বিহান বেলে।
সাগরের কূল চাপিয়া রহিল বানর
রহিবারে পাতা লতায় সাজাইল ঘর।
সাগরের কূলে বানর বঞ্চে সুখে রাত্রি
প্রভাতে একত্র হইল সকল সেনাপতি।
যোড়হাতে দাণ্ডাইল অঙ্গদের আগে
অঙ্গদ কহিছে বার্ত্তা শুন বীরভাগে।
দৈবদোষে লঙ্ঘিলায় রাজার শাসন
কোন বীর ঘুচাইবে বানরের বন্ধন।
ব্রহ্মার হাতের অমৃত ছলে কোন জনে
ইন্দ্রের হাতের বজ্র কোন জনে আনে।

অগ্নি হইতে সূর্য্যের রশ্মি কোন জনে হরে
চন্দ্রের শীতল রশ্মি কে আনিতে পারে।
এত কর্ম্ম করিতে পারে যাহার শকতি
আপন বিক্রম দেখাইয়া রাখুক খেয়াতি।
সীতার বার্ত্তা জানিয়া আইলে সভে হই সুখী
তাহার প্রসাদে গিয়া স্ত্রী পুত্র দেখি।
এত যদি বলিলেক কুমার অঙ্গদ
ভয় পাইয়া বানর সব হইল নিঃশব্দ।
সৈন্য সামন্ত যত সঙ্গেতে প্রচুর
নিতি নিতি জিজ্ঞাসেন আপনি ঠাকুর।
রাজা হইয়া বারেবারে জিজ্ঞাসে অঙ্গদ
উত্তর না দেও কেন হইলে নিঃশব্দ।
অঙ্গদের বোলে বানর সাগর নেহালি
আকাশে পাতালে উঠে সাগর কলকলি।
সাগরের ঢেউ যেন পর্ব্বতপ্রমাণ
দেখিয়া বানর সভার উড়িল পরাণ।
অঙ্গদ বলে বানরকটক না কর বিসাদ
কোন বীর লইবে আইস রাজপ্রসাদ।

কোন বীর সুগ্রীবেরে সত্যে করিবে পার
কোন বীর করিবে শ্রীরামের উপকার ।
কোন বীর করিবে জাতিরে অব্যাহতি
সীতার বার্ত্তা দিয়া আজি রাখহ খেয়াতি ।
অঙ্গদের বচন বানর লঙ্ঘিতে না পারে
আপন বিক্রম বানর সব কহে ধিরেধিরে ।
গয় নামে সেনাপতি যমের নন্দন
তেঁহ বলে ডিঙ্গাইব দশ যোজন ।
গবাক্ষ নামে বানর বলে তাহার সহোদর
আমি পারি কুড়ি যোজন লঙ্ঘিতে সাগর ।
সরভ নামেতে বলে প্রধান সেনাপতি
চলিশ যোজন লঙ্ঘিবারে আমার শকতি ।
তাহার সহোদর বলে গন্ধমাদন
আমি লঙ্ঘিবারে পারি পঞ্চাশ যোজন ।
মহেন্দ্র নামে বানর বলে সুসেনকোঙর
আমি লঙ্ঘিবারে পারি ষাটি যোজন সাগর ।
তাহার ভাই দেবেন্দ্র বলে বীর অবতার
সত্তরি যোজন লঙ্ঘিব সাগর পাথার ।

বিশ্বকর্ম্মার পুত্র বলিছে মহাশয়
আশী যোজন লঙ্ঘিব সাগর বরুণ আলয়।
অগ্নির পুত্র অগ্নি বলে বীর অবতার
নই যোজন লঙ্ঘিব আমি সাগর পাথার।
তারক নামে বীর বলে রাজার ভাণ্ডারি
বিরানই যোজান সাগর লঙ্ঘিবারে পারি।
ব্রহ্মার পুত্র ভাল্লুক বলে ব্রহ্মজ্ঞান
হাসিয়া উত্তর করে মন্ত্রী জাম্বুবান।
যৌবন কালের বল না টুটে বার্দ্ধক্যে
যৌবন কালের কথা কহি শুন বীরভাগে।
বলিরে ছলিতে গোসাঞি হইলেন বামন
তিন পায় যুড়িলেন প্রভু এ তিন ভুবন।
পৃথিবীতে যত বীর আছিল প্রবীন
তারা সব গোসাঞের পায় হইল প্রদক্ষিন।
জটায়ু পক্ষির সঙ্গে উড়িলাম অপার
গোসাঞের চরনে প্রদক্ষিন হইলাম তিনবার।
বুড়া হইলাম বল টুটিল সাগর লঙ্ঘিতে নারি
পচাঁনই যোজন সাগর তবু লঙ্ঘিবারে পারি।

শত যোজন লঙ্ঘিলে সিদ্ধ হয় রামের কায
পাঁচ যোজন নাগিয়া পাই এত বড় লাজ।
এত যদি বলিলেন মন্ত্রী জাম্বুবান
অভিমানে বানর কোপে বীর হনুমান।
অভিমানে বাক্য নাহি অঙ্গদ কোপে জ্বলে
সাগর তরিতে পারি আপনার বলে।
এক লাফ দিয়া আমি পড়িব গিয়া লঙ্কা
আসিবারে পারি নারি তারে করি শঙ্কা।
রাজভোগে বাড়াইল বাপ নাহি দিল শ্রম
তেকারণে নাহি জানি আপন বিক্রম।
সাগর তরিতে পারি আসিতে শঙ্কা করি
বৃদ্ধগমনে গেলে সুগ্রীবের ঠাঁই মরি।
সাগর তরিতে মোর নাহি সেনাপতি
আপন বিক্রম দেখাইয়া রাখহ খ্যাতি।
অঙ্গদের কথা শুনি জাম্বুবান হাসে
রাজা হইয়া বল তুমি আমারে না বাসে।
বালি রাজার বিক্রম বাপু ত্রিভুবনে জানি
তার হইতে অধিক তব বিক্রম বাখানি।

একবারের কার্য্য থাকুক শতেকবার
আসিতে যাইতে পার সাগরের পার।
রাজা হইয়া তুমি কেন করিবে এত শ্রম
তুমি গেলে কটকের নাহিক নিয়ম।
তুমি কটকের মূল আমি সব ডাল
মূল থাকিলে ডাল ফল পাব সর্ব্ব কাল।
ঝড়ে বৃক্ষ ওপাড়ে পল্লব নাহি রহে
মূল থাকিলে পল্লব পুনরায় হয়ে।
কোন বীরের তরে নাহি বাড়ায় তব বাপ
কোন বীর লঙ্ঘিবেক তোমার প্রতাপ।
যত বানর দেখ তোমার ঘরের সেবক
কত নফর আছে তোমার কার্য্যের সাধক।
বসি আজ্ঞা কর তুমি বানরের রাজ
সেবক হইতে তোমার সিদ্ধ হবেক কায।
অঙ্গদ বলে ফিরে২ লাগিল বিচার
এক বীর নাহি বলে সাগর হইব পার।
সাগর তরিতে পারি আসিতে শঙ্কা করি
বৃদ্ধগমনে গেলে সুগ্রীবের ঠাঁই মরি।

সংশয় জীবন আমার নিশ্চয় মরণ
সাগর লঙ্ঘিবে তোমরা দেখ বানরগণ।
সকল বানর উঠিয়া করে যোড়হাত
তুমি কেন লঙ্ঘিবে সাগর বানরের নাথ।
রাজার বেটা রাজা তুমি ইন্দ্রের বড় নাতি
আপনি মহামতি তুমি যুদ্ধে বৃহস্পতি।
বালি রাজার শোক পাসুরেছি তোমাদরশনে
এক তিল রহিতে নারি তোমার বিহনে।
জাম্বুবান বলে ছাড় অঙ্গদ বচন
যে সাগর লঙ্ঘিবে তাহা করহ শ্রবণ।
অভিমানে বাক্য নাহি বীর হনুমান
কটকের ভিতর আছে নেঙল প্রমাণ।
কটকে আছে হনুমান কেহ নাহি দেখি
তাহার উপর পড়িল জাম্বুবানের আঁখি।
কাহার মুখ চাহ তুমি বীর হনুমান
আমার বচনে বাচা কর অবধান।
হনুমানে জাম্বুবানে দুই জনে সম্ভাষ
সুন্দরা কাণ্ডে সুন্দর গীত গাইল কীর্ত্তিবাস।

জাম্বুবান বলে রাজা তুমি মহাবলী
রাজকার্য্য কর রাজা কেন পাত চোলী।
অঙ্গদ বলে ভাল বলিলে মন্ত্রী জাম্বুবান
কোন গুণ নাহি ধীরে বীর হনুমান।
জাম্বুবানের বচনে আর অঙ্গদের বোলে
কেহ হাতে ধীরে তার কেহ করে কোলে।
জাম্বুবান বলে বীর কর অবধান
মন দিয়া শুন ইহার জন্মের বিধান।
কুঞ্জর কন্যা নামে ছিল স্বর্গ বিদ্যাধরী
বিশ্বামিত্রের শাপে কন্যা হইল বানরী।
কুঞ্জর নামে বানরির হইল কোঙরী
সেই কন্যা বিবাহ করিল বানর কেশরী।
মলয় পর্ব্বতের উপর কেশরীর ঘর
অঞ্জনা লইয়া কেলি করে নিরন্তর।
চৈত্রমাস প্রবেশে যখন বসন্তসময়
হেনকালে পবন গেল পর্ব্বত মলয়।

মলয় বসন্ত বায় বাহজে পবন
কামেতে হরিয়া লইল অঞ্জনার মন।
অঞ্জনার রূপে তার পুড়িতেছে হৃদয়
লঙ্ঘিতে না পারে ঘরে কেশরী দুর্জ্জয়।
মলয় বসন্ত বায় অঞ্জনা ব্যাকুল
ঋতুস্নান করিতে গেল নর্ম্মদার কুল।
সন্ধান পাইয়া গেল দেবতা পবন
বলে ধরি অঞ্জনারে করিল রমণ।
অঞ্জনা বলেন পবন করিলে জাতিনাশ
দেবতা হইয়া তোমার বানরী বিলাষ।
দেবতা হইয়া তুমি করিলে কোন কর্ম্ম
কোন কার্য্যে নষ্ট কৈলে পতিব্রতা ধর্ম্ম।
পবন বলে আর কিছু না বল অঞ্জনা
তোর রূপ দেখে পুরুষ পাসরে আপনা।
সব কোপ সম্বরিয়া অঞ্জনা যাহ ঘরে
দুর্জ্জয় মহাবীর হবে তোমার উদরে।
আমার বীর্য্যেতে যেই হইবেক কুমার
আমার অধিক গতি হইবেক তার।

এতেক বলিয়া পবন গেল নিজ স্থানে
আঠার মাসে প্রসব হইল বীর হনুমানে।
অমাবস্যার দিনে হইল হনুমানের জনম
জন্মমাত্রে সেই দিনের শুনহ বিক্রম।
জন্মিয়া মায়ের কোলে করে স্তনপান
রাঙ্গা বর্ণে সূর্য্য উদয় প্রত্যুষ বিহান।
রাঙ্গা ফল জ্ঞান করি ধরিতে কৌতুকে
মায়ের কোলে হইতে লাফ দিল অন্তরীক্ষে।
পর্ব্বত এড়িয়া সূর্য্য লক্ষ যোজন
লক্ষ যোজন এক লাফে উঠিল গগন।
লক্ষ যোজন বীর উঠিল আকাশে
সূর্য্যেরে ধরিতে বীর গেল সূর্য্যের পাশে।
অমাবস্যা সূর্য্যগ্রহন হয় যেই দিনে
রাহু ধাইয়া আইসে সূর্য্য গিলিবার মনে।
হনুমানে দেখি রাহু পলায় তরাসে
পলাইয়া গেল রাহু ইন্দ্র দেবের পাশে।
একালে ইন্দ্র মোর ঘুচাইল বিষয়
সূর্য্যেরে গিলিতে রাহু আইল দুর্জ্জয়।

আর রাহুর কথা শুনি ইন্দ্রের বিরস
সূর্য্য গিলিতে এত বড় কাহার সাহস।
ঐরাবতে চড়িয়া আইল দেবপুরন্দর
তোমারে দেখিল গিয়া সূর্য্যের গোচর
তোমার মূর্ত্তি দেখিয়া হইল ইন্দ্রের তরাস
সূর্য্যেরে এড়িয়া পাছে মোরে করে গ্রাস।
সিন্দূরে শোভিত করে ঐরাবতের মুখ
তাহা দেখি হনুমানের বাড়িল কৌতুক।
সূর্য্যেরে এড়িয়া যায় ঐরাবত ধরিতে
ত্রাস পাইয়া ইন্দ্ররাজ বজ্র নিল হাতে।
ক্রোধ হইলে লোক আপনা পাসরে
বিনি অপরাধে ইন্দ্রবজ্র মারিল শিরে।
অচেতন হনুমান হইল বজ্রঘাতে
হনুমান পড়ে সেই মলয়া পর্ব্বতে।
লক্ষ যোজন হইতে পড়ে মলয় শেখরে
হনুমান নাম তেঞি বাপ মায় ধরে।
যৌবন কালেতে আমি ছিলাম প্রবীনে
গোসাঞের চরণে তিনবার হইলাম পদক্ষিণ।

তুমি কাহে বল টুটিল নিকট মরণ
আপনারে নারি পারি কি করি পালন।
যাহার বিক্রমে লোক করেত ভরসা
সেই লক্ষন জিয়ে তার বিক্রম প্রসংশা।
ও সীতার বার্ত্তা জানিয়া আইস হনুমান।
চিন্তিত বানর সব কর পরিত্রান
নানা পর্ব্বতের বানর থাকে নানা দেশে।
তোমার বিক্রম যেন দেশে গিয়া ঘোষে।
তোমাহেন বীর থাকিতে পাই এত চিন্তা
রঘুনাথে তুষ্ঠ কর উদ্ধারিয়া সীতা।
হনু বলে কহিলে মোর জন্মের বিচার
মন দিয়া শুন আমি কহি আরবার।
প্রভাষ নামে তীর্থ আছে খ্যাতি মহীতলে
মুনি সব স্নান করে সেই নদির জলে।
শবল নামে দুষ্ঠ হস্তী দীর্ঘল দশন
দন্তাঘাতে চিরি মারিল অনেক মুনিগণ।

ভরদ্বাজ মহা ঋষি তপের প্রধান
দন্ত মারি ধায় হস্তী মুনির নিতে প্রান।
ত্রাস পাইয়া পলায় মুনি আওদড় চুলি
মুনি রাখিতে গেল আমার বাপ মহাবলী।
আমার বাপের মুর্ত্তি দেখিতে ভয়ঙ্কর
এক লাফে পড়িল গিয়া হস্তীর ওপর।
দুই চক্ষু ওপাড়ে তার নখের আচড়ে
দুই হাতে টানিয়া দুই দন্তওপাড়ে।
দন্ত ওপাড়িয়া তার পেটে দিল দন্ত
দন্তাঘাতে হস্তীর সব লুকাইল অন্ত।
হাতি মারি গেল বাপা মুনির সমাঝে
মুনি বলে হাতি মারিল এই বানররাজ।
নিত্য আমি এই হস্তী মুনি সব মারি
হেন হস্তী মারিলেক বানর কেশরী।
আপন ইচ্ছায় কর স্নান তর্পন
একা বানর নির্ভয় করিল মুনিগন
তার বাক্যে তুষ্ঠ হইল মুনির সমাঝে
যেই ইচ্ছা বর মাগ শুন বানররাজে।

কেশরী বলে বর যদি দিবেক নিশ্চয়
তোমার বরে হওক আমার উত্তম তনয়।
মুনি সব বলে তুমি চাহিলে যে বর
ত্রৈলোক্য বিজয়ী হবে তোমার কোঙর।
বর পাইয়া মুনিরাজে কৈল নমস্কার
মলয় পর্ব্বতে গেল যথা পরিবার।
অঞ্জনা নামে মা আমার হইল বানর কুলে
ঋতুস্নান করিতে গেল নর্ম্মদার কূলে।
সন্ধান পাইয়া হোথা দেবতা পবন
ঝড়ে বস্ত্র উড়াইল দিল আলিঙ্গন।
এইমে কারণে হইলাম পবননন্দন
সভার ভিতরে লাজ্জার দিস কিকারণ।
তুমিত কাহার পুত্র মন্ত্রী জাম্বুবান।
সভাকার বার্ত্তা কিছু জানে হনুমান।
যত যত আসিয়াছে প্রধান সেনাপতি
কেবা না জানহ কহ কাহার মাতা সতী।
রামের কার্য্যের তরে না করি বিসম্বাদ
বিসম্বাদ করিলে রামের কার্য্য হয় বাদ।

বানরকটকে আজি দিলাম অভয় দান
অঙ্গদ বীরের আজি ঘুচাইব মান।
শতেক যোজন সাগর যেন দেখি আমি তুমি
শতবার পার হইব আমি মহাবলী।
অন্তরীক্ষে পড়িব গিয়া কনক লঙ্কাপুরী
রাবণ মারি উদ্ধারিব সীতাত সুন্দরী।
তোমা সভায় না থুই আমি জুঝিবার আসে
সীতা দেবী আনে দিব শ্রীরামের পাশে।
পরমহরিষে থাক না করিহ চিন্তা
রাবণ মারি পৃষ্ঠে করি আনি দিব সীতা।
অঙ্গদ বলে যত বল কিছু নহে আন
ত্রিভুবনে বীর নাহি তোমার সমান।
সুগন্ধি পুষ্পের মালা গন্ধে মনোহর
হনুমানের গলে দিল সকল বানর।
বড় বড় বানরের দেখিয়া কাকুতি
সাগর তরিবে হনুমান মহামতি।
পৃথিবী সহিতে নারে হনুমানের ভর
সমুদ্র তরিতে উঠে পর্বত শেখর।

পর্ব্বত বাহে বানর সব হইয়া একচাপ
সিংহ ব্যাঘ্র পলাইল পর্ব্বতিয়া সাপ।
চল্লিশ যোজন হইল বীর চক্ষুর নিমিষে
হনুমানের শরীর গিয়া ঠেকিল আকাশে।
অষ্টলোকপাল বন্দে ওমা মহেশ্বর
কুবের বরুন বন্দে দেব পুরন্দর।
ব্রহ্মা বিষ্ণু বন্দে বীর জগতের কর্ত্তা
অঞ্জনা কেশরী বন্দে পবন বন্দে পিতা।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ সীতা বন্দে এক ভাবে
উদ্দিশে প্রনাম করে রাজাও সুগ্রীবে।
নমস্কার আলিঙ্গন দিল জনেজনে
দক্ষিণ মুখে বৈসে সাগর তরিবার মনে।
বানরকটকে করে রামজয় কার
অবিঘ্নে বানর তুমি সাগর হবে পার।
ওভলেজ করিয়া সারিল দুই কান
এক লাফে আকাশে উঠিল হনুমান।
দুড়দুড় শব্দে ধায় পবনে করিয়া ভর
লেজের সাটে উপাড়ে কত গাছ পাথর।

এক দৃষ্টে বানরকটক সাগর নেহালে
দেখিতে না পায় বানর কত দূর গেলে।
তিনভাগ সাগর গেছে আছে এক ভাগ
সুরমা সাপিনী তার পথে পাইল লাগ।
দেবতার পুরে বৈসে সুরমা সাপিনী
নাগ লোকের তিনি হয়ন গোসাঞিনী।
দেবতা গন্ধর্ব্ব আর যত পাতাল বাসী
সুরমা সাপিনীর ডরে সবেত বিকঘী।
বিকট মূর্ত্তি ধরে সুরমা দেবগণের বোলে
হনুমানে গ্রাসিতে গিয়া গগন মণ্ডলে।
নাগিনী বলে বিকট মোর দেখহ বদন
মোর ঠাঁই পড়িলে এখন পবননন্দন।
আয়া পাইলে গিলিব যাইবে কোন দেশে
নতুবা আসিয়া মুখে করহ প্রবেশে।
বিকট মূর্ত্তি দেখিয়া হনুমানের লাগে ডর
যোড়হাত করিয়া বলে পবন কোঙর।
রঘুনাথের কার্য্যে যাই সীতার উদ্দিশে
তুমি করিবে হেনযুক্তি নাই আইসে।

কৃপা যদি না করিবে পড়িব শঙ্কটে
আসিবার কালে যাইও দশন নিকটে।
সীতার বার্ত্তা জানিয়া আসি লঙ্কার ভিতর
পাছে মোর যে কর তারে নাহি ডর।
নাগিনী কহে মোর ঠাঁই নাহিক এড়ান
বজ্রদন্তে চিরিয়া করিব খানখান।
হনু বলে কোন মুখে করিবে ভক্ষণ
মুখ মেল দেখি তোর মুখের পত্তন।
এত বলি হনুমান চারি দিগে চায়
দশ যোজন মুখখান দেখিবারে পায়।
কুড়ি যোজন হইল বীর এড়াবার তরে
ত্রিশ যোজন মুখ করিয়া আইসে গিলিবারে।
চল্লিশ যোজন হইল বীর পাইয়া তরাস
নাগিনী মুখখান কৈল যোজন পঞ্চাশ।
ষাটি যোজন হইল বীর পর্ব্বততনুখান
সত্তুর যোজন নাগিনী করিল মুখখান।
ত্রাস পাইয়া হইল বীর যোজনেক আশী
নই যোজন মুখ করিয়া রহিল রাক্ষসী।

শতেক যোজন হইল বীর শুভে পরিমান
সওয়া শত যোজন হইল নাগিনির মুখখান।
এড়াইতে নারি বীর চিন্তে উপদেশ
শরীর টুটাইয়া করে অতি বড় শেষ।
লেগুল পুমান হইয়া প্রবেশিল মুখে
কর্ণের বাটে বাহির হইয়া চলে অন্তরীক্ষে।
হাসিয়া বলে তোর মুখে এড়াইলাম আমি
তোমার আজ্ঞা পালিলাম বিদায় দেও তুমি।
রাক্ষসমূর্ত্তি এড়িয়া সুন্দর মূর্ত্তি ধরে
নিজ কথা কহিয়া বলে হনুমানের তরে।
সুরসা নাগিনী আমি বৈসি সুরপুরে
তোমা পরিক্ষিতে আমি আইলাম এত দূরে।
নাগিনী সম্বাধিয়া বীর তিলেক নাহি রহে
শ্রীরাম স্মরিয়া বীর বেগে পুনঃ বাহে।
পবনগমন বীর চলে দুড়দুড়
জলের ভিতর থাকিয়া চিন্তিল সাগর।
সূর্য্যবংশে সাগর খুলিয়া করিল পাথার
সূর্য্যবংশের কার্য্যে বানর সাগর হয় পার

রহিবারে স্থান নাহি করিল সাহস
হনুমানে স্থান দিলে থাকে নাম যশ ।
ভাবিয়া চিন্তিয়া সাগর যুক্তি করিল সার
মৈনাক পর্ব্বত বলি পাড়িল হাঁকার ।
সাগর বলে শুন হিমালয়ের নন্দন
ইন্দ্রের ভয়েতে মোর পশিলে শরণ ।
এত কাল করিলাম তোমার আযাদন
তোমার শেখরে জিরাইবে পবননন্দন ।
রঘুনাথের কার্য্যে যায় সীতার সম্ভাষণ
ইহার সাহয্য চিন্ত হিমালয়নন্দন ।
এত বচন পর্ব্বতেরে বুঝায় সাগর
জলে হইতে ওঠে পর্ব্বত সহস্র শেখর ।
সোনার পর্ব্বত গোটা সোনার হীরে পাকা
যার শরীরে পাপ থাকে তারে না দেয় দেখা ।
আচম্বিতে পর্ব্বত ওঠে হনুমান চিন্তে
নাহি জানি কেমন হইয়াছে আচম্বিতে ।

অন্তরীক্ষে রহে পর্ব্বত জলের উপরে
মনুষ্যরূপ ধরিয়া বলে হনুমানের তরে।
পবনগমনে যাহ বানর মহাশয়
অবগতি কর আমি দিব পরিচয়।
হিমালয়নন্দন আমি সাগরজলে বসি
তোমা রাখিবারে আমায় সাগরের ঋষি।
সাগর পাঠাইয়া দিল তোমা রাখিবারে
বিশ্রাম করহ তুমি আমার শেখরে।
নানা ফল ফুল খাও মধুর সুস্বাদ
বিশ্রাম করহ তুমি দূচুক অবসাদ।
মিথ্যা কথা বলি মনে না করিহ শঙ্কা
অর্দ্ধেক পথ আসিয়াছ অর্দ্ধেক আছে লঙ্কা।
হনু বলে পর্ব্বত থাক পৃথিবীমণ্ডলে
ডুবিছেন পর্ব্বত কেন সাগরের জলে।
মৈনাক বলেন সভার পূর্ব্বে ছিল পাক্ষা
যেই রাজ্যে পড়িল তাহার নাহি রক্ষা।
সৃষ্টি নাশ হইয়া আইসে পর্ব্বতের ভরে
বজ্র হাতে পাক্ষা কাটে দেব পুরন্দরে।

পাক্ষা কাটি পর্ব্বত সব করিল অচল
আমার পাক্ষা কাটিতে আইল ইন্দ্র মহাবল।
প্রাণভয়ে পলাইনু পাইয়া ইন্দ্রের ডর
কোন স্থানে থাকি স্থান নাহিক আমার ।
হেনবেলা তোমার বাপ বহে দারুন ঝড়ে
ঝড়ে উপাড়িয়া মোরে সাগরজলে পাড়ে।
সাগরে পশিলাম আমি ইন্দ্র বাহুড়ে
পাক্ষা কাটা না গেল আমি উড়িলাম ঝড়ে।
হনু বলে তোমার চরণে আমার মিয়লী
তোমার আজ্ঞা না লঙ্ঘিব ছোয়াব অঙ্গুলি।
প্রতিজ্ঞা করিলাম আমি জাতির মণ্ডলে
অবিলম্বে পার হইব সাগরের জলে।
কোন চিন্তা নাহি রামের চরণপ্রসাদে
সহস্র যোজন লঙ্ঘিব কোন অবসাদে।
পর্ব্বতবলে তোমার বাপে করা আমার উপকার
অবিলম্বে বানর তুমি সাগর হও পার॥
দেখা দিলেন পর্ব্বত ইন্দ্রের ছাড়িয়া ডর
স্বর্গে থাকি ডাক দিয়া বলেন পুরন্দর॥

আমার ছাড়িয়া ভয় হনুমানে দিলে দেখা
অভয় দান দিলাম তোমায় না কাটিব পাখা।
ইন্দ্র হইতে মৈনাক পাইল অভয় বর
সহস্র শেখর গেল সমুদ্রভিতর।
পর্ব্বত সম্ভাষিয়া বীর তিলেক নাহি রহে
লঙ্কারে সাজিয়া যায় ঝড় যেন বহে।
তিন ভাগ সাগর গেছে এক ভাগ আছে
হেনকালে গেল বীর সিংহিকার কাছে।
সিংহিকা রাক্ষসী বৈসে সাগরের জলে
হনুমানে রাখিলেন গগনমণ্ডলে।
ঝনঝনা পড়ে যেন রাক্ষসী তর্জ্জন
আগে হইতে নারে বীর চিন্তে মনেমন।
সুগ্রীব রাজা বলিয়াছে আসিবার কালে
সিংহিকা রাক্ষসী আছে সাগরের তলে
কোন যুক্তে রাক্ষসির করিব সংহার
হনুমান শরীর করিল পর্ব্বত আকার।
হনুমানে দেখে তখন কুপিল রাক্ষসী
তর্জ্জন গর্জ্জন করে দেখিয়া ভয় হাসি।

ছয় শত যোজন হইল আড়ে পরিসর
বার শত যোজন শরীর উভেতে দীর্ঘল ।
তিন শত যোজন করিল ওষ্ঠ অধর
নাভিপথ হইতে দেখে অকুল উদর ।
অর্দ্ধেক শরীর জলে অর্দ্ধেক আকাশে
দেখি বীর হনুমানের লাগিল তরাসে ।
ছোট মূর্ত্তি হইয়া তার প্রবেশে উদরে
পেট চিরি অন্তরীক্ষে উঠিল সত্বরে ।
বিপরিত ডাক ছাড়ি ত্যজিল পরাণ
হনুমানে দেবগণ করিছে বাখান ।
দেবগণ না আসিত রাক্ষসীর ডরে
হেন রাক্ষসী মারিল হনুমান বানরে ।
প্রাণ ছাড়ি রাক্ষসী জলের উপর ভাসে
সাগর তরিল বীর বেলা অবশেষে ।
চারি দণ্ড বেহান বেলা সাগর পার হইল
পার হইয়া এক বৃক্ষে দেখিতে লাগিল ।

ত্রিকূট পর্ব্বতের ওপর কনকলঙ্কা পুরী
অমরাবতী স্বর্গে যেন ইন্দ্রের নগরী।
এইমত গেল বীর লঙ্কার ভিতর
আমারে দেখিতে রাক্ষস আসিবে বিস্তর।
পার হইয়া চিন্তে বীর বল নাহি টুটে
আর সহস্র যোজন এড়াইতে নাহি আঁটে।
গড়ের ভিতর প্রবেশিল পবননন্দন
বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মিত দেখে অদ্ভুত রচন।
হেনকালে সম্মুখেতে দেখিল প্রচণ্ডা
বাম হাতে খর্পর কাতি দক্ষিণ হাতে খাণ্ডা।
দুই চক্ষু দেখি যেন দুই দিবাকর
ব্রহ্ম অগ্নি হেন তেজ দেখিতে ভয়ঙ্কর।
লোল জিহ্বা বিকট দশন পৃষ্ঠে জটাভার
হাঁড়িয়া মেঘের বর্ণ দেখিতে সুসার।
ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধান গলায় মুণ্ডমালা
মানিক কুণ্ডল কর্ণে যেন চন্দ্রকলা।
দেখিয়া চিন্তিত হইল বীর হনুমান
যোড়হাতে বলেন দেবির বিদ্যমান।

শাস্ত্রে শুনিয়াছি আমি চামুণ্ডার কথা
শিবের প্রেয়সী তুমি কেন আছ হেথা।
তোমারে দেখিয়া আমি বড় পাইলাম ডর
কিকারনে আছ যাতা লঙ্কার ভিতর।
চামুণ্ডা বলিল আমি ভোলানাথের সতী
মহাদেবের আজ্ঞায় মোর লঙ্কায় বসতি।
বিধাতা নির্ম্মায় যখন কনকলঙ্কা পুরী
সেই কাল হইতে আমি লঙ্কা রক্ষা করি।
জিজ্ঞাসা করিলাম আমি মহাদেবের স্থানে
কত দিন থাকিব লঙ্কায় তোমার বচনে।
মহাদেব বলেন তুমি থাক অনেক কাল
যত দিন নাহি হয় রাম অবতার।
আপনি জন্মিবেন বিষ্ণু দশরথের ঘরে
রামের সীতা আনিবে রাবন লঙ্কার ভিতরে।
সীতা অন্যাসনে রাম পাঠাইবেন চর
শুনিয়াছি তাহার নাম হনুমান বানর।
রামের দূত দেখিবা যখন বীর হনুমান
সেইক্ষনে লঙ্কা ছাড়ি আসিবে আমার স্থান।

সেই হইতে রাখি আমি কনকলঙ্কা পুরী
রামের দূত না দেখিলে যাইতে না পারি ।
কাহার সেবক তুমি কোথা তোমার ঘর
কিমতে তরিলে তুমি অগাধ সাগর ।
হনুমান বলে আমি শ্রীরামের কিঙ্কর
সুগ্রীবের পাত্র আমি পবনকোঙর ।
সীতা অন্বেষণে আইলাম লঙ্কার ভিতর
শ্রীরামের দূত আমি তরিলাম সাগর ।
হনুমানের কথা শুনি চামুণ্ডার হাস
হনুমানে লঙ্কায় দেখি গেলেন কৈলাশ ।
হেনকালে হনুমান ধায় বনেবন
গুবাক নারিকেল দেখে অতি সুশোভন ।
কোকিলের কলরব ভ্রমরঝঙ্কার
নানা পক্ষী কলরব শুনিতে সুন্দর ।
দীর্ঘী সরোবর দেখে নির্ম্মল তার জল
নানা পক্ষী কেলি করে পদ্ম উৎপল ।
চারি ভিতে লঙ্কাপুরী বেড়িল সাগর
দেবগণের গতি নাই লঙ্কার ভিতর ।

ভিতরে সোনার প্রাচীর বাহিরে লোহার
গগনমণ্ডলে চূড়া লাগিল তাহার।
রাবণের প্রতাপে দুর্জ্জয় লঙ্কা পুরী
বানরকটকে তাহা কি করিতে পারি।
এত দূর আসিতে পারে কাহার শকতি
এখানে আসিতে পারে চারি ব্যক্তি।
সুগ্রীব রাজা আসিতে পারে বীর অবতার
অঙ্গদ যুবরাজ আসিতে পারে আর।
আর আসিতে পারে নীল সেনাপতী
মুই আসিতে পারি অন্যের নাই শকতি।
যেই কার্য্যে আসিয়াছি আগে দেখি সীতা
শেষেতে করিব তবে এই সব চিন্তা।
কেমনেতে ভাণ্ডাইব দুর্জ্জয় রাক্ষসগণ
কেমনে না চিনে মোরে রাজা দশানন।
কেমনে বেড়াব কনকলঙ্কা পুরী
কেমনে চিনিব আমি সীতাত সুন্দরী ।
রামের প্রেয়সী সীতা কভু নাহি দেখি
কেমনে চিনিব আমি সীতা চন্দ্রমুখী।

হাস পরিহাস যথা বচন চাতুরী
ইহার মধ্যে না থাকিবেন সীতাত সুন্দরী।
সর্ব্ব স্থল চক্ষে লোহ আছে মলীন বেশে
সেইমে রামের সীতা যুক্তি হেন তাইমে।
সীতারে দেখিতে যদি হয় জানাজানি
যে হওক সে হওক করিব হানাহানি।
সূর্য্য অস্ত গেল যখন বেলা অবসান
ভিতর গড়ে প্রবেশ করিল হনুমান।
চন্দ্র উদয় করিয়া ওঠে গগনমণ্ডলে
ভালমতে হনুমান লঙ্কা নেহালে।
চালের উপর শোভা করে সুবর্ণের বারা
চারি ভিতে শোভা করে মুকুতার ঝারা।
ধ্বজা পতাকা সব প্রতি ঘরে ওড়ে
রাজার ঘর পাত্রের ঘর কিছু নাহি নড়ে।
আপন ইচ্ছায় হনুমান নানা মায়া ধরে
দেওন প্রমান হইয়া বুলে ঘরে২।
অতি সুশোভন বিভীষনের আওয়াস
আর আওয়াস চাহিল মহোদর মহাপাশ।

শুক্লজিহ্বা বীদ্যুৎজিহ্বা আর বীদ্যুৎমালী
শুক সারনের ঘর দেখি মহাবলী।
কুমার সকলের ঘর দেখিল সারারাতী
একে২ দেখে যত লঙ্কার বসতি।
মিত্রের ঘরে সীতার না পাইল উদ্দেশ
রাজ অন্তপুরে বীর করিল প্রবেশ।
রাজার দ্বারেতে দেখে দ্বারি প্রহরি
দুর্জ্জয় রাক্ষস সব নানা অস্ত্রধারী।
পুষ্পক রথখান দেখে বিচিত্র নির্ম্মান
তার উপর লাফ দিয়া উঠিল হনুমান।
সেই রথে সারথি আছে দেবতা পবন
পিতা পুত্রে দেখা শুনা হইল দুই জন।
পুত্র সম্ভাষিয়া গেল আপন স্থান
রাবনের ঘরে প্রবেশ করিল হনুমান।
রাবন রাজা শুয়ে আছে রত্নময় খাটে
রাজার ঘর আলো করে দশটা মুকুটে।
রাজার গায়ে অভরন দেখিল প্রচুর
দীপ্ত করি মেঘ যেন পড়িছে চিকুর।

নিদ্রা যায় রাবণ রাজা শৃঙ্গার অবসাদে
কস্তুরী কুঙ্কুম রাজা শোভে মৃগমদে।
চারি ভিতে দেবকন্যা মধ্যেতে রাবণ
আকাশের চন্দ্র যেন শোভে তারাগণ।
যত কন্যার এক ঠাঁই লাগিল সভার গলা
এক সূত্রে গাঁথা যেন পারিজাতের মালা।
খোল করতাল কার বীণা বাঁশি কোলে
নিদ্রায় অচেতন কেহ লোটায় ভূমিতলে।
দেব দানব গন্ধর্ব্ব রাক্ষস মানুষী
রাবণের ঘরে আছে পরম রূপসী।
নীলবর্ণ রাবণ রাজা পীত বস্ত্র পরি
পৃথিবী ঘুরিয়া যেন সূর্য্য মন্দাগিরি।
রাবণের কোলে দেখে পরম সুন্দরী
ময়দানবের কন্যা দেখে রাণী মন্দোদরী।
সোহাগে আগুনী সে রত্নে বিভূষিতা
তারে দেখি বলে বীর এই দেবী সীতা।
রামগুণে পুরুষ নাহিক ত্রিভুবনে
সীতা দেবী রাবণ ভজিবে নাহি লয় মনে।

দশরথের বধূ সীতা জনককুমারী
হেন সীতা রাবণ ভজিবে মনে নাহি করি।
একেএকে সকল স্ত্রী করিল নিরীক্ষণ
সীতার লক্ষণ তথা না দেখে একজন।
কুড়ি চক্ষু মুদিয়া নিদ্রা যায় লঙ্কেশ্বর
ঘরের ভিতর প্রবেশিয়া বানরের ডর।
রাজার অন্তঃপুরে সীতার না পাইয়া উদ্দেশ
আর ঘরে গিয়া বানর করিল প্রবেশ।
যে ঘরে রাবণ রাজা করে মধুপান
সেই ঘরে প্রবেশ করিল হনুমান।
ভক্ষ্যঘরে গিয়া বানর দেখে নানা ভক্ষ্য
মনুষ্য পশুর মাংস দেখে লক্ষলক্ষ।
আওয়াসে২ সীতার না পাইল দরশন
প্রাচীরে বসিয়া কান্দে বীর হনুমান।
কোনখানে চাহিলাম না করিতে বিচার
ঘরেঘরে দেখিলাম কুৎসিত আকার।

জিতেন্দ্রিয় বানর আমি পাপে নাই মন
উলঙ্গ উন্মত্ত যত করে নিরীক্ষন।
সীতা চাহি অর্দ্ধ রাত্রি করিল জাগরণ
অনেক ভ্রমনে বীর না পায় অন্যাসন।
বল বুদ্ধি বিক্রম মোর প্রভুর ভকতি
সকল নষ্ট করিল পক্ষিরাজ সম্পাতি।
তার বাক্যে ভর করি লঙ্ঘিলাম সাগর
সীতা চাহি বেড়াইলাম লঙ্কার ভিতর।
লঙ্কায় হইতে নাহি করিব গমন
এই লঙ্কা পুরে আমি ত্যজিব জীবন।
কান্দিতে কান্দিতে বীর ছাড়িল নিশ্বাস
সুন্দরকাণ্ড রচিল পণ্ডিত কীর্ত্তিবাস।

কান্দিতে২ বীর দেখে আচম্বিতে
নানা বর্ণে অশোকবন পুষ্পের সহিতে।
প্রাচীরে বসিয়া বীর অশোকবন নেহালে
নানা বর্ণে অশোকবনের জ্যোতি নিকলে।

লঙ্কা দেখিনু অশোকবন নাহি চাহি
অশোকবনে আছে কিবা সীতাত বৈদেহী।
চক্ষুর লোহ মুছিয়া বীর হইল সুস্থির
অশোকবনে প্রবেশিল হনুমান বীর।
শিংশপার গাছ বীর দেখে ওহুতর
তাহার ওপর লাফ দিয়া ওঠিল বানর।
গাছেতে ওঠিয়া বীর বন নেহালে
নানা বর্ণে গাছ দেখে শোভে ফল ফুলে।
রাঙ্গা বর্ণে কত গাছ দেখিতে সুন্দর
মেঘ বর্ণে কত গাছ দেখিতে মনোহর।
ঠাঁই ঠাঁই দেখে তথা সোনার নাটশালা
দেবকন্যা লইয়া রাবণ তথা করে খেলা।
নানা বর্ণে বৃক্ষ দেখে নানা বর্ণে লতা
মনে চিন্তে হনুমান হেথা আছেন সীতা।
চেড়ী সব দেখে তথা ভয়ঙ্কর অঙ্গ
পর্ব্বতপ্রমান তাদের হাতে লোহার ডাঙ্গ।
কেহ কালী কেহ গৌরী কোন চেড়ী বিলী
তাল খাজুরগাছে জিনিয়া কাহার চুলী।

আগুদতচুল কার মাতা জুড়িয়া নাক
কঁকালাস মূর্ত্তি কার সকল মাতা চাক।
হাতে মুখে লাগিয়াছে রক্তের মড়মড়ি
ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি সব রাবনের চেড়ী।
নানা অস্ত্র ধরিয়াছে মাগুা ঝিকিমিকি
চেড়ী সব ঘিরিয়াছে সুন্দর জানকী।
গায়ে মলা পড়িয়াছে ওপবাসে দুর্ব্বলা
দ্বিতীয়ার চন্দ্র যেন দেখি হীন কলা।
চন্দ্রের জ্যোতি দেখে যেন সূর্য্যের প্রকাশ
রামরাম বলিয়া সীতা ছাড়েন নিশ্বাশ।
রামরাম বলিয়া সীতা করিছেন ক্রন্দন
সীতা দেবী চিনিলেন পবননন্দন।
সীতার রূপ দেখি কান্দে বীর হনুমান
অনুমানে বলিল মত হইল বিদ্যমান।
ইহা লাগিয়া মরণ এড়ায় বানর কোটি
ইহা লাগিয়া শূর্পনখার নাক কাণ কাটী।
ইহা লাগিয়া চৌদ্দ সহস্র রাক্ষস মরে
ইহা লাগিয়া জটায়ু পক্ষী মারে লঙ্কেশ্বরে।

ইহা লাগিয়া কবন্ধ পড়ে ঘোর দরশন
ইহা লাগি রাম সুগ্রীবে হইল মিলন।
ইহা লাগি বানর গেল দেশ দেশান্তর
ইহা লাগিয়া একেশ্বর লঙ্ঘিলাম সাগর।
ইহা লাগি লঙ্কায় বেড়াইলাম রাতারাতি
এইসে রামের প্রিয়া সীতা রূপবতী।
সীতার দুঃখ দেখিয়া কান্দে বীর হনুমান
অনুমান করিলাম যত দেখিনু বিদ্যমান।
দশ দিগ আলো করে সীতা দেবির রূপে
ইহা লাগি কান্দেন রাম সীতা দেবির তাপে।
রাক্ষসগণেরে মারি কিবা আপনি মরি
সীতা দেবির দুঃখ আর দেখিতে না পারি।
রাম সীতা বাখানে বীর গাছের ডালে চড়ি
কীর্ত্তিবাস এ সকল রচিল নাচাড়ি।

দুই প্রহর রাত্রে ওঠে রাজা রাবন
নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে ওপর গগন।

সুশীতল বায়ু বহে অতি মনোহর
ধবল রজনী দেখি বিচিত্র সুন্দর।
মধুপানে রাবণ রাজা হইল কামাতুর
রাবণ বলে চল যাই সীতার অন্তঃপুর।
রাবণের সঙ্গে চলে দশ হাজার নারী
রূপে আলো করে রাজার কনকলঙ্কা পুরী।
চামর ঢুলায় কেহ হাতে জলের ঝারি
সুগন্ধি নারায়ন তৈল দেওটি সারি সারি।
দশ হাজার স্ত্রী লইয়া আইল রাবণ
অশোকবন হইল যেন স্বর্গ ভুবন।
হনুমান বলে রাবণ করিল আগুসার
আজি বুঝিব রাবণ সীতায় কেমন ব্যবহার।
কুড়ি চক্ষে রাবণ রাজা চারি দিগে চাহে
সীতার কাছে আছি আমি কভু ভাল নাহে।
গাছের আড়ে গেল যার পাতাত প্রচুর
আপনা লুকাইয়া দেখে বানর চতুর।
নারীগন সঙ্গে গেল সীতার সমুখে
গাছের আড়েতে থাকি হনুমান দেখে।

কি বলে রাবণ রাজা কি বলে জানকী
শুনিতে আগু সরে বীর পরম কৌতুকী।
দুই পা থুইল গাছের ডালের ওপর
শরীর বাড়াইয়া গেল সীতার গোচর।
রাবনে দেখিয়া সীতা কাঁপিল অন্তরে
মলিন বস্ত্রে ঢাকেন সীতা সকল শরীরে।
দুই হাতে দুই স্তন ঢাকিল জানকী
লাজে রূপ ঢাকিতে চাহে রূপ না হয় লুকী।
রাবন বলে সীতা দেবী কারে তোমার ডর
দেব দানব আসিতে নারে লঙ্কার ভিতর।
বলে ধরি আনিয়াছি ত্রাস পাইয়াছ মনে
রাক্ষসের জাতি ধর্ম্ম বলে ছলে আনে।
ত্রিভুবন জিনিয়া তোমার হাস্য বদন
পদ্মেতে ভ্রমর যেন করে মধুপান।
দুই কর্ণে শোভে তোমার রত্নের কুণ্ডল
দেখিতে নবনীত প্রায় শরীর কোমল।
মুষ্টেতে ধরিতে পারি তোমার কাঁকালি
হিঙ্গুলে মণ্ডিত তোমার চরণের অঙ্গুলি।

রামের সেবা করিয়া তোমার জন্ম গেল দুঃখে
মোর স্ত্রী হইয়া তুমি থাক নানা সুখে।
অল্প দিন আছে রামের অল্প জীবন
ভোকে শোকে বেড়ায় রাম করে পথ শ্রম।
এখন রাম আছে তোমার মনে হেন বাসে
বনের ভিতর তারে খাইল রাক্ষসে।
মোর বানে সুমেরু মন্দার নাহি ধরে টান
মানুষ বেটা রাম তারে কত বড় জ্ঞান।
দেব দানব আদি করি যতেক গন্ধর্ব্ব
সংগ্রামে করিলাম চুর সভাকার গর্ব্ব।
কিছু বুদ্ধি নাহি তোমার অবোধিনী সীতা
সর্ব্ব লোকে তোমারেত কে বলে পণ্ডিতা।
শৃঙ্গার শাস্ত্র জানি আমি বিবিধ বিধানে
তুমি আমি কেলি সীতা করিব দুই জনে।
নানা রত্ন পূর্ণিত আছে আমার ভাণ্ডার
আজ্ঞা কর সীতা দেবী সে সকল তোমার।
আমি তোমার সেবক হই তুমিত ঈশ্বরী
তোমার আজ্ঞা পাইলে লইয়া যাই অন্তঃপুরী

সীতার পায় পড়িয়া রাবন করিছে ব্যগ্রতা
কোপ ত্যজি মোর কথা শুন দেবী সীতা।
কার পায় নাহি পড়ে রাজা দশাননে
দশ মাথা লোটাইলাম তোমার চরনে।
রাবনের বচনে সীতা কুপিল অন্তরে
কোপেতে রাবনে সীতা বলেন ধিরেধিরে।
অধার্ম্মিক নহি আমি রামের সুন্দরী
জনকরাজার কন্যা দশরথের বধুয়ারী।
রাবনে পাছ করিয়া বৈসে অতি ক্রোধি মনে
আপন ইচ্ছায় গালি পাড়ে রাবন রাজা শুনে।
তোর কাছে পণ্ডিত আছে তোরে বুঝায় হিত
পণ্ডিতে কি করিবে তোর পাপ চরিত।
শৃগাল হইয়া তোর সিংহেরে খায় সাদ
সবংশে মরিবে তুমি রামের সনে বাদ।
তোর প্রানে সহিতে নারিবে রামের বান
শৃগাল হইয়া পলাইবে রামের পাইয়া ঘ্রান।
অমৃত খাইয়া যদি হইস অমর
তবু রামের ঠাঁই তুমি না পাইবে নিস্তার।

লঙ্কার প্রাচীর ঘর তোর অহঙ্কার
রামের বাণে পুড়িয়া হইবে ভস্ম অঙ্গার।
সাগরের গর্ব্ব করিস সাগর তোর গড়
রামের বাণের তেজে রাবণ সাগর দিবে তড়।
এত দূর রাবণ তোরে আমি বলি হিত
আমা দিয়া রামের সনে করহ পীরিত।
যদি বা রামের সনে না কর পীরিত
রঘুনাথের হাতে তোর নাহি অব্যাহতি।
আমার সেবক তুমি কহিলে আপনি
সেবক হইয়া কোথা লঙ্ঘে ঠাকুরাণী।
যার পায় পড়ি রাবণ সেই গুরু জন
পায় পড়ি বলিস কেন কুৎসিত বচন।
সত্য পালিতে প্রভু করিল বনবাস
ক্রোধে শাপ দিলে এখন সত্য হয় নাশ।
কিসের তরে রাবণ মোরে বলিস মধুর বাণ
তোর শক্তি ভুলাতে নারিবে রামের ঘরণী।
রাম প্রাণনাথ মোর রাম দেবতা
রাম বিনা অন্য পুরুষ নাহি জানে সীতা।

এত যদি সীতা দেবী বলিলেন রোষে
মনে সাত পাঁচ এখন রাবণ বিমরিষে।
আসিবার কালে আমি বলেছি বচন
এক বৎসর সীতার করিব পালন।
বৎসরের তরে তোরে দিয়াছি আশ্বাস
বৎসরের ভিতর তোর যায় দশ মাস।
আর দুই মাস তোরে সহিবে দশকন্ধ
দুই মাস গেলে তোর যে থাকে নির্ব্বন্ধ।
সীতা বলে রাবণ রাজা না বল কুৎসিত
আমা লাগি মরিবে তুমি দৈবের লিখিত।
বিষ্ণু অবতার রাম তুমি নিশাচর
গরুড় বায়স দেখ অনেক অন্তর।
অনেক দূর অন্তর রাবণ কাঁজি অমৃত পানে
অনেক দূর অন্তর দেখ লোহা আর কাঞ্চনে।
অনেক দূর অন্তর হয় ব্রাহ্মণ চণ্ডাল
অনেক দূর অন্তর হয় সাগর আর খাল।
রাম হইতে অন্তর তোরে দেখি অনেক দূর
রাম সিংহ দেখি যেন তোমার কুকুর।

এত যদি বলিলেন কর্কশ বচন
সীতা কাটিতে খাণ্ডা হাতে করিল রাবন।
হাতে করি লইল বীর খাণ্ডা এক ধারা
ঘুড়ি চক্ষু ফিরায় যেন আকাশের তারা।
এই খাণ্ডায় কাটিয়া করিব দুইখানি
আর যেন নাহি বল দুরক্ষর বাণী।
দশ সহস্র স্ত্রী আছে রাবনের আড়ে
আড়ে থাকি স্ত্রী সব সীতারে চক্ষু ঠারে।
তবু ভয় নাহি করে রামের সুন্দরী
রাবনেরে ভৎসে তখন রাণী মন্দোদরী।
দেবতা গন্ধর্ব্ব নহে জাতি যে মানুষী
কত বড় দোষ প্রভু সীতাত করসী।
সীতারে দেখিয়া রাবন কামে অচেতন
খাণ্ডা ফেলি বলে ধরিতে চলিল রাবন।
কামে অচেতন রাবন ধরিতে চায় বলে
মন্দোদরী হাতে ধরি বলে হেনকালে।
নল কুবেরের শাপ পাসরিলে মনে
বলে শৃঙ্গার করিলে তুমি মরিবে পরানে।

নেওটিল রাবন রাজা রানীর পুবোধে
চেড়ী সব মারিতে যায় পাইয়া বড় ক্রোধে।
চেড়ী সভাকে ডাকে রাবন যার যেই নাম
ধাইয়া যাইয়া চেড়ী সব করিল পুনাম।
নিদয়া নিঠুরা আইল পুভাষা দুর্ম্মুখা
সীতার বার্ত্তা পাইয়া আইল রাঁড়ি শূর্পনখা।
অশ্বমুখী বজুধারী আইল চিত্যক্ষয়া
ধার্ম্মিক ত্রিজটা আইল রাক্ষসী সরমা।
কাম কথা কহে রাবন চেড়ী সভার কানে
চাল মতে বুঝাও সীতায় রাত্র আর দিনে।
কর্কশবাক্য না বলিহ বলিহ পিরীতি
চাল মতে বুঝাইয়া লইবে অনুমতি।
ঘরে গেল রাবন রাজা ঠেকাইয়া চেড়ী
সীতারে মারিতে সভে করে হুড়াহুড়ি।
চেড়ী সব বলে সীতা শুন হিতবাণী
রাবনহেন স্বামী তুমি না পাইবে পুনী।

অল্প দিন ধরে রায় অল্প জীবন
চৌদ্দ যুগ রাজ্য করিবে রাজাত রাবন।
সীতা বলে অল্প দিন অল্পই জীবন
সেইসে আমার স্বামি কমললোচন।
সীতার কথা শুনিয়া কুপিল সব চেড়ী
কার হাতে খাণ্ডা মুষল কার হাতে বাড়ি।
তোর লাগিয়া রাজার কাছে এত দুঃখ পাই
সকল চেড়ী মেলিয়া আজি তোরে খাই।
সব চেড়ী ধাইয়া যায় সীতা মারিবারে
দুই হাত পাতিয়া সীতা পাজু হইয়া পড়ে।
পাজু হৈয়া পড়ে সীতা অশোক গাছের গুড়ি
তবুত সকল চেড়ী মারিতে যায় বাড়ি।
দেখি শুনি হনুমান থাকে গাছের আড়ে
চেড়ীগনে মারিব বলি মনে তোলপাড়ে।
মনে ভাবি চেড়ী মারি করিব পাতক
চেড়ীর কোপে মারি আজি রাক্ষসকটক।
চেড়ী সভায় বুঝি আগে বাক্য অবসান
পিছে নহে চেড়ী সভার বধিব পরান।

নির্দয়া নিঠুরা বলে প্রভাষা রাক্ষসী
কাটি বেনে সীতার আর কিসের তরে তুমি।
না শুনিল সীতা আমা সভার বচন
সীতারে কাটিয়া মাংস করিব ভক্ষণ।
ভালং করিয়া ওঠিল অশ্বমুখী
প্রভাষার কথা শুনি হইলাম বড় সুখী।
শূর্পনখা রাঁড়ি তবে বলে নিষ্ঠুর বানী
গলায় নখ দিয়া বেটির বধিব পরানি ।
তোর দেওর বেটা মোর কাটিল নাক কান
এই কোপে আজি তোর লইব পরান।
আর চেড়ী আসিয়া বলে নাম বজ্রধারি
চুলে ধরি সীতারে দিল চাকভাঁওরি।
মারিতে কাটিতে চাহে কার নাহি ব্যথা
স্বামীর প্রাণে কতসয় কান্দেন দেবী সীতা।
কাপড় না সম্বরে সীতা কেশ নাহি বন্ধে
শোকেতে ব্যাকুল ভুমি লোটায়া কান্দে।
হনুমান মহাবীর আছে গাছের ডালে
সেই গাছ ধরিয়া সীতা কান্দেন তার তলে।

কোথা গেলে প্রভুরাম কৌশল্যা শাশুড়ী
অপমান করে মোরে রাবনের চেড়ী।
আজি যদি প্রভুরাম লঙ্কার ভিতর আইসে
রাক্ষস মারিতে পারেন চক্ষুর নিমিষে।
এত দুঃখ পাই আমি প্রভু যদি শুনে
লঙ্কা পুরী খানং করিতে পারেন বানে।
হেনকালে অন্তরীক্ষে থাকে এক চর
মোর দুঃখ কহে গিয়া প্রভুর গোচর।
আমার চক্ষুর জল নাহিক বিশ্রাম
লঙ্কা পুরীর অপমান করুন শ্রীরাম।
গৃধিনী শুকিনী আহার করুক আকাশে
শৃগাল কুক্কুর তুষ্ট হউক রাক্ষসের মাসে।
সীতা দেবীর শাপ হইল লঙ্কার বিনাশ
সুন্দরকাণ্ড রচিল পণ্ডীত কীর্ত্তিবাস।

ত্রিজটা রাক্ষসী বুড়ী রাত্রি জাগিতে নারে।
কুস্বপ্ন দেখিয়া বুড়ী উঠিল সত্বরে।

শয্যায় বসিয়া বুড়ী ত্রাস পাইল মনে
সীতারে বেড়িয়া যারে সব চেড়ীগনে।
ত্রিজটা বলেন সীতা দশরথের বধূ
যে সীতারে মারে সে আপনারে খাও।
সীতার দুঃখ নাহি দুঃখ হইল অবসান
সীতা রাখি স্বপ্ন শুনিতে আইস মোর স্থান।
সীতা এড়ি চেড়ী গেল ত্রিজটার পাশ
ত্রিজটা স্বপ্ন কহে শুনিতে তরাস।
রক্তবস্ত্র পরিয়া আইল কান্দিয়াছেন বুড়ী
রথে হইতে রাবনে পাড়ে গলায় দিয়া দড়ি।
কুম্ভকর্ণের গলায় দড়ি মুখে কালি চুন
লঙ্কা পুড়িয়া অঙ্গার হইল দেখিনু স্বপন।
রাম লক্ষ্মন দেখি যায় ধনুক বান হাতে
সীতা উদ্ধারিয়া যায় চড়িয়া পুষ্পক রথে।
স্বপ্ন দেখিনু সভার নাহিক নিস্তার
লঙ্কার পড়িল এখন ঘোর মহামার।

শুনিয়া গাছের ডালে হনুমান হাসে
স্বপ্ন প্রত্যক্ষ করিব আজিকার দিবসে।
হনুমান বলে সব চেড়ী ঘরে গেল
সীতা সম্ভাসিতে মোরে এই বেলা হইল।
গাছের ডালে হনুমান সীতা ভূমিতলে
কি বলিয়া সম্ভাসিব মনে যুক্তি বলে।
রামের দূত বলিলে নহিব প্রয়োজন
আমার কারনে সীতা হইব বন্ধন।
তবেত সকল কার্য্য হইবে নৈরাস
অসম্ভাসে গেলে হবে রামের বিনাশ।
শাত পাঁচ হনুমান ভাবেন আপনি
আপনাআপনি কহে শ্রীরাম কাহিনী।
রামরাম বলিয়া সীতা করিছেন ক্রন্দন
রামের কথা কহে বীর পবননন্দন।
যজ্ঞশীল দানশীল দশরথ রাজা
দেব লোক নর লোক সভে করে পূজা।
জ্যেষ্ঠপুত্র রাম বধূ সীতাত সুন্দরী
রামের অগোচরে রাবন সীতা কৈল চুরি

সীতা চাহি বেড়াইতে সুগ্রীবের সনে ভটে
সুগ্রীবে রাজ্য দিলেন মারি বালি জোষ্ঠ।
হেন রঘুনাথ তোমার জানেন কুশল
মাতা তুলি দেখ মাতা সেবক বৎসল।
মাতা তুলি সীতা দেবী সে গাছ নেহালে
এক বিঘত বানর দেখেন সেই গাছের ডালে।
সীতা হনুমান হইল দুই জনে দরশন
যোড়হাতে মাতা লোটায় পবননন্দন।
সীতা বলেন অভাগিকে বিধাতা পাসণ্ডী
রাবনের দূত হইয়া আমায় কেন ভাণ্ডী।
ত্রিভুবনের মায়া জানে পাপিষ্ঠ রাবন
বানররূপেতে আমায় করে সম্ভাষান।
দশমাস করি আমি শোক উপবাস
আমার সঙ্গে রাবন কেন কর উপহাস।
স্বরূপেতে হও যদি রঘুনাথের চর
আমার বরেতে তুমি হইবে অমর।
অগ্নিতে না পুড়িবে তুমি অস্ত্রে নাহি জিণ্ডী
রণে বনে রক্ষা করিবে পার্ব্বতী চণ্ডী।

তোমার কণ্ঠে সরস্বতী হউক অধিষ্ঠান
সীতার বরে অমর তথা হইল হনুমান।
কি নাম বানর তোমার বৈস কোন দেশে
কোন কার্য্য করিলে বাপের সংশয় প্রবেশে
মৃগ মারিতে গেল প্রভু না জানি কুশল
আমারে চাহিয়া প্রভু হইবেন দুর্ব্বল।
রামের দূত হইলে রামের যুক্তি শুনি
তোমার মুখে শুনিলাম প্রভুর কাহিনী।
হনুমান বলে রাম গুনের সাগর
আকৃতি প্রকৃতি রামের সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর।
শালগাছ যেন রামের শরীর সোসর
আজানুলম্বিত বাহু নাভীত গভীর।
তিলফুল জিনি নাশা শ্রীগণ্ড কপাল
ঢলমল ধ্যান রাম বিস্ময়ে বিশাল।
দুর্ব্বাদলশ্যাম রূপে গজেন্দ্র গমন
কন্দর্প জিনিয়া রূপ মোহিত মদন।
অনাথের নাথ রাম সর্ব্ব জীবে গতি
তাঁহার গুন কহিতে পারে কাহার সঙ্কতি।

রায়ের সেবক আমি নাম হনুমান
সর্ব্ব কথা কহিলাম কর অবধান।
রত্নমৃগী দেখিলে তুমি পরমসুন্দর
মারীচ রাক্ষস সেই রাবণের চর।
রায়ের বাণে মারীচ হারাইয়া প্রাণ
তোমারে জানাইয়াছিল রায়ের কল্যাণ।
তোমার দুরক্ষরে ঘর ছাড়িল লক্ষ্মণ
শূন্য ঘর পাইয়া তোমায় হরিল রাবণ।
পর্ব্বত শেখরে বসি বানর পঞ্চ জন
কাপড় চিরিয়া তথা ফেলিল আভরণ।
সেই আভরণ দিলাম রঘুনাথের স্থানে।
বিস্তর কান্দিলেন রাম ভাই দুই জনে।
আছাড় খাইয়া রাম লোটায় ভূমিতলে
বানর রাজা সুগ্রীব তাঁরে আশ্বাসিয়া তোলে।
সুগ্রীব সত্য করিলেক তোমা করিতে উদ্ধার
বালি রাজা মারিয়া তারে দিল রাজ্যভার।
সপ্তদ্বীপের বানর আইল সুগ্রীব আশ্বাসে
চতুর্দ্দিগে গেল বানর তোমার উদ্দেশে।

এক মাসের তরে রাজা করিল নির্ণয়,
মাসেক অধিক হইলে জীবন সংশয়।
পাতালে প্রবেশ করিলাম মহা অন্ধকার
মরিবারে বানর সব যুক্তি করিল সার।
সম্পাতি নামে পক্ষীরাজ গরুড় নন্দন
তার মুখে শুনিলাম তোমার বিবরণ।
সিন্ধুগিরি পর্ব্বতে সম্পাতির পাইল দেখা
রামং বলিতে তার ওঠে দুই পাখা।
তার বাক্য ভর করি লঙ্ঘিলাম সাগর
বাহির ভিতর মোর হইল গোচর।
রাবনের চর বলি না কর বিস্ময়
স্বরূপে রামের দূত কহিলাম নিশ্চয়।
আমার বচনে যদি না পাতি যায় হিয়া
শ্রীরামের অঙ্গুরী লহ হাত পাতিয়া।
গাছে থাকি অঙ্গুরী দেয় পবননন্দন
তলে থাকি সীতা দেবী করেন নিরীক্ষণ।
রামের অঙ্গুরী পাইয়া প্রত্যয় হইল চিত্তে
অঙ্গুরী লইলেন সীতা পাতিয়া দুই হাতে।

বুকে বুলাইয়া সীতা শিরে করি বন্দে
শ্রীরামের অঙ্গুরী পাইয়া সীতা দেবী কান্দে।
যোগ সিন্ধু মহারাজা জনক নামেতে রাজা
আমি সীতা তাহার নন্দিনী
দশরথ সুত রাম আমি বিভা কৈলাম
ঘটক তাহার বিশ্বামিত্র মুনি।
বিবাহের বৎসর আছিলাম শ্বশুর ঘর
চৌদ্দ বৎসর বনবাস
রাবনের বিষম চেড়ী হাতে লইয়া যেতের বাড়ি
নিতি নিতি করি উপবাস।
হরষিত যত প্রজা আনন্দিত মহারাজা
আদেশিল দিতে ছত্রদণ্ড
কুব্জী দিল কুমন্ত্রণা কেকৈয়ী করিল মান
রাজার ঠাঁই পাড়িল পাসণ্ড।
রাজর্ষির নন্দিনী শ্রীরামের ঘরণী
মোরে বন্দি কৈল নিশাচর
সুন্দর কাণ্ডে সুন্দর গীত কীর্ত্তিবাস পণ্ডিত
বিরচিল পাঁচালি অনুসার।

বিভীষণ ধার্ম্মিক ছিল রাবণ সহোদর
মোর লাগি রাবণেরে বুঝাইল বিস্তর।
অরবিন্দ নামে রাক্ষস ধর্ম্ম অধিষ্ঠান
আমা দিতে রাবণেরে বুঝাইল বিধান।
বিভীষণের কন্যা আনন্দা নাম ধরে
তার মা পাঠাইয়া দিল আমার গোচরে।
তার ঠাঁই শুনিলাম বারতার সার
বিনা যুদ্ধে বানর মোর নাহিক উদ্ধার।
সুগ্রীবেরে জানাইয় আমার বিবরণ
রামের ঠাঁই জানাইয় আমার মরণ।
হনু বলে মোর পৃষ্ঠে কর আরোহন
তোমা লইয়া যাইব যথা শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
কোন মৃগ হইব মাতা কোন হইব পক্ষী
কোন আরোহণে যাবে শুন চন্দ্রমুখী।
সীতা বলেন বানর তুমি বিঘতপ্রমাণ
মনুষ্যের ভার কেমনে সহিবে হনুমান।
সীতার কথা শুনি বীর হনুমান হাসে
আশী যোজন হইল বীর চক্ষুর নিমিষে।

দশ যোজন হইল বীর আছে পরিসর
সত্তরি যোজন হইল উভেতে দীঘল।
দীর্ঘল নেজ কৈল বীর যোজন পঞ্চাশ
হনুমানের নেজ গিয়া ঠেকিল আকাশ।
তোমার পৃষ্ঠে বানর আমি কেমনে হব স্থির
সাগরে পড়িলে খাইবে হাঙ্গর কুম্ভীর।
পরপুরুষ ছুইতে না লয় মোর মন
সবমাত্র বলে ধরিয়ে আনিয়াছে রাবণ।
রাবণ চুরি কৈল মোরে তোমরা করিবে চুরি
রাবণ মারি উদ্ধারহ তবে পুরস্কারী।
তোমার দুর্ব্বল শরীরে আমার লাগে ডর
আপন সমুদ্র বাড়া পবনকোঙর।
আশী যোজন শরীর লাগিল অন্তরীক্ষে
আপন সমুদ্র বাড়া রাবণ পাছে দেখে।
সীতার কথা শুনিয়া বীর করে অনুমান
ততক্ষনে হইল বীর বিন্দুপ্রমাণ।

সীতা বলে হনুমান পবনকোঙর
তোমার বিক্রমেতে আমার লাগে ডর।
লক্ষ্মণেরে জানাইয় আমার কল্যাণ
তাসভার বিক্রম আর কিসের বাখান।
ঋষিকুলে জন্মিয়া পড়িলাম সূর্য্যকুলে
এইসে আছিল মোর লিখনকপালে।
রামহেন স্বামি মোর আছে বিদ্যমান
তার স্ত্রী রাক্ষসে করে অপমান।
সুগ্রীবেরে জানাইয় আমার কাকুতি
যত কিছু আছে তার সৈন্য সেনাপতি।
দুই মাস জীবন তার এক মাস যায়
মাসেক গেলে বানর মোর জীবন সংশয়।
দুই মাসের তরে রাবন দিয়াছে প্রানদান
মাসেক গেলে কাটিয়া করিবে খানং।
আমি মৈলে তোমাসভার বৃথাই গমন
যদি ঝাট আইস তবে রহিবে জীবন।
সীতা দেবীর শুনে বীর করুনে বচন
চক্ষুর লোহে ভিতে বীর পবননন্দন।

নিদর্শন দেহ মোরে যাইব ত্বরিতে
এক মাসের ভিতরে তুমি আনিব আচম্বিতে।
মাতা হইতে সীতা খসাইয়া দিল মনি
মন দিয়া তার ঠাঞী কহিল কাহিনী।
এক মাসের ভিতর যদি করহ উদ্ধার
তোমার কল্যাণে সীতা জীয়ে একবার।
আর কি কহিব কথা প্রভুর চরণে
ইন্দ্র সুত কাক মোর আচড়িল স্তনে।
কাক মারিতে প্রভু যুড়িল ঐষিক বান
খেদাড়িয়া যায় কাকের বধিতে পরান।
ইন্দ্রের স্থানে কাক গিয়া পসিল স্মরণ
ঐষিক বান তবে হইল ব্রাহ্মন।
ব্রাহ্মণ হইয়া বান গেল ইন্দ্রের ঠাঁই
শ্রীরামের বান আমি জয়ন্ত কাক চাই।
রামের বান দেখিয়া ইন্দ্র উঠিল ততক্ষণ
কর যোড়ে বানের আগে করিল স্তবন।
বান বলে মোর ঠাঞি নাহিক এড়ান
ত্রিভুবনে ব্যর্থ না যায় শ্রীরামের বান।

বানের গর্জ্জন শুনি ত্রাস পুরন্দর
জয়ন্ত কাক আনি দিল বানের গোচর।
রামের ঠাঁঞি আনিয়া দিল বিন্ধি এক আঁখি
করুণ সাগর প্রাণে না মারিল পাখী।
এত অপরাধে তারে না মারিল প্রাণে
ত্রিভুবনে পুরুষ নাহি শ্রীরামের গুণে।
রাম হেন পুরুষ যার আছে বিদ্যমান
তার স্ত্রীর রাক্ষসে এত করে অপমান।
মাতার উপর তুলিয়া বান্ধিল মাতার মনি
দেশেরে চলিল বীর করিয়া মেলানি।
মেলানি করিয়া বীর যখন দেশে আইসে
মনে সাত পাঁচ বীর হনুমান ভাসে।
আচম্বিতে আইলাম যাব আচম্বিতে
হরিষ বিষাদ কিছু না থাকিব চিতে।
রঘুনাথের নফর আমি সাগর হইলাম পার
রাবনের তরে কিছু দেখাব চমৎকার।
সীতার হরিষ জন্মাইব রাবনের তরাস
কনকলঙ্কা পুরী আজি করিব বিনাশ।

মুনি মানিকে বান্ধিয়াছে অশোক গাছের গুঁড়ি
অশোকবনে হনুমান চলিল গুড়ি২।
সীতা বলেন এক কথা পড়িল স্মরণ
অমৃতের ফল বানর করহ ভক্ষণ।
হাত পাতি লইল বীর পরম কৌতুকে
ফল পাইয়া হনুমান তুলিয়া দিল মুখে।
অমৃতসমান সেই অমৃতের ফল
ফল খাইয়া হনুমান হইল বিকল।
কোথায় তাহার গাছ কহত বিধান
ফল খাইব এখন দেখাহ বিদ্যমান।
সীতা বলে তোমার সঙ্গে বৃথা দরশন
আমার বার্ত্তা না পাইল শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
একেশ্বর বানর তুমি দুরন্ত রাক্ষসগণ
দেখিবা মাত্রেতে তোমার বধিবে জীবন।
হনুমান বলে মাতা নহিবে চিন্তিত
রাক্ষসকটক আমি মারিব অনুচিত।

মনে চিন্তা না করিহ শুনহ বচন
দেখাইয়া দেহ মাতা অমৃতের বন।
অঙ্গুলি বাড়াইয়া সীতা দেখান সেই বন
নিঃশব্দে চলিল বীর পবননন্দন।
জাল দড়া দিয়া বান্ধা অমৃতের গাছ
তাহা দেখি হনুমানের উপজিল হাস।
পক্ষী খাইতে না পায় রাক্ষস সব রাখে
ফিরে২ হনুমান অমৃত বন দেখে।
লেঙুল প্রমাণ হইয়া গাছের ডালে আছে
হনুমানে দেখি পক্ষী নাহি রহে গাছে।
ফল রাখে হনুমান ডালে২ পড়ি
দেখিয়া রাক্ষস সব হাসে গড়াগড়ি।
রাক্ষসেরা বলে এ বানর নাহি মারি
ফল রাখিবে বানর নিদ্রায় আগুসারি।
গাছের তলায় নিদ্রা যায় যত রাক্ষসগণ
ফল সব খায় বীর পবননন্দন।
ফল ফুল খায় বীর ছিঁড়ে গাছের পাতা
গাছ উপাড়িয়া করে পঞ্চ অবস্থা।

ডাল ভাঙ্গে হনুমান শুনিতে মড়মড়ি
ত্রাস পাইয়া রাক্ষস সব উঠে দড়বড়ি।
নিদ্রা হইতে উঠিয়া রাক্ষস চারিদিগে চায়
অমৃতের বন দেখে কিছু নাহি তায়।
ঝাটাকুহড়া শেল মুষল মুদ্গর
নানা অস্ত্র ফেলে তারা বানর উপর।
নানা অস্ত্র রাক্ষসেরা ফেলে অতি কোপে
লাফে হনুমান সব অস্ত্র লোফে।
কুপিলেন হনুমান পবননন্দন
রাক্ষসের উপর করে গাছ বরিষণ।
গাছ লইয়া হনুমান যায় তাড়াতাড়ি
গাছের বাড়িতে মারে দশ বিশ কুড়ি।
হনুমান যুঝে যেন মত্তমত্ত হাতি
কারে মারে চড় চাপড় কারে মারে লাথি।
দশ বিশ চেড়ী হরিণা মারিছে আঘাত
মাথার খুলি ভাঙ্গি তার চূর্ণ করে হাত।
প্রাণ লইয়া কত চেড়ী পলাইল ত্রাসে
সীতার ঠাঁই বার্ত্তা পুছে মন বহে হাসে।

চেড়ী সব কহে সীতা সত্য কহ বাণী
হনুমানের সনে কি কহিলে কাহিনী।
সীতা বলেন কোন রাক্ষস কোন মায়া ধরে
তাও হইয়া পুছহ বার্ত্তা সেই বানরে।
অশোকবন ভাঙ্গিল আর বড়বড় ঘর
ত্রাসে বার্ত্তা কহে গিয়া রাবণ গোচর।
কোথা হইতে আইলে গোসাঞি একটা বানর
অমৃতের বন ভাঙ্গে বড়বড় ঘর।
যে সীতার লাগিয়া গোসাঞি পাতিয়াছ মন
হেন সীতা বানরে করিল সম্ভাষণ।
সীতা নাড়ে হাত বানরে নাড়ে মাথা
বুঝিতে নারিনু নর বানরের কথা।
ঝাট বান্ধিয়া আনি করহ বিচার
একদণ্ড হইলে লঙ্কার নাহিক নিস্তার।
কুপিল রাবণ রাজা চেড়ী সভার বোলে
অগ্নিতে ঘৃত দিলে যেন অধিক জ্বলে।
মার২ করিয়া রাবণ চাহে চারিভিতে
চতুর্দ্দিগে রাক্ষস উঠে ধনুর্ব্বাণ হাতে।

সম্মুখে দেখিল রাজা মূঢ় কিঙ্কর
তারে আজ্ঞা দিল রাজা ধরিতে বানর।
চলিল কিঙ্কর মূঢ় জয়ের দোশর
তরাতরি গেল হনুমানে গোচর।
ধাইয়া রাক্ষস আইসে দেখি হনুমান
প্রাচীরে বসিল বীর পর্ব্বতপ্রমাণ।
ঝাটিঝকড়া শেল মুষল ফেলে কোপে
লাফেলাফে হনুমান সব অস্ত্রলোফে।
ঘরের থাম উপাড়ে বীর পর্ব্বতের সার
থামের বাড়িতে বীর করে মারামার।
আথালিপাথালি মারে দুহাতিয়া বাড়ি
পড়িল কিঙ্কর মূঢ় যায় গড়াগড়ি।
মূঢ় কিঙ্কর মারিয়া পাঠাইল যমঘর
বাজিয়া উপাড়ে গাছ চাঁপা নাগেশ্বর।
যত দূর সীতা দেবী তাহা মাত্র রাখে
আর যাহা পায় তাহা যত পায় সম্মুখে।
দশ বিশ রাক্ষস ধরিয়া মারিছে আছাড়
মাথার খুলি ভাঙ্গি তার চূর্ণ করে হাড়।

সাগরের কূলে যত আরসান বালি
তাহার উপর সুখে থাকে ইন্দ্রিয়াং চলি।
প্রাণ লইয়া কোন জন পলায় তরাসে
রাবণেরে বার্ত্তা কহে ঘন বহে শ্বাসে।
যত কিছু দেখিলাম কহিতে করি ডর
মুচু কিঙ্কর পড়িল বার্ত্তা শুন লঙ্কেশ্বর।
লঙ্কা মজাইল তোমার একটা বানর
রন সহিতে নারি গোসাঞি করিলে জর্জ্জর।
মহাযোদ্ধাপতি তার নাম জাম্বুমালি
প্রহস্ত সেনাপতির বেটা বলে মহাবলী।
রাবণ রাজা করে তার অনেক সম্মান
আপন কটকে বান্ধি আন হনুমান।
রাজআজ্ঞা পাইয়া বীর সাজান রথে চড়ে
হস্তি ঘোড়া ঠাট কটক লড়ে দড়ে।
বসিয়াছে হনুমান প্রাচীর উপর
কটক লইয়া গেল বীর তাহার গোচর।
মুখেতে হইল দুই জনে গালাগালি
বান বরিষন করে দহে মহাবলী।

তিরাশি লক্ষ বান মারে হনুমানের বুকে
মুখে রক্ত উঠে বীরের ঝলকে২।
বানের উপর বান মারে চোকোচোকশর
হনুমানে বিন্ধিয়া করিল জর্জ্জর।
কুপিল বীর হনুমান পবননন্দন
শালগাছ উপাড়িয়া আনে ততক্ষন।
বাহু বলে গাছ এড়ে বীর হনুমান
জাম্বুমালির বানে গাছ হইল খান২।
শালগাছ ব্যর্থ গেল হনুমান চিন্তিত
পর্ব্বতের চুড়া বীর আনে আচম্বিত।
বাহু বলে এড়ে বীর পর্ব্বতের চুড়া
জাম্বুমালির বানেতে পর্ব্বত হইল গুড়া।
জিনিতে না পারে বীর হইল চিন্তিত
তার দ্বারের মুষল পাইল আচম্বিত।
দুই হাতে মুষল বীর তুলিল সত্বরে
দোহাতিয়া বাড়ি মারে রথের উপরে।
বাড়ি খাইয়া জাম্বুমালি গেল যমঘর
যুদ্ধ জিনি বৈসে বীর প্রাচীর উপর।

ভগ্নপাইক কহে গিয়া রাবন গোচর
জাম্বুমালি পড়ে বার্ত্তা শুনে লঙ্কেশ্বর।
চত্রিশ কোটি রাক্কষে প্রধান সেনাপতি
সভার তরে রাবন রাজা দিলেক আরতি।
শুনি সভা বিড়াপাক্ষ শার্দ্দুল প্রধান
ধূম্রলোচন ভদ্রকর্ন রনে আগুয়ান।
নানা অস্ত্র হাতে করি বীর রড়ারড়ি
হনুমানে মারিতে সভার হুড়াহুড়ি।
নানা অস্ত্র সাত বীর এড়ে যরসাল
সভে বলে আমিত মারিব হনুমান।
সাত বীর ধাইয়া আইসে হনুমান দেখে
নেওলপ্রমান হইয়া বীর প্রাচীরেতে থাকে।
সন্ধান পুরি সাত বীর প্রাচীর পানে চায়
লুকাইয়া রহিল বীর দেখিতে না পায়।
প্রান লইয়া পালাইল আমাসভার তরে
কি বলিয়া ভাণ্ডাইব রাজা লঙ্কেশ্বরে।
ঘরে যাইতে সাত বীর করে হুড়াহুড়ি
টান দিয়া আনে বীর বড় ঘরের কাঁড়ি।

নেওটিয়া ঘরে যাইতে সাত জনার মন
পাছু খেদাড়িয়া যায় পবননন্দন।
কাঁড়ি তুলি মারে বীর রথের ওপর
ঝাঁড়ির বাড়িতে সাত বীরে পাঠায় জমঘর।
যুদ্ধ জিনি বৈসে বীর প্রাচীরে ওপর
ভগ্ন পাইক কহে গিয়া রাজার গোচর।
যুদ্ধ জিনিলেক রাজা একটা বানর
সাত বীর পড়িল বার্ত্তা শুনে লঙ্কেশ্বর।
অক্ষ নামে রাজার বেটা করে বীর দাপ
বানর বন্দি করিতে তারে আজ্ঞা দিল বাপ।
অক্ষ কুমার ইন্দ্রজিত দুই সহোদর
ইন্দ্রজিতার সমান সেই যুদ্ধে ধিনুর্দ্ধর।
রাজপ্রসাদ দিল তারে নানা অলঙ্কার
বিলাইতে দিল তারে চারিটা ভাণ্ডার।
বাপ প্রদক্ষিণ করিয়া রথের ওপর চড়ে
হস্তি ঘোড়া ঠাট কটক চলিল ঘড়েঘড়ে।

কটকের পদভরে কাঁপিছে মেদিনী
অক্ষ কুমারের ঠাট পাঁচ অক্ষৌহিনী।
হনুমান বসিয়াছে পুরীর ওপার
কহিল অক্ষ কুমার দেখিয়া বানর।
অক্ষয় কুমার নাম মোর রাবণনন্দন
মোর হাতে পড়িলে আজি বধিব জীবন।
কোটিকোটি বানে আজি পুরিনু সন্ধান
কেমতে রাখিবে প্রাণ দেখি হনুমান।
সন্ধান পুরিয়া বান হনুমন্তে যোড়ে
বান ব্যর্থ করিবারে চিন্তিত অন্তরে।
লাফ দিয়া পড়ে বীর গগন মণ্ডলে
যত বান এড়ে সব যায় পায়ের তলে।
কোপে বান ফেলে তার মাতার ওপর
বান ফুটি হনুমান হইল জর্জ্জর।
হনু বলে রাজার বেটা দেখিতে ছাওয়াল
বানগুলা এড়ে যেন অগ্নির ওথান।
লাফ দিয়া হনুমান তার রথে পড়ে
রথখান গুড়া হইল বজ্রচাপড়ে।

রথের সারথি ঘোড়া হইল চুরমার
অন্তরীক্ষে পলাইল অক্ষ কুমার।
মাতার উপর রাক্ষস পলায় হনুমান দেখে
লাফ দিয়া পায়ে ধরে চিলে যেন লোফে।
দুই পা ধরিয়া বীর মারিল আছাড়
মাতার খুলি ভাঙ্গে তার চূর্ণ হইল হাড়।
যুদ্ধ জিনি বৈসে বীর প্রাচীর উপর
অক্ষ কুমার পড়িল বার্ত্তা শুন লঙ্কেশ্বর।
অক্ষ কুমার পড়িল যদি রাবণ চিন্তিত
যুঝিবারে আনিল কুমার ইন্দ্রজিত।
বড়বড় বীর পাঠাই যাহা করি মন
বাহুড়িয়া নাহি আইসে বানর সদন।
অনেক সেনাপতি পড়ে অক্ষ কুমার
তুমি থাকিতে আমি যাব নহে ব্যবহার।
বাপের কথা শুনি বীর ইন্দ্রজিত হাসে
বানরে করিব বন্দি চক্ষুর নিমিষে।
বাপের দুলাল বেটা কুমার মেঘনাদ
যুদ্ধ জিনিয়া আইসে লহ রাজপ্রসাদ।

অঙ্গুলে অঙ্গুরি দিল বাহুতে কঙ্কণ
সর্ব্বাঙ্গে পরিল বীর রাজআভরণে।
সোনার নবগুন পরে সোনার পরে পাটা
পূর্ণিমার চন্দ্র যেন কপালের ফোটা।
এক হাতে ধরিয়াছে সর্ব্বাঙ্গ দাপুনী
আর হাতে সারথিরে ডাকিছে আপনি।
সারথি আনিল রথ সংগ্রামে গহন
সংগ্রামের রথখান করিছে সাজন।
কণকে রচিত রথ বিচিত্র নির্ম্মান
পবন বেগে অষ্ট ঘোড়া রথের যোগান।
পর্ব্বতীয়া ঘোড়ার মুখে সোনার দিম্নাণী
শত অক্ষোহিনী ঠাট জুকার ধানুষ্কী।
বিংশতি কোটি হস্তি অর্ব্বুদ কোটি ঘোড়া
তের অক্ষোহিনী চলে কাটি শেল ঝকড়া।
কটকের পদভরে কাঁপিছে মেদিনী
ইন্দ্রজিতার বাদ্য বাজে পাঁচ অক্ষোহিনী।
এত কটকে সাজি বীর চলিল সত্বর
পাছে হইতে ডাক দিয়া বলে লঙ্কেশ্বর।

বালি সুগ্রীব দুই জন শুনিয়াছি কাহিনী
তার পাত্র হনুমান সর্ব্ব লোকে জানি।
সেই বা আসিয়া থাকে বীর অবতার
বানর জ্ঞান না করিহ ভুঝিহ অপার।
বাপের কথা শুনি বীর ইন্দ্রজিত হাসে
বানর বন্দি করিব আজি চক্ষুর নিমিষে।
বসিয়াছে হনুমান প্রাচীর উপর
কটক লইয়া ইন্দ্রজিত গেলেন সত্বর।
বানরে দেখিয়া বীর জ্বলিয়া গেল কোপে
গালাগালি পাড়ে বীর মনের পরিতাপে।
পাতা লতা খাইস বেটা পরিধান কাছুটি
মরিবারে লঙ্কার আসিয়া করিস ছটফটি।
সুগ্রীবের কাল গেল বেড়াইয়া বনে ডালে
মরিবারে কিকারনে লঙ্কার ভিতর আইলে।
রাক্ষসের গালি শুনি হনুমান হাসে
গালাগালি পাড়ে বীর মনে মত আইসে।

ফলফুল খাই মোরা মুনির ব্যবহার
আপনর বাখান আপনি অনাচার।
আপনার অনাচার বাখান আপনি
তোর বাপের অনাচার ত্রিভুবনে জানি।
দশ হাজার স্ত্রী আছে তোর বাপের ঘরে
এত স্ত্রী থাকিতে তবু পরদার করে।
সতী স্ত্রী হরিয়া আনে তপের তপস্বিনী
শাঁপ গালি পাড়ে তবু না ছাড়ে ব্রাহ্মণী।
স্ত্রী লাগিয়া পুরুষ মরে বিনি অপরাধে
ব্রাহ্মণী হরিয়া আনে শরীরের সাধে।
কত২ মুনি মারিয়া কৈল কত পাপ
অন্ত নাহি যত পাপ কৈল তোর বাপ।
ত্রিভুবন যুড়িয়া তোর বাপের বিসম্বাদ
কতকাল ভাল থাকিবে পড়িল প্রমাদ।
সর্ব্বকাল না ফলে বৃক্ষ সময় পাইলে ফলে
তোর বাপের ব্রহ্মশাপ ফলিল এত কালে।
এত যদি দুই জনে হইল গালাগালি
দুই জনে যুদ্ধ করে দুহে মহাবলী।

নানা অস্ত্র ইন্দ্রজিত করে বরিষণ
সব অস্ত্র লোফে বীরে পবননন্দন।
হনুমান বলে বেটা তোর রক্ত চুরি
দেখ দেখি আজি তোরে পাঠাইব যমপুরী।
কারে কেহ জিনিতে নারে দুই জন সোসর
দুই জনে করে যুদ্ধ দুই প্রহর।
ইন্দ্রজিত বলে আমি ব্রহ্মঅস্ত্র জানি
ব্রহ্মঅস্ত্র ছাড়িয়া বানর বান্ধিয়া আনি।
রনেতে পণ্ডিত বীর জানে নানা সন্ধি
এড়িলেক ব্রহ্মঅস্ত্র বানর হইল বন্দি।
প্রাচীর হইতে বীর পড়িল ভূমিতলে
হনু বলে ব্রহ্মঅস্ত্র ছিড়িতে পারি বলে।
ব্রহ্মঅস্ত্র ছিণ্ডিবারে না আইসে যুকতি
রাবনেরে গালি দিব যত অনুচিত।
এতেক চিন্তিয়া বীর বন্ধন নাহি ছিণ্ডে
রাক্ষসে টানিয়া বান্ধে হাতে গলায় মুণ্ডে।
কেহ হাতে পায়ে বান্ধে কেহ বান্ধে গলে
গলা টালি বান্ধে কেহ লোহার শিকলে।

রাক্ষসেরে আজ্ঞা দিল কুমার ইন্দ্রজিত
বাপের আগে বানর বন্দি লহত ত্বরিত।
এত বলি ইন্দ্রজিত গেল আগুয়ান
বড়বড় রাক্ষস গিয়া বেড়ে হনুমান।
কোপে তোল পাড় করে হনুমানের চিত
সত্তুরি যোজন বানর হইল আচম্বিত।
সাত লক্ষ রাক্ষস ধরি টানাটানি পাড়ে
সত্তুরি যোজন তার তিলেক নাহি লড়ে।
হনুমানে লাড়িতে নারে রাক্ষসের তরাস
রাক্ষসের ভয় দেখি হনুমানের হাস।
হনুমান বলে রাক্ষস বুঝি নাহি তোমা
রাজসম্ভাসনে যাব কান্ধে কর আমা।
বড়বড় সাঙ্গি দিয়া হনুমানে বান্ধে
দুই লক্ষ রাক্ষসে হনুমানে করে কান্ধে।
রাক্ষসের কান্ধে বীর মনেমনে হাসে
পতঙ্গ হইল বীর লইয়া যায় রাক্ষসে।
যেই ভিতে হনুমান খানিক দেয় ভর
রাখ বলিয়া রাক্ষস ওঠিয়া দেয় রড়।

সাত লক্ষ রাক্ষস টানাটানি করে
অচল হইল হনুমান রাজার দ্বারে।
হনুমানে নাড়িতে নারে রাক্ষসের ত্রাস
সত্বরে বার্ত্তা কহে রাবনের পাশ।
ইন্দ্রজিতার হাতে বন্দি হইল বানর
দুর্জ্জর শরীর নাহি যায় দ্বার ভিতর।
হাসিয়া রাবন তারে কহে সম্বিধান
দ্বার ভাঙ্গিয়া ঝাট আন হনুমান।
রাজার আজ্ঞায় দূত আইল সত্বর
দ্বার ভাঙ্গিয়া পথ করিল সোষর।
সাত দ্বার ভাঙ্গে তার এক দ্বার রহে
অচল হইল হনুমান লাড়া নাহি যায়ে।
আপন ইচ্ছায় চলে পবননন্দন
পাত্র মিত্র লইয়া যথা বসিয়াছে রাবন।
রাজার কুমার সব বসিয়াছে সারি২
দশ হাজার দেবকন্যা বসিয়াছে সারি২।
চারিভিতে দেবকন্যা মধ্যেতে রাবন
আকাশের চন্দ্র যেন বেড়ি তারাগন।

ব্রহ্মার বরে রাবণ রাজা কারে নাহি গণে
চন্দ্র সূর্য্য ডরে লুকায় রাবণ সদনে।
রাজার দশ শিরে শোভা করে দশ মণি
সম্মুখেতে পড়িয়াছে সর্ব্বাঙ্গ দাপনী।
দেখিল বানর গিয়া রাবণ সম্পদ
ত্রাস পাইয়া হনুমান হইল নিঃশবদ।
রাবণের সম্পদ দেখিয়া বানরের হাস
সুন্দরকাণ্ডে সুন্দর গীত গাইল কীর্ত্তিবাস।

রাবণ বলে বানর তোর কারে নাহি ডর
সত্য করি কহ বানর কাহার তুমি চর।
সকলেতে কহ যদি খসাব বন্ধন
মিথ্যা যদি কহ তবে বধিব জীবন।
হনুমান বলে আমা পাঠাইল মানুষে
অশোকবন ভাঙ্গিলাম মারিলাম রাক্ষসে।
বন্ধন মানিনু তোরে বুঝাইবার মনে
রঘুনাথের কথা কহি শুন সাবধানে।

শদ্দে শুনিয়াছ তুমি দশরথের কথা
জ্যেষ্ঠ পুত্র রাম তার বধূ চন্দ্রমুখী সীতা ।
রামের অগোচরে রাবন যে তো হরিলে চুরি
সীতা চাহিয়া বেড়াইতে সুগ্রীবে মিত্র করি ।
যে বালি রাজার স্থানে পাইলে পরাজয়
হেন বালি মারিলেন রাম মহাশয় ।
তোর কুম্ভঅস্ত্র মোরে কি করিতে পারে
বন্ধন মানিনু কিছু বুঝাইবার তরে ।
রাম সুগ্রীবের যুক্তি তাহা আমি শুনি
কুম্ভকর্ণে তোরে রাম বধিবে আপনি ।
ইন্দ্রজিত মারিতে আজ্ঞা করিলেন লক্ষ্মণ
আর যত রাক্ষস মারিবে বানরগন ।
এই সত্য করিলেন সুগ্রীবের আগে
আমি তোরে মারিলে সুগ্রীবের সত্য ভাঙ্গে ।
মোর আগে ধরিয়াছ ছত্র নবদণ্ড
নেজের বাড়ি মারিয়া করিব খণ্ডখণ্ড ।
রামের আগে লইব তোরে গলায় দিয়া দড়ি
দশ মুণ্ড ভাঙ্গিব তোর মারি নেজের বাড়ি ।

এতেক বলিল যদি পবননন্দন
বানরে কাটিতে আজ্ঞা কৈল দশানন।
কাট২ বলিয়া বীর ডাকিছে রাবন
মাতা নোঙাইয়া বলে ভাই বিভীষন।
দুত কাটিলে ভাই বড় অনাচার
আজি হইতে ঘুচিবে দুতের ব্যবহার।
আত্মকথা পরের কথা দুতের মুখে শুনি
এমন দুত কাটিতে ভাই অনুচিত বানী।
পরের বড়াই করে দুত অপরাধি কিসে
মোর বঁড়াই করে তারে মারিতে চাইসে।
দুতের এক সাস্তি আছে মুড়াইয়া মুণ্ড
ইহা বই দুতের ভাই আর নাই দণ্ড।
বিভীষনের যুক্তে বানর এড়াইল মরন
নেজ পোড়াইতে আজ্ঞা করিল রাবন।
নেজ পোড়াইয়া বানরে পাঠাইয়া দেহ দেশে
নেজ পোড়া দেখিয়া উহার জাতি বন্ধু হাসে।
এত আজ্ঞ কৈল যদি রাজা লঙ্কেশ্বর
পাতাশয্য লইয়া রাক্ষস আইল সত্বর।

কুপিল বীর হনুমান পবননন্দন
বাড়াইয়া দিল লেজ পঞ্চাশ যোজন।
লেজ দেখি রাবণের বড় হইল ডর
থরথর ডাক ছাড়ে রাজা লঙ্কেশ্বর।
জল খাইয়া মরিয়াছে বালির লেজের টানে
লেজ দেখি রাবণের তাহা পড়ে মনে॥
তিন লক্ষ রাক্ষসে লেজ টানিয়া ধরে
সভে মেলি লেজ ফেলে ভুমির উপরে।
ত্রিশ মন কাপড় আনিয়া থুইল নিকটে
এত কাপড় আনে এক বেড়ে নাহি আটে।
লঙ্কার ভিতর আছিল যতেক কাপড়
ঘৃত তৈল দিয়া তাহা করিল জাবড়।
কাপড় তিতিল লেজ পড়িল ভুতলে
লেজে অগ্নি দিতে সব দপদপাতে জ্বলে।
লেজের ভিতে চাহিয়া বীর হনুমানের হাস
আপনার বুদ্ধে রাবণ কৈল সর্ব্বনাশ।

সীতার বরে অগ্নিতায় নাহি পোড়ে গায়
লেজে অগ্নি দিতে বীর চারিদিগে চায়।
রাবণ বলে দুর্জ্জয় বানর মহা বীর
ঝাট করি কর উহায় প্রাচীরের বাহির।
কুলিকুলি লৈয়া বেড়াও চাতরে চাতর
স্ত্রী পুরুষ দেখি যেন লঙ্কার ভিতর।
লেজে অগ্নি দিল তার কাঁকালে দিয়া দড়ি
হনুমানের কাছে বাদ্যের হুড়াহুড়ি।
কেহ বলে স্বামী মৈল সংগ্রামভিতর
কেহ বলে ভাই মোর পড়িল সহোদর।
কেহ বলে বন্ধু বান্ধব পড়িল জাতি
কেহ বলে পুত্র মোর পড়িল জোদ্ধাপতি।
মোর বন্ধু বান্ধব সব মারিল বানরে
জর্জ্জর হইল যত তাহার প্রহারে।
ইটাল পাকালখান মারে যে দেখে ডাগর
ঝাটিঝকড়া মারে লোহার মুদ্গর।
হনুমান দেখি কার প্রাণ কাঁপে ডরে
এত বড় বীর কে বীরে সভার ভিতরে।

ভাগ্যে পুন্যে ইহার ঠাঁই পাইলাম নিস্তার
দেখিবামাত্রেতে সব করিত সংহার।
নারী সভার যুক্তি শুনিয়া বানরের হাস
এখন কোথা যাইবে করিব সর্ব্বনাশ।
কুলিকুলি লৈয়া বেড়ায় নগরেনগর
চেড়ী সব বার্ত্তা কহে সীতার গোচর।
যে বানরের সঙ্গ তুমি কহিলে কাহিনী
লেজে অগ্নি গলায় দড়ি করিছে টানাটানি।
বার্ত্তা শুনি সীতা দেবী মরন হেন গনে
অগ্নি জ্বালি পূজে সীতা বিবিধ বিধানে।
কায় মন বাক্যে যদি আমি হই সতী
তবে তোমার ঠাঁই বানর পাবে অব্যাহতি।
অগ্নি পূজি সীতা দেবী করিছে ক্রন্দন
সীতার তরে ডাক দিয়া বলে দেবগন।
ব্রহ্মা বলেন মাগো তুমি শুন দেবী সীতা
হনুমানের তরে তুমি না করিহ চিন্তা।
তোমার বরেতে তার কারে নাহি শঙ্কা
এখনি যে হনুমান পোড়াইবে লঙ্কা।

কৌতুকে দেখিতে আইলায় যত দেবগণ
হরিষে বিসাদ তুমি কর কি কারণ।
ক্রন্দন সম্বরে সীতা ব্রহ্মার আশ্বাসে
সুন্দরকাণ্ডে রচিল পণ্ডিত কীর্ত্তিবাসে।

পর্ব্বতপ্রমাণ হইল বীর হনুমান
বন্ধন ঘুচাইয়া হইল নেঙলপ্রমাণ।
রাক্ষসের হাতে রহিল সকল বন্ধন
মাত্রা শুদ্ধি বাহির হইল পবনন্দন।
হনুমানে বেড়িয়া ছিল সকল রাক্ষসে
হনুমানের বিক্রম দেখি পলায় তরাসে।
হাতে গাছে হনুমান বীর রড়ারড়ি
গাছের বাড়িতে মারে দশ বিশ কুড়ি।
কার প্রাণ লয় মারিয়া নেজের বাড়ি
নেজের অগ্নিতে কার পোড়ায় গোপ দাড়ি।
পলায় রাক্ষস সব ওলটি না চাহে
হাতে গাছে হনুমান রাজদ্বারে রহে।

সীতার বরে অগ্নি তার নাহি পোড়ে গায়
লঙ্কাপুরী পোড়াইতে চিন্তিল উপায়।
ঘরের জ্যোতি নিকলে যেন রবির কিরণ
হেনঘরে অগ্নি বীর করে সমর্পণ।
মেঘের বিদ্যুত যেন নেজে অগ্নি জ্বলে
লাফ দিয়া পড়ে বীর বড় ঘরের চালে।
হনুমান ঘর পোড়ায় পবন বাতাস মেলে
পবনের বাতাসে অগ্নি দ্বিগুন জ্বলে।
উনপঞ্চাশ বায়ু যদি হইল অধিষ্ঠান
ঘরেঘরে লাফ দিয়া বেড়ায় হনুমান।
এক ঘরে অগ্নি দিতে আর ঘর জ্বলে
হনুমান ঘর পোড়ায় পবন বাতাস মেলে।
অগ্নিতে পুড়িয়া পড়ে বড় ঘরের চাল
অর্দ্ধেক স্ত্রী পুরুষের গায়ের গেল ছাল।
উলঙ্গ উন্মত্ত কেহ পলায় উভরড়ে
নেজে জড়াইয়া ফেলে অগ্নির উপরে।

ছোট বড় পুড়িয়া মরিল অগ্নির জ্বালে
যুবক রাক্ষস মরিল স্ত্রী লইয়া কোলে।
পুড়িছে রাক্ষস সব স্ত্রী পুত্র ছাড়ি
নেজের অগ্নি দিয়া কার পোড়ায় গোপ দাড়ি।
লঙ্কার ভিতর আছে যত দীর্ঘী পুষ্করি
তাহতে নাম্বিল গিয়া যত লঙ্কার নারী।
সুন্দর নারীর মুখ পদ্ম যেন জলে
সেই সরোবরে যেন ফুটিল কমলে।
দূরে থাকি দেখে তবে হনুমান মাহাবলী
নেজের অগ্নিতে তার মাতার পোড়ায় চুলি।
সর্ব্বাঙ্গ পানির ভিতর জাগেমাত্র মুখ
অগ্নি দিয়া মুখ পোড়ায় বানরের কৌতুক।
ত্রাসে ডুব দিল কন্যা পানির ভিতরে,
পানি খাইয়া ফাফর হইয়া স্ত্রী সকল মরে।
স্ত্রী বধ করিয়া ভাবে পবননন্দন
তিন লক্ষ স্ত্রীর দেখ বধিলাম জীবন।
রত্ন নির্ম্মিত ঘর দেখিতে মনোহর
লেখাজোখা নাই যত পোড়ায় রাজার ঘর।

পর্ব্বতপ্রমাণ অগ্নি দূরে থাকিয়া দেখি
হস্তি ঘোড়া পুড়িয়া মরে পোষা নিয়া পক্ষী।
কৌতুকে রাবণ রাজা ময়ুর পক্ষী পোষে
লেজ পোড়া গেল তার পেখম ধরিবে কিসে।
অগ্নিতে পুড়িয়া যায় কনকলঙ্কা পুরী
রাজার ঘর পাত্রের ঘর কিছু নাই এড়ি।
পাত্র মিত্রের ঘর বীর পোড়ায় সকল
রাখিয়া গেল কুম্ভকর্ণ বিভীষণের ঘর।
বিভীষণের ঘর নাহি পোড়ে ব্রহ্মার বরে
কুম্ভকর্ণের ঘর এড়ায় গাছের আওড়ে।
ঘরের ভিতর কুম্ভকর্ণ নিদ্রায় অচেতন
ঘরে অগ্নি লাগিলে মরিত কুম্ভকর্ণ।
যুদ্ধ করি মরিবারে নির্ব্বন্ধ আছে
ডাহিন বামের ঘর পোড়ে তাহার কাছে।
সব লঙ্কা পোড়াইয়া করিল ছারখার
লঙ্কার ভিতর রাক্ষস করে হাহাকার।
দুই শত যোজন অগ্নি উঠিল আচম্বিত।
রাজমন্ত্রী বানর হইয়া না কৈলাম হিত।

হনুমান বলে সীতা হইল বিনাশ
ছাগর তরে লঙ্কায় আনি কৈনু সর্ব্বনাশ।
চতুর্দ্দিগে দেখে যত সর্ব্বত্রে অগ্নি
রক্ষা না পাইল সীতা রামের ঘরণী।
কি করিলাম ধিকধিক আমার জীবন
বল বুদ্ধি বিক্রম মোর গেল অকারণ।
যে সীতার তরে আমি গায়ের অগ্নি ভরি
হেন সীতা পোড়াইয়া ফেল প্রাণ বৈরি।
কোন কর্ম্ম করিলাম পোড়াইয়া লঙ্কাপুরী
সেবক হইয়া পোড়াইলাম রামের সুন্দরী।
সাগরে ঝাপ দিব কুম্ভির করুক আহার
এই অগ্নিতে পুড়িয়া হইব ছারখার।
সাগরে ঝাপ দিব অগ্নি করিব প্রবেশ
এখানে মরিব আমি না যাইব দেশ।
দেবগন ডাকে বলে হনুমান শুনে
সীতাদেবী রক্ষা পাইল না পোড়ে আগুনে।
তুমি লঙ্কা পোড়ায় বানর মনের হরিষে
ভস্ম করি ফেল লঙ্কা রাখিয়াছ কিসে।

দেবগণের বাক্যে বানর সাহসে করে ভর
লাফে২ পোড়াইছে যত লঙ্কার ঘর।
ঘরের ভিতর পুড়িয়া মরে রাক্ষস রাক্ষসী
কীর্ত্তিবাস রচিল লঙ্কা হইল ভস্ম রাশী।

দুই শত যোজন অগ্নি উঠিল গগনে
সীতা বলে পুড়ি মৈল পবননন্দনে।
হনু বলিয়া কান্দেন সীতার মনে নাহি ক্ষমা
সীতারে বুঝায় তখন রাক্ষসী সরমা।
বন্দি হইয়াছে বানর শুনিয়াছ কাহিনী
রাজার আগে বলিলেক দুরক্ষর বাণী।
লেজে অগ্নি দিল তার পোড়াবার তরে
সেই অগ্নি দিল বানর সব লঙ্কার ঘরে।
তোমার বানর নাহি পোড়ে আছয়ে কুশলে
লঙ্কা পোড়াইয়া হনু আইল হেনকালে।
সীতার কাছে রহিল গিয়া পবননন্দন
লেজের অগ্নি ফেলিল সাগরে ততক্ষণ।

সীতা বলেন হনুমান আইলে কুশলে
লুকাইয়া থাক বাছা অশোক গাছের ডালে।
অগ্নির জ্বলে শরীর তোমার হইল জর্জ্জর
কতক দিন থাক তুমি লঙ্কার ভিতর।
হনু বলে এখানে রহি না কর যতন
আমি গেলে আসিবেন শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
বিলম্ব হইলে আমার কিছু নাহি কায
আমি গেলে আসিবেন সুগ্রীব মহারাজ।
লাফ দিয়া পার হবে সব বানরগন
মোর পৃষ্ঠে পার হইবেন শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
সীতা বলেন হনুমান পবননন্দন
তোমাহেন সুগ্রীবের বানর আছে কত জন
সীতার কথা শুনি বীর হনুমান হাসে
সীতারে বুঝায় বীর অশেষ বিশেষে।
আমার অধিক বীর আছে আমার সোসর
আমার ছোট সুগ্রীবের নাহিক বানর।
সংশয় স্থানে ছোট পাঠাই বড় যত্নে রাখি
ছোট বলি মোরে পাঠাইলাম শুন চন্দ্রমুখী।

বীরের ভিতর বীর আমার কেহ নাহি লেখে
একেশ্বর বানর আমি মারিব লাক্ষে ৷
ছত্রিশ কোটি সেনাপতি আসিবে প্রধান
আপনি আনাহ যাত্রা শ্রীরামের বান ;
আজি হইতে ঠাকুরাণী দুঃখ অবসান
ঘরের সেবক তোমার আছে হনুমান ৷
অমৃত সিঞ্চিল সীতা হনুমানের আশ্বাসে
সুন্দরকাণ্ডে সুন্দর গীত গাইল কীর্ত্তিবাসে ৷

সীতার মাতার যদি বান্ধেন রামের সন্দেশ
মেলানি করিয়া বানর চলিলেন দেশ ৷
হনুমানের পদভরে গাছ পাথর ভাঙ্গে
সমুদ্র তরিতে ওঠে পর্ব্বতের আগে ৷
পর্ব্বতে ওঠিয়া বীর সাগর নেহালে
এক লাফে ওঠে বীর গগন মণ্ডলে ৷
সিংহনাদ ছাড়ে বীর হরষিত বুকে
সিংহনাদের শব্দ ওস্কর কুলে ঠেকে ৷

ডাক দিয়া বলে এথন মন্ত্রী জাম্বুবান
সর্ব্ব কার্য্য সিদ্ধি করি আইসে হনুমান।
যেমত বিক্রমে আসে যেন শব্দ শুনি
নিশ্চয় দেখিয়াছে সীতা রামের ঘরণী।
পবন গমনে বীর আইসে সত্বর
চক্ষুর নিমিষে আইলে অৰ্দ্ধেক সাগর।
কতক দূর থাকিতে বীর পর্ব্বত নমস্কারে
পার হইয়া রহিল বীর পর্ব্বত শেখরে।
হনুমান দেখিতে আইল বড়২ বানর
হীন্যং বলে বীর পবনকোঙর।
আগে যাতা লোটাইল কুমার অঙ্গদে
জাম্বুবান আদি করি সব বানর বন্দে।
সোষর বানর সঙ্গে করি কোলাকুলি
বানরকটক জোগায় ফল ফুলের ডালি।
সভা করি বসিল অঙ্গদ লইয়া বানরগন
কেমনে দেখিলে তুমি রাজা দশানন।
কেমনে বেড়াইলে তুমি কনকলঙ্কা পুরী
কেমনে দেখিলে তুমি রামের সুন্দরী।

সীতা লইয়া রাবনের কিমত ব্যবহার
সীতারে লইয়া রাবন থুইল কোন ঘর।
সকল বার্ত্তা কহ বানর সকল কহ সার
রাক্ষসের হাতে কেমনে পাইলে নিস্তার।
তোমার লাগি সকল কটক পাইয়াছিল চিন্তা
কে দেশে যাইব যদি দেখিয়া না আইস সীতা।
এত যদ জিজ্ঞাসা করিল জাম্বুবান
অঙ্গদের গোচরে বার্ত্তা কহে হনুমান।
এক শত যোজন পথ সাগর পাথার
অনেক শঙ্কটে আমি সাগর হইনু পার।
দুই প্রহর রাত্রি গেল তৃতীয় প্রহরে
সীতারে দেখিলাম অশোকবনে ভিতরে।
অনেক শঙ্কটে আমি দেখিলাম সীতা
দেশে চলহ রামের ঠাঁই কহিব বারতা।
সীতার বার্ত্তা পাইল অঙ্গদ যুবরাজে
সীতা উদ্ধারিতে চাহে আপনার তেজে।

রায়েরে জানাইতে বিস্তর বিলম্ব দেখি
সীতা উদ্ধারিয়া লইলে রাম হবেন সুখী।
লঙ্কেশ্বর হনুমান লঙ্ঘিল সাগর
আমরা সাহস কর সকল বানর।
অঙ্গদের কথা শুনি জাম্বুবান হাসে
যত কিছু বল মোর মনে নাহি বাসে।
আপনি উদ্ধার করিবে সত্য করিল রাজা
তোমরা সীতা লইলে বড় পাবেন লজ্জা।
সীতার চরিত্র রাম করিল বিচার
তোর বাক্যে সীতা লইলে পাইব তিরস্কার।
দশ যোজন লঙ্ঘিতে মরিবে বানরগণ
কোন জনে তরিবে সাগর শতেক যোজন।
এত যদি জাম্বুবান অঙ্গদেরে বলে
কুপিল অঙ্গদ বীর অগ্নি হেন জ্বলে।
অকারনে বুড়া তোর পাকিল মাতার কেশ
আপনি বুড়া পরেরে শিক্ষাও উপদেশ।
আপনহেন দেখ তুমি সকল সংসার
লেজ চাপি বীর মোর সাগরে করি পার।

হনুমান বলে তোমরা না হইও অস্থির
পৃথিবী মণ্ডলে নাহি তোমা হেন বীর।
সর্ব্ব লোক বলে ওহার মন্ত্রি জাম্বুবান
মন্ত্রির মন্ত্রণা কভু না করিহ আন।
হনুমানের কথা শুনি অঙ্গদ বীর হাসে
বানরকটক লইয়া চলিল নিজ দেশে।
কটক যুড়িয়া যায় ভূমি আর আকাশ
দেশে গেল বানরকটক মধুবনের পাশ।
দেখিতে মধুর বন অতি মনোহর
কোন প্রাণি নাহি যায় তাহার ভিতর।
দশ সহস্র বানরেতে মধুবন রাখে
বালি রাজার কাল হইতে মধুবনে থাকে।
মধুর গন্ধে বানরকটক হইল বিকল
খাইবারে নাহি পারে করিতে নারে বল।
মধু খাইতে মন্ত্রণা সৃজিল জাম্বুবান
এখন অঙ্গদের ঠাঁই প্রসাদ মাগ হনুমান।
সীতার বার্ত্তা আনি পাইল অভয় প্রসাদ
অঙ্গদের ঠাঁই লহ রাজ প্রসাদ।

অঙ্গদের কাছে বীর যোড় করি হাত
রাজপ্রসাদ চাহি আমি বানরের নাথ।
অঙ্গদ বলে যে কর্ম্ম করিলে তুমি বীরে
রাজপ্রসাদ দিব তোমায় যে থাকে ভাণ্ডারে।
হনুমান বলে মধু অমৃতসমান
সকল বানরে খাই যদি কর দান।
অঙ্গদ বলে মধু খাও করিনু তোমার পূজা
যে করুক সে করুক মোরে সুগ্রীব রাজা।
হরষিতে বানরকটক মধু পাইল দান
আপন ইচ্ছায় বানর করে মধুপান।
নিঙ্গুড়িয়া খায় কেহ পীয়েত চুমুকে
সকল ভাণ্ডার শূন্য কৈল বানরকটকে।
মধু লতা ভাঙ্গি বানর করে মারামারি
বড়বড় পেট হইল নড়িতে না পারি।
মধু খাইয়া বানরকটক হইল পাগল
মারামারি হুড়াহুড়ি করিছে কন্দল।
কেহ নাচে কেহ হাসে কেহ গায় গীত
মারামারি বড় ভুল হইল আচম্বিত।

হাতে অস্ত্র ধাইল সব মধুর রক্ষক
কেহ দাড়িয়া যায় তবে অঙ্গদের কটক।
চুলেতে ধরিয়া কেহ ঘুরায় আকাশে
পলাইয়া যায় কেহ অঙ্গদের পাশে।
তুমি দান করিলে মোরা মধু করি পান
কোথাকার বানরগুলা লইতে চায় প্রাণ।
শুনিয়া কুপিল অঙ্গদ বানরের বচন
সাজসাজ বলি ডাকে পবননন্দন।
কটক লইয়া বীর অঙ্গদ যায় কোপে
কুপিল যে দধিমুখ আইসে এক চাপে।
অঙ্গদের কোপ সহিতে পারে কোন জন
দধিমুখে এড়িয়া পালায় বানরগণ।
দধিমুখের চুল অঙ্গদ ধরিলেক রোষে
চুলিতে ধরিয়া তার মাটিতে মুখ ঘষে।
সীতার বার্ত্তা জানিয়া আইল যেই জন
তারে দান দিতে আমি নহিনু ভাজন।

রাজকার্য্য করি যাইতে না পাই বাপের বন
ঘরেতে বসিয়া তোমরা ভক্ষ মধুবন।
মোর বাপের মধুবন সাম্ভাইল তোর পেটে
তোরে বধ করিতে যদি সুগ্রীব কাটে।
বাপের মাতুল তুমি সম্বন্ধে বড় তাত
সেকারনে না মারিনু তোমাহেন পাত।
ওষ্ঠ অধর ফুটিয়া বীরের রক্তে তোলবোল
গোহারি করিতে যায় রাজার মাতুল।
জর্জ্জর হইল বীর আচড়কামড়ে
মামা বলি দধিমুখ সুগ্রীবের পায় পড়ে।
পায়েতে পড়িয়া কহে আপন অপমান
মধুবন নষ্ট করিল অঙ্গদ হনুমান।
তোমরা দুই ভাই যাহা করিলে পালন
এত কালে নষ্ট হইল অক্ষয় মধুবন।
শুনি ক্রোধে বলে রাজা বাক্যের গৌরবে
লক্ষ্মণ বীর জিজ্ঞাসেন রাজাত সুগ্রীবে।
মামা হইয়া দধিমুখ ধরিল চরণে
অপমান কথা কহে করিছে ক্রন্দনে।

ভাল মন্দ যাহারে কেননা দেও উত্তর
যাহারে ক্রোধ তোমার বড়ই অন্তর।
সুগ্রীব বলে বানর দক্ষিণের কথা কহে
কথা বুঝ নাহি বুঝি কত মনে লহে।
দক্ষিণ দিগেতে বানর করিল গমন
লুটিয়া খাইল তোমার অক্ষয় মধুবন।
মারিয়া খেদাইল তারে যেই মধু রাখে
এই সকল কথা কহে যামা দধিমুখে।
সুগ্রীব লক্ষ্মণ কহে দক্ষিণ কাহিনী
দূরে হইতে শুনেন তাহা রাম চক্রপাণি।
রাম বলেন দক্ষিণে বানর করিল গমন
না জানি সীতার বার্ত্তা কি কহে এখন।
সুগ্রীব বলে মিতা তুমি না হইও অস্থির
দক্ষিণ দিগে পাঠাইলাম বড় বীর।
আপনি অঙ্গদ গেছে মন্ত্রি জাম্বুবান
কার্য্য সাধিক আছে মাত্র বীর হনুমান।
তোমার কার্য্যে হনুমান বড়ই তৎপর
অবশ্য হইয়াছে সীতা হনুমানের গোচর

ধার্ম্মিক পণ্ডিত হনুমান মহাশয়
হনুমান দেখিয়াছে সীতা কহিলাম নিশ্চয়।
রাম বলেন তোমার বাক্যে পাইলাম প্রীতি
ধন্য২ মিতা তুমি ধন্য প্রকৃতি।
অঙ্গদ হনুমান আন মোর বিদ্যমান
সীতার বার্ত্তা পাইলে মোর রহেত জীবন।
সুগ্রীব বলেন আইস মামা দধিমুখ
অঙ্গদের বোলে মামা না ভাবিহ দুঃখ।
সম্বন্ধে নাতি তোমা. অঙ্গদ যুবরাজ
নাতি ঢৌল করিলে তোমার বাপের নাহি লাজ।
ঝাট চল মামা তুমি আমার বচনে
অঙ্গদ হনুমান আন রঘুনাথের স্থানে।
রাজার আজ্ঞা পাইয়া হরিষ দধিমুখ
এক লাফে পড়ে গিয়া অঙ্গদের সম্মুখ।
মাতা নোঙাইয়া তারে করে যোড়হাত
রাজার বার্ত্তা কহি শুন বানরের নাথ।
তোমার অপরাধ কহিনু সুগ্রীবের স্থানে
তোমার অপরাধ রাজা না শুনিল কাণে।

আনন দিন যাও তুমি বাপের অর্জ্জিত
সেবক হইয়া কহিলাম যতেক অনুচিত।
শ্রীরাম সুগ্রীব বসিয়াছেন দুই জন
ঝাট গিয়া কর তুমি রামসম্ভাষণ।
সেবক বৎসল বড় অঙ্গদ মহাশয়
মধুবন রাখিতে তারে দিলেন অভয়।
চলিল অঙ্গদ বীর হইয়া হরষিত
কৌতুকেতে যায় এখন বানরে বেষ্টিত।
সকল কটকের আগে অঙ্গদ হনুমান
রঘুনাথের ঠাঞি যায় পর্ব্বতপ্রমাণ।
দূরে হইতে দেখেন রাম পবননন্দন
বসিয়া ছিলেন রঘুনাথ উঠিলেন ততক্ষণ।
যদি সীতা দেখি থাক বীর হনুমান
সর্ব্ব কার্য্য সিদ্ধ হবে পাবে দরশন।
লঙ্কার ভিতর সীতা দেখিনু অশোকবনে
সকল কথা রঘুনাথ কহিব তোমার স্থানে।
এক শত যোজন পথ সাগর পাথার
অনেক শক্তিতে আমি সাগর হইনু পার।

অন্ধকারে লঙ্কায় আমি করিলাম প্রবেশ
রাজঅন্তঃপুরে আমি না পাইনু উদ্দেশ।
আওয়াসেং আমি সীতা নাই দেখি
বিস্তর কান্দিলাম আমি হইয়া অসুখী।
আচম্বিতে দেখিলাম রাবণের অশোকবন
অশোকবনের জ্যোতি যেন রবির কিরণ।
দুই প্রহর রাত্রি গেল তৃতীয় প্রহরে
সীতারে দেখিনু অশোকবনের ভিতরে।
হেনকালে তথা গেল রাজা দশানন
দেবকন্যা সঙ্গে বিস্তর বিদ্যাধরীগণ।
নারায়ন তৈলের দেউটী সারিসারি
আলো করিয়া আইসে সকল লঙ্কাপুরী।
কি বলিয়া সীতারে সম্ভাষে লঙ্কেশ্বরে
গাছের আড়ে রহিলাম শুনিবার তরে।
অনেক প্রকারে স্তুতি করিল রাবণ
সীতা দেবী না শুনিলেন তাহার বচন।
তোমা বিনে সীতা দেবীর অন্যে নাহি মন
ক্রোধেতে কাটিতে চাহে রাজা দশানন।

সীতা বলেন আমি মরণ করিলাম সার
রামের চরণ বিনে গতি নাই আর।
নৈরাশ হইল রাবণ সীতার বচনে
বিসম্ব রাক্ষস চেড়ী ডাক দিয়া আনে।
ঘরে গেল রাবণ রাজা রেখাইয়া চেড়ী
সীতারে মারিতে সবে করে হুড়াহুড়ি।
সীতাকে লইয়া চেড়ী অশোক প্রাকারে
শোক মধ্যে সীতা দেবী বচন না সরে।
ত্রিজটা রাক্ষসী রাত্রে দেখিল স্বপন
সীতার হিত রাক্ষসী চিন্তিল অলক্ষণ।
স্বপ্ন শুনিতে গেল চেড়ী ত্রিজটার পাশ
গাছে রহিয়া সীতার সঙ্গে করিনু সম্ভাষ।
কোথা হৈতে তারে মোরে জিজ্ঞাসে বৈদেহী
সুগ্রীবের সঙ্গে মিত্র তাহা আমি কহি।
তোমার অঙ্গুরি তারে করাইনু দরশন
অঙ্গুরি পাইয়া সীতা করেন রোদন।
রাম হেন স্বামি যার আছে বিদ্যমান
তার স্ত্রী রাক্ষসে এত করে অপমান।

সেনানি করিয়া আমি যখন দেশে আসি
মনে সাত পাঁচ আমি তখন বিমরিষী।
সুবর্ন নির্ম্মিত ঘর ভাঙ্গিনু অশোকবন
কোটি২ রাক্ষসের বধিনু জীবন।
তবেত বধিনু তার অনেক সেনাপতি
অক্ষ কুমার কিঙ্কর যত বধিনু শীঘ্রগতি।
চক্ষুর নিমিষে তারে করিনু সংহার
তবে ইন্দ্রজিত বীর করিল আগুসার।
দুই প্রহর তার সঙ্গে করিলাম রন
ব্রহ্মাস্ত্রে আমারে করিল বন্ধন।
ধরিয়া লইয়া গেল রাবন গোচর
রাবনের তরে গালি দিলাম বিস্তর।
আমারে কাটিতে আজ্ঞা করিল রাবন
মাথা নোঙাইয়া বলে ভাই বিভীষন।
বিভীষনের আজ্ঞায় আমি এড়াইলাম মরন
লেজ পোড়াইতে আজ্ঞা করিল রাবন।
লেজে অগ্নি দিল লেজ পোড়াবার তরে
সেই অগ্নি দিলাম আমি যত লঙ্কার ঘরে।

সকল লঙ্কা পোড়াইয়া করিনু ছারখার
পুড়িয়া হইল লঙ্কা ভস্ম অঙ্গার।
আমি পুড়িয়া মরি সীতা দেবী চিন্তে
লঙ্কা পোড়াইয়া আমি আইনু আচম্বিতে।
তোমারে দেখিয়া বড় হরিষ বিশেষ
সর্ব্ব কার্য্য সিদ্ধ করি আইলাম দেশ।
দশদিগ আলো করে সীতা দেবীর রূপে
তাগ্য রঘুনাথ কান্দেন সীতা দেবীর শোকে।
দেখিনু শুনিনু যত কহিনু কাহিনী
ধর লহ রঘুনাথ সীতার মাতার মণি।
রামহস্তে মণি দিল পবননন্দন
মণি পাইয়া রঘুনাথ করেন ক্রন্দন।
সীতার মাতার মণি পাইয়া রামের রোদন
কীত্তিবাস রচিল শুনি কান্দে বানরগণ।

রাম বলেন ধন্য২ বীর হনুমান
ত্রিভুবনে বীর নাহি তোমার সমান।

তোমার বিক্রমেতে আমার চমৎকার
প্রসাদ দিতে প্রসাদ নাহি ধারি তোমার ধার।
এক প্রসাদ দিতে পারি লহ আলিঙ্গন
হনুমানে কোল দিলেন শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
হনুমানের কথা শুনি রামের হরষিত
যাত্রা করিয়া রাম চলিল ত্বরিত।
দুই প্রহর রাত্রি যখন ওত্তর ফাল্গুনী
শুভক্ষণে যাত্রা করে রাম মহাগুণী।
সম্মুখে দেখিলেন রাম ধেনু ব্রাহ্মণ
লক্ষ্মণ বলেন রঘুনাথ যাত্রা শুভক্ষণ।
সূর্য্য বংশের রাজা যত নক্ষত্র রোহিণী
রাক্ষসের মূলা নক্ষত্র সর্ব্ব লোকে জানি।
মূলা নক্ষত্র দেখিলে রোহিণী বড় রোষে
সবংশে মরিবে রাবণ চক্ষুর নিমিষে।
চলিল বানর ঠাট নাহি দিশপাশ
কটক যুড়িয়া যায় ভূমি আর আকাশ।
গাছ পাথর গুলা'ড় বানর কোপে ফেলে
সকল বানর গেল সাগরে জলে।

রহিবারে পাঁচো লতায় সাজাইল ঘর
সাগরের জলে রহে সকল বানর।
সমুদ্রের কূলে রহিলেন শ্রীরাম লক্ষ্মণ
চর মুখে নিত্য বার্ত্তা পায়ত রাবণ।
নিকষা নামেতে বুড়ী রাবণের মা
রাবণের কথা শুনি বুড়ীর ত্রাসে কাঁপে গা।
আপনি গেলেন বুড়ী বিভীষণের ঘর
ধার্ম্মিক পুত্র তুমি মোর শুনহ উত্তর।
তপের ফলে রাবণ রাজা এত সুখে মজে
রামের সীতা আনিয়া রাবণ সবংশে মজে।
চৌদ্দ হাজার রাক্ষস মারে তার সনে বাদ
দেখিয়া না দেখে রাবণ এতেক প্রমাদ।
হেন পুত্রের আর না থাকিব নিকট
দেখিয়া না দেখে পুত্র এতেক শঙ্কট।
অবোধে বুঝাহ যেন রাম বাহড়ে
যাবত রামের বাণে লঙ্কা নাহি পোড়ে।
মায়ের আজ্ঞায় বিভীষণ চলিল সত্বরে
পাত্র মিত্র লইয়া যথা আছে লঙ্কেশ্বরে।

হেনকালে মাতা গোঁসাই রাক্ষস বিভীষন
আশীর্ব্বাদ করি দিল বসিতে আসন।
পাত্র মিত্র লইয়া আছেন লঙ্কেশ্বর
সভায় বসিয়া বিভীষনের উত্তর।
অনেক উৎপাত ফলে ভাই এ সব সম্পদ
শ্রীরামের সঙ্গে ভাই না কর বিবাদ।
যত দিন সীতা তুমি আনিলে অন্তঃপুর
তত দিন দেখি ভাই কুমন্দ প্রচুর।
ঝাঁকে২ শকুনী পড়ে প্রতি ঘরের চালে
রাত্রে নিদ্রা নাহি শৃগাল কুক্কুরের রোলে।
কালিয়াছেন বুড়ী দেখি দশন বিকট
সন্ধ্যাকালে উকি পাড়ে দ্বারের নিকট।
নানা উৎপাত ভাই দেখিনু তৎকাল
রামচন্দ্র দেখি যেন বিক্রমে বিশাল।
রাবণ বলে তোমার রামেরে এত ডর
কি করিতে পারে রাম সুগ্রীব বানর।
বিভীষনের যুক্তি রাবন না শুনিল কানে
মন্ত্রণা করিতে রাবন মন্ত্রিগনে আনে।

রাবণ বলে মন্ত্রি সব যুক্তি বল সার
কোন যুক্তে রামে আমি করিব সংহার।
বীর দাপ করি বলে প্রহস্ত সেনাপতি
কি করিতে পারে বানর বনের পশু জাতি
পর্ব্বতের গুহ আর নদ নদীর কূলে
বানর বলি না থুইব পৃথিবীমণ্ডলে।
বজ্রদংষ্ট্র রাক্ষস বলে দশন বিকট
লোহার মুদ্গর লইয়া করিল নিকট।
লোহার মুদ্গর লইয়া প্রবেশিব রণে
মাতা ভাঙ্গিয়া বানর বধিব জনে জনে।
ত্রিশিরা বিস্ময় করে আমি আছি কিসে।
আমি থাকিতে লঙ্কাতে কোন বেটা আইসে
রাক্ষস মারে লঙ্কা পোড়ায় বীর হনুমান।
আমি থাকিতে লঙ্কা পুরির এত অপমান।
তোমার আজ্ঞা পাইলে আমি রণে গিয়া পশী
রাম লক্ষ্মণ মারিয়া পাঠাব দুই বেটা তপস্বী।

আকম্পান বলে রাজা তোমার আজ্ঞা পাই
অনেক দিনে যুদ্ধ পাইলাম বানর ধরি খাই।
কুম্ভ নিকুম্ভ কুম্ভকর্ণের নন্দন
দুই বীরের যুদ্ধে কেহ নাহি ধরে টান।
ঝাটি ঝকড়া শেল মুষলের বাড়ি
যুদ্ধের নাম শুনিয়া রাক্ষসের হুড়াহুড়ি।
হাতে ধরি বিভীষণ বুঝায় অনেকজন
ঝাট উতরোল না হইয়া শুন বীরগণ।
ইহা সভার বাক্যে ভাই না করিহ ভয়
হিতবচন বলি ভাই শুন লঙ্কেশ্বর।
সীতা পাঠাইয়া দিলে থাকিব নির্ভয়
হেন সীতা রাখিলে ভাই জীবন সংশয়।
কোন কার্য্যে মজাইতে চাহ লঙ্কাপুরী
রামের ঠাঁই পাঠাইয়া দেহ সীতাত সুন্দরী।
এত যদি বিভীষণ রাজার তরে বলে
কুপিল রাবণ রাজা অগ্নি হেন জ্বলে।
বিভীষণ আমার এক আমি হইলাম জেঠ
বিভীষণের ঠাঁই শিখিব রাজকর্ম্ম পাট।

মানুষ বেটার কথা শুনি কাঁপে বিভীষণ
হেন ভাই না থুইব আমার ভুবন।
বিভীষণ বাহির কর যুক্তি দিল সার
যুদ্ধ বই গতি নাহি নিশ্চয় বিচার।
এত যদি কোপ করি বলিল রাবণ
আরবার বলিতে লাগিল বিভীষণ।
ধার্মিক জ্ঞাতায় দোষ কহে লোকে কয়
অধার্মিকের সঙ্গে থাকি। জীবন সংশয়।
এক উপা হস্তী যেন পূর্ব্বেতে বনে
লোকে অপরাধি করে হস্ত্যা নাহি মনে।
ক্ষেতের শস্য খাইয়া বনে ঘর দ্বার ভাঙ্গে
খাবার লোভে গোদা হস্তী বুলে তার সঙ্গে।
মন্দর মিথানে হইল তাপর অপরাধি
হস্তী বন্দি করিতে যুক্তি সৃজিলেন ব্যাধি।
স্বভাবেতে ব্যাঘ্রজাতি জানে নানা সন্ধি
শত হাত দড়ি দিয়া হস্তী করিল বন্দি।
যেখানেতে হস্তী সব চরে নিরন্তর
ছক্কু দুর্বা তাহার থুইল বিস্তর।

খাইবার লোভে হস্তী বাড়াইল গলা
সব হস্তী বন্দি হইল গলায় লাগে দড়া।
সুন্দর মিঘালে হইল ভালর বন্ধন
তোমার শাপে সবন্ধবের জ পুরীজন।
এত যদি বলিল রাক্ষস বিভীষণ
বিভীষণে কাটিতে খাণ্ডা তুলিল রাবণ।
খাণ্ডা তুলিল রাবণ কাটিবার মনে
হাতের খাণ্ডা কাড়িয়া ধরে পাত্রগণে।
চারি দিগে পাত্র মিত্র ধরে হাতাহাতি
কোপে রাবণ বিভীষণে মারিলেক লাথি।
সভামধ্যে বিভীষণ বসিয়াছিল খাটে
খাট হইতে বিভীষণ পড়ে লাথির চোটে।
পেটে লাথি বাজিল পড়িল ভূমিতলে
হাহা শব্দ হইয়া উঠিল সভাতলে।
সিংহাসনে বসাইল রাজা রাবণ
অন্তরীক্ষে উঠি বলে ভাই বিভীষণ।
রাজ্য রক্ষার হেতু বলিলাম বচন
তেকারণে হইলাম আমি লাথির ভাজন।

এক যুক্তি বলি আমি ভাইরে রাবণ
মরনকালে স্মরিহ আমার বচন।
কীর্ত্তিবাসে রচিল রাবনে প্রমাদ পড়ে
প্রমাদ পড়িল জানি বিভীষনে তাড়ে।

চারি পাত্র লইয়া যুক্তি করে বিভীষণ
কুবেরের ঠাঁই গিয়া কৈল বিবরন।
চারি পাত্র তরাতরি দিল অনুমতি
কৈলাশ শেখরেতে গেল শীঘ্রগতি।
কুবেরের ঠাঁই গিয়া কৈল নিবেদন
সভামধ্যে লাথি মোরে মারিল রাবণ।
আমি কৈলাম রামের সনে না কর বিবাদ
সীতা দিতে চাহিলাম তেঞি অপরাধ।
কুবের বলেন রাবন মরিবে আপন দোষে
তোর বাক্য সিদ্ধি হবে যাও রামের পাশে।
রামের ঠাঁই অন্তরীক্ষে আইসে বিভীষন
সাগরের কূলে থাকি দেখে বানরগন।

সম্মুখে বানরকটক করে তোলপাড়
গাছ পাথর লইয়া বানর আইসে আগুসার।
রাবনের আকৃতি দেখি রাক্ষস বিভীষন
বানর বলে মারিপাড় এইত রাবন।
অন্তরীক্ষে থাকি বলে রাক্ষস বিভীষন
রঘুনাথের ঠাঁই আমি পশিব শরন।
বিভীষনের কথা দূত কহে রায়ের স্থানে
মন্ত্রনা করিতে রাবন মন্ত্রিগনে আনে।
সুগ্রীব বলে আপন স্থলে বৈসি আমি
মারিয়া পাড়িব গোসাঞী যদি পাই বানী।
জাম্বুবান পাত্র বলে বুদ্ধে বৃহস্পতি
বৈরিরে নিকটে আনিতে না লয় যুকতি।
হেনকালে ভনিতে বীর হনুমান
এই বিভীষন মোরে দিয়াছে প্রান দান।
আর যুক্তি শুন মিতা আন বিভীষন
বিভীষন সহায় তুমি মারিবে রাবন।
রাম বলেন সুগ্রীব শুন আমার মিত
বিভীষনের তরে তুমি জানাহ পীরিত।

আপনার দোষ মিত্র আপনি না দেখি
তোমা হইতে মিত্র আমি পাইয়াছি সাক্ষী।
কাতর হইয়া যে পশিত শরণ
পরলোকে নষ্ট যদি না করে পালন।
পুরাণের এক কথা কহি কর অবধান
শিব নামে রাজা ছিল ধর্ম্ম অধিষ্ঠান।
কপোত পলাইয়া যায় সয়চানের ডরে
ত্রাসে পড়িল গিয়া শিব রাজার কোলে।
যত্ন করি নরপতি সুন্দর পক্ষী রাখে
প্রাচীরে বসিয়া সয়চান রাজার তরে ডাকে।
আপনার ভক্ষ্য আমি করিব আহার
হেন ভক্ষ্য রাখ রাজা নহে ব্যবহার।
রাজা বলে দুষ্ট আমার পশিল শরণ
আমার মাংস দিয়া তোমার করাব ভোজন।
সয়চান বলে যদি কর পরিত্রাণ
আপন গায়ের মাংস মোরে দেহ দান।
রাজভোগেতে মাংস তোমার সুস্বাদ
তোমার মাংস খাইলে মোর ছুটে অবসাদ।

শুনিয়া সয়চানের কথা রাজার হইল হাস
তীক্ষ্ন ছুরি দিয়া তার গায়ের কাটে মাস।
তিলপ্রমান ঠাঁই নাহি সর্ব্বাঙ্গ কাটে
সয়চানে খাওয়াইল যত ধরে পেটে।
শিব রাজার গা বাহিয়া রক্ত বহে শ্রোতে
শিব রাজার রক্তে সেই সিংহাসন তিতে।
সেইত পুন্যাতে রাজা গেল স্বর্গবাস
শরণাগত না রাখিলে দুই কুলে বিনাশ।
বিভীষনের কায থাকুক যদি আইসে রাবন
মোর ঠাঞি শরণ পশিলে করিব পালন।
রামের আজ্ঞায় বানর গেল অন্তরীক্ষে
পঞ্চ রাক্ষস মিলিল শ্রীরামের নিকটে।
সুগ্রীব রাজার আগে কৈল সম্ভাষন
পরম পীরিতে কোল দিল দুই জন।
বিভীষন লইয়া সুগ্রীব গেল রামের স্থানে
কাতর হইয়া বিভীষন পড়িল চরনে।
রাবনের ভাই আমি নাম বিভীষন
তোমার চরণে আমি লইলাম শরণ।

রাম বলেন বলি শুন রাক্ষস বিভীষন
মন্ত্রনা করিয়া তোমায় পাঠাইল রাবন।
রামের কথা শুনিয়া বিভীষনের দুঃখে মন
হৃদয়ে কপট থাকে হই করিল ব্রাহ্মন।
কলির হইব রাজা সহস্র তনয়
এই তিন দ্রব্য গোসাঞি করিলাম নিশ্চয়।
তিন দ্রব্য করিল রাক্ষস বিভীষন
বিভীষনের দ্রব্য শুনি হাসেন লক্ষ্মন।
হেনকালে রামের তরে বলেন লক্ষ্মন
অনেক দিনে শুনিলাম অপূর্ব্ব কথন।
এক পুত্র হইতে লোক করে আরাধিন
সহস্র পুত্রের বর মাগে বিভীষন।
রাজা হইবার তরে তপ করিয়া মরে
হেন দ্রব্য করে গোসাঞি তোমার গোচরে।
রাম বলেন কত বুদ্ধি জাওয়াল লক্ষ্মন
তিন দ্রব্য করিল রাক্ষস বিভীষন।

বিভীষণের দুঃখে ভাই আমার পরিতোষ
কলির ব্রাহ্মণ ভাই শুন তার দোষ।
লোভ মোহ কাম ক্রোধ এই মহাপাপ
এই সব পাপে ব্রাহ্মণ পায় বড় তাপ।
প্রতি গৃহে লইবেন ওদর কারণ
প্রতি গৃহে মহাপাপ নাহিক তারণ।
এই সব পাপে যেবা করে অনাচার
সেই পুত্রের পাপে মজিবে সংসার।
কলির রাজা প্রজা যদি না করে পালন
সে পাপে রাজার হয় অকাল মরণ।
আর সব দোষ আছে তাহা কব পাছে
বিভীষণে রাজা করি আগে রাখি কাছে।
সকল সেনাপতি আন সাগরের জল
লঙ্কায় রাজা করিব বিভীষণ মহাবল।
শ্রীরামের আজ্ঞা যেন পাষাণের রেখা
সাগর জলে বিভীষণের কৈল অভিষেক।
রঘুনাথের বাক্য লঙ্ঘিব কোন জনা
বিভীষণ রাজা হইল জগতে ঘোষণা।

ছত্রদণ্ড দিল তারে কনকলঙ্কা পুরী
অভিষেক করি দিল রাণী মন্দোদরী।
সুগ্রীব বলে সাগর তরিতে না দেখি উপায়
বিভীষনের ঠাঁই জিজ্ঞাসিতে যে জুয়ায়।
রাম বলেন বিভীষন যুক্তি বল সার
কোন যুক্তিতে আমি সাগর হইব পার।
বিভীষন বলে সগর নামে আছিল নৃপতি
সাগর খুলিল গোসাঁঞি তাহার সন্ততি।
সাগর খুলিল গোঁসাঞি তোমার পূর্ব্বপুরুষে
দেখা দিবে সাগর তুমি থাক উপবাসে।
সাগরের কূলে রাম শয্যা কৈল কুশে
তাহার উপর রাম রহিল উপবাসে।
তিন উপবাস হইল সাগর না দেই দেখা
ধনুক বাণ আন লক্ষ্মণ কিসের অপেক্ষা।
অধমেরে স্তব করিলে সভা জন হেন দেখে
মারিব সাগর আজি কার বাপে রাখে।
তিন উপবাস করি সাগর আরাধিলে
সাগর শুষিব আজি অগ্নিজাল বাণে।

আজ সাগরের আমি লইব পরাণ
অগ্নিজাল বাণ রাম পুরিল সন্ধান।
সাগর শুখাইয়া যায় সকল জল শোষে
মৎস্য মকর পুড়ি মরে জলের উপর ভাসে।
সপ্ত পাতাল গেল সাগরের পাশ
বাণ দেখি সাগরের লাগিল তরাস।
উঠিয়া সাগর তখন কৈল যোড়হাত
অকারণে ক্রোধ কর সূর্য্যবংশের নাথ।
বিশ্বকর্ম্মার পুত্র আছে নল বানর
তোমা লাগি মুনির কাছে পাইয়াছে বর।
জন্ম মুনির সেবা করিল শিশুকালে
দণ্ড কমণ্ডলু মুনি হারাইল জলে।
নিত্য হারাইয়া আইসে নিত্য সূজে মুনি
আর দিন ধ্যান করি জানিল আপনি।
আপনি বিষ্ণু জন্মিলেন রাম অবতার
সাগর বান্ধিয়া রাম বানর করিবেন পার।
এতেক ভাবিয়া মুনি দিল বর দান
নল ছুইলে গাছে পাথর থাকিবে বিদ্যমান

সাগর বান্ধিতে পারে সেনাপতি নলে
নল ছুইলে গাছ পাথর ভাসে আমার জলে
রাম বলেন তুমি আছ আমার পাশে
সাগর বান্ধিতে জান না কর প্রকাশে।
আমি লঙ্কা জিনিব তোমার ওপহাস
এত বুদ্ধি বীর শুনি সাগরের পাশ।
নীল বলে জাতির তরে না করি পরিচয়
জাতির শাপেতে মোর জীবন সংশয়।
সাগর বলে মিথ্যা কথা সকল লোকে কহি
অন্যে ছুইলে গাছ পাথর আমি নাহি সহি।
সাগরের কথা শুনি সব সেনাপতি
নল সাগর বান্ধিবে সভার অনুমতি।
রামের কার্য্য সিদ্ধি হওক তাহা মাত্র চাহি
সুগ্রীব রাজা গাছ বহি অন্য নাহি কহি
সভাকার আগে নীল করিল অঙ্গীকার
আমি সাগর বান্ধিব সাগর কর পার।

রাযের আগে নীল যদি করিল অঙ্গীকার
সপ্ত পাতাল গেল সাগর যথা পরিবার।
জলের ভিতর থাকে সাগর কি করিব জল
হেন সাগর বন্ধন যান শ্রীরামের সনে।
সুগ্রীব বলে বানরকটক কার মুখ চাহ
গাছ পাথর পর্ব্বত কেন নাহি বহ।
নলমাত্র ছুইবে সবে বান্ধিবে সাগর
কে কত যোজন বান্ধিবে কর অঙ্গীকার।
গয় গবাক্ষ আর গন্ধ মাদন
পাঁচ ভাই বান্ধিব সাগর পঞ্চাশ যোজন।
নীল সুষেণ বলে প্রধান সেনাপতি
দশ যোজন বান্ধিব দিলাম অনুমতি।
সভার ভিতর হনুমান কৈল অঙ্গীকার
আর যত বাঁকি থাকে সকলি আমার।
শুভ করি চুল বান্ধে কাপড় পরে টানে
দক্ষিণ মুখে বৈসে সাগর ডিঙ্গাবার মনে।
কোটি২ সেনাপতি নলের পাশে বৈসে
নল ছুইলে গাছ পাথর জলের উপর ভাসে।

জ্বালিয়া যাগড়া দিয়া জাঙ্গাল করিল রাশ
তার উপর পাড়ে লইয়া পর্ব্বতীয় বাঁশ।
জ্বালিয়া যাগড়া যত সাগরের কুলে
বড়বড় বাঁশ উপাড়ে তালে মূলে।
সেহড়া বহড়া আনে হরীতকী আমলা
পর্ব্বতীয় গাছ আনে সারঙ্গী কমলা।
বকুল দীর্ঘল গাছ আনে পিয়াল শাল
খাজুর শ্রীফল আনে আম্র কাঁঠাল।
রক্তচন্দন আনে অতি অনুপম
আযুজাতের ফল আনে উপাড়িয়া জাম।
যতযত গাছ বনে পায়েত দীর্ঘল
তাল তেতুল আনে গুবাক নারিকেল।
সংসারের গাছ আনে নাম কত জানি
গাছেতে ঢাকিল সব সাগরের পানি।
সুগ্রীব অঙ্গদ জিল পর্ব্বত শেখরে
পর্ব্বত ভাঙ্গিয়া ফেলে সাগরের নীরে।
বড় গাছ আনে আর বড়২ গোড়া
কোটি২ পর্ব্বত ভাঙ্গি কৈল লেওয়ামুড়া।

গাছ পাথর আনি বানর করিল সঞ্চয়
সোনার পর্ব্বত আনে শুদ্ধ সোনাময়।
গাছ পাথর বহিয়া বীর আনে জুতে২
সভে আনি দেয় সভে নীল বীরের হাতে।
আড়েতে বান্ধিল সাগর দশ যোজন
দীর্ঘেতে বান্ধিল সাগর শতেক যোজন।
সাগরের জল যেন ফটিক হেন জ্বলে
ধবল পানী ধবল পাথর গাছের মিশালে।
যেই ভিতে পার হবেন শ্রীরাম লক্ষ্মণ
সেই ভিতে দিল গাছ অগোর চন্দন।
দশ যোজন পর্ব্বত হনুমান আনেত সত্বরে
হেন পর্ব্বত নল বীর ধরে বাম করে।
কোপে তোলপাড় করে হনুমানের চিত্ত
সত্তরি যোজন পর্ব্বত আনে আচম্বিত।
পর্ব্বত দেখিয়া বীর ওঠি দিল রড়
ত্রাস পাইয়া পলায় রাঘের নিয়ড়।
তখন বলিলাম আসি এই সে কারন
হনুমান পর্ব্বতে আনে বধিতে জীবন।

জাতির আগে বড়াই করিলে জীবন সংশয়
এইসে কারণে আমি না দেই পরিচয়।
রাম বলেন হনুমান শুদ্ধ তোমার মতি
তোমার কাছে বড়াই করে না লয় যুকতি।
তুমিত বান্ধিয়া দিবে শতেক যোজন
তোমার প্রসাদে আমি মারিব রাবণ।
তোমার প্রসাদে আমি সত্য হইব পার
তোমার প্রসাদে করিব আমি সীতার উদ্ধার।
রামের তরে হনুমান ফেলিল পাথর
ভাঙ্গা পাথর বহে দুই লক্ষ বানর।
নল ছুইলে ভাসে জলের উপরে
নীল ছুইলে পৈষে পাথরে পাথরে।
তিন যোজন করি বান্ধে একই দিবসে
নই যোজন সাগর বান্ধিল এক মাসে।
নই যোজন বান্ধা গেল দশ যোজন আছে
লঙ্কার প্রাচীর ঘর দেখে যেন কাছে।
লাফে২ পার হয় সকল বানরগন
সবে মাত্র না দেখেন শ্রীরাম লক্ষ্মন।

হনুমান পর্ব্বত আনে রামের অনুরোধে
একখান পাথর দিয়া দশ যোজন বান্ধে।
উত্তর কুলের আঙ্গাল ঠেকিল দক্ষিন পারে
পার হইয়া বানর সব লঙ্কাপুরী বেড়ে।
যতযত রাজা হইল চন্দ্র সূর্য্যকুলে
কোন রাজা নাহি বান্ধে সাগরের জলে।
এ কুলে করিল রাম স্নান তর্পন
অভিষেক করি স্বর্গে গেল দেবগন।
গয় গবাক্ষ পার হইল গন্ধ মাদন
মাহেন্দ্র দেবেন্দ্র গেল সুষেন নন্দন।
নল নীল পার হইল দুই সহোদর
অবর্বুদ অবর্বুদ পার হইল বিস্তর।
শ্রীরাম লক্ষ্মন পার হইল জগৎ অধিপতি
সুগ্রীব অঙ্গদ পার হইল যত সেনাপতি।
একেএক পার হইল যত বানরগন
তার পাছে পার হইল রাক্ষস বিভীষন।
তবে শেষে পার হইল বীর হনুমান
তার পাছে পার হইল মন্ত্রি জাম্বুবান।

এই কূলে আছেন সীতা সেই কূলে রাম
দুই জনে দূরে ছিল হইল এক গ্রাম।
বন্ধ গেল সাগর কটক হইল পার
দিনেং রাবণ রাজার টুটে অহঙ্কার।
পার হইয়া রঘুনাথ করেন মন্ত্রণা
চার দ্বার চাপিয়া হইল বানরের থানা।
বিস্ময় হইয়া রহিল তাঁরে মনেমনে
মন্ত্রণা করিতে সব মন্ত্রিগণ আনে।
কীর্ত্তিবাস রচিল গীত অমৃতের ভাণ্ড
এত দূরে সমাপ্ত হইল সুন্দরকাণ্ড।